বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৯ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283

TARGET POINT STUDY CIRCLE Estd 2014 P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET)
AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Golam Masud Biswas 482 (96.4%) | Sumaya Sultana 479 (95.8%) | Nayan Jabi 469 (93.8%) | Farhin Aktar 468 (93.6%) | Sonia Akhtar 460 (92%) | Asifa Khatun 460 (92%)

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

FARIA HOSSAIN — MBBS, I.P.G.M.E.R & S.S.K.M. Hospital, Kolkata.
PUNAM MANDAL — MBBS, Diamond Harbour Govt. Medical College
AFROJA KHATUN — North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
SUHANA AKHTAR — Calcutta National Medical College &Hospital, Kolkata
RIDA KALIMI — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
GOLAM MASUD BISWAS — ECE, Jadavpur University
ABDUL AJIJ — Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata
MD JISHAN ALI — MBBS, Collage of Medicine & JNM Hospital, Kalyani, Nadia
FAHIM ABRAR — MBBS, Collage of Medicine & Sagore Dutta & Hospital, Kamarhati, Kolkata
TAHIR ALAM — MBBS, Barasat Govt. Medical College & Hospital
NAIMA KHATUN — MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
MONALISA KHATUN — MBBS, Deben Mahata Govt. Medical College & Hospital

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৯ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৯ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৯ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

নিউ টাউন পাবলিক স্কুল (উঃ মাঃ)

শুভ উদ্বোধন

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের আলাদা করে কোনো কোচিং এর প্রয়জন হয় না

১৮ মার্চ,২০২৬

একাদশ শ্রেণিতে (Science ও Arts) ভর্তি চলছে!

বোর্ড এক্সাম (H.S) এর পাশাপাশি NEET ও JEE প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা।

আমাদের বিশেষত্ব:

- টার্গেট : সায়েন্স ও আর্টস বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে (সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে)।
- আবাসিক ও অনাবাসিক: ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক: বহিরাগত এক্সপার্টদের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং।
- মাধ্যম: বাংলা।

বিশেষ ধামাকা অফার:

প্রথম ২০ জন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি ফিতে ২০% ছাড়!

ঠিকানা

নিউটন পাবলিক স্কুল এইচএস পুখুরিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড, মালদা।

Mobile: 7865852758 / 9476268597

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ৭ মার্চ ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৯ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বিজেপিকে ‘সামাজিকভাবে বয়কটে’র নিদান অভিষেকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এবার বিজেপিকে ‘সামাজিকভাবে বয়কট’ করার ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ‘নো ভোট টু বিজেপি’ স্লোগান শোনা গিয়েছিল বঙ্গ রাজনীতিতে। এবার তার ধার আরও বাড়িয়ে অভিষেক বললেন, ‘আগের বার আমরা বলেছিলাম, নো ভোট টু বিজেপি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে শুধু ভোট না দেওয়া নয়, ওদের সামাজিকভাবে পুরোপুরি বয়কট করতে হবে।’ শুক্রবার ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে এসআইআর ইস্যুতে আয়োজিত ধরনা মঞ্চ থেকে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে এভাবেই রণহুঙ্কার দিলেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এদিন অভিষেকের আক্রমণ ছিল তীক্ষ্ণ ও আক্রমণাত্মক। অভিষেককে প্রধান বক্তা হিসেবে সামনে এনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার ও মানসিক নির্যাতন চলছে, তা অভিষেক অনেক গভীর থেকে অনুধাবন করেছেন। সেই যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতেই তাঁর হাতে মাইক্রোফোন তুলে দেন নেত্রী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, ‘এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষের ওপর যে অমানবিক অত্যাচার চলছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দিনের পর দিন মানুষকে প্রমাণ জোগাড় করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বৈধ নাগরিকদের বেনাগরিক করার চক্রান্ত করছে কেন্দ্র। মানুষের চোখের জল নিয়ে রাজনীতি করার এই অরাজকতা

আমরা কিছুতেই মেনে নেব না।’ বিজেপির রথযাত্রাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, একদিকে মানুষ যখন নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, তখন ওরা ক্ষমতার লোভে রথে চড়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ব্যস্ত। এই চরম দ্বিচারিতার জবাব বাংলার মানুষ ভোটবাক্সেই দেবেন বলে তাঁর দাবি। সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘আমি এই ধর্মতলার মঞ্চ থেকে খোলা চ্যালেঞ্জ করছি, আগামী নির্বাচনে বিজেপি ৫০টি আসনও পেরোতে পারবে না। যে দল মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়, বাংলার মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলবে।’বিজেপির জনসভা নিয়ে বিদ্রুপ করতেও ছাড়েননি তিনি। অভিষেকের খোঁচা, বিজেপির সভায় যা লোক হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি লোক ভিড় করেন জেসিপি দিয়ে মাটি কাটা দেখতে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘তোমার কাছে ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, বিচার বিভাগের একাংশ, তোমার কাছে রাজ্যপাল, তার পরেও বাংলা দখল করতে পারছ না। বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। ক্যাটেরার থালা, ঠাকুরমশায় থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খালি পাত্র আর পাত্রী নেই, কী করে বিয়ে হবে? এদের কাছে সব, কিন্তু তা-ও কিচ্ছু নেই। তৃণমূলের কিচ্ছু নেই। শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন আর বাংলার ১০ কোটি মানুষ রয়েছেন। বাকিটা তৃণমূলকর্মীরা মাঠে বুঝে নেবেন।’ তৃণমূলের স্বচ্ছতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, দলে অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কিন্তু বিজেপিতে অভিযুক্তরা পুরস্কার পান। রাজ্যপাল ইস্যু থেকে অমিত শাহের ভাষণ, প্রতি পদেই বিজেপিকে বিঁধেছেন তিনি। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকলে তাঁকেও বিবেচনাধীন করে রাখত।’ নির্বাচনের মুখে রাজ্যপালের পদত্যাগকেও বাংলার ওপর কেন্দ্রর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হিসেবে দেখছেন তিনি। সবমিলিয়ে, অভিষেকের এই ‘সামাজিক বয়কট’-এর ডাক রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া।

বিজেপির ‘দালাল’ নির্বাচন কমিশন ধর্না মঞ্চে ‘মৃত’দের নিয়ে তোপ মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মৃতদের তালিকা থেকে টেনে এনে জ্যান্ত মানুষকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ‘মৃত’ তকমা পাওয়া ২২ জনকে হাজির করে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, আসন্ন নির্বাচনে এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে লড়াইটা তিনি ‘ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে’ লড়বেন। নির্বাচন কমিশনকে ‘বিজেপির তল্পিবাহক’ এবং ‘দালাল’ বলে আক্রমণ শানিয়ে এদিন ধরনা মঞ্চ থেকেই গণ-আন্দোলনের ডাক দিলেন তৃণমূলনেত্রী। সাফ জানালেন, কেবল আইনি লড়াই নয়, রাজপথেই হবে ফয়সালা। এদিন রাতেও তিনি ধরনা মঞ্চের পেছনের অস্থায়ী ঘরেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার দুপুরে ধর্মতলায় যেন এক অদ্ভুত সমাপতন। যে ভোটার তালিকায় মৃত বলে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, সেই মানুষরাই সার বেঁধে দাঁড়ালেন মমতার পাশে। নেত্রী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘মৃত ঘোষণা করেছেন, তাঁরা জীবিত আছেন। তাঁদের মঞ্চে হাজির করব। নির্লজ্জ বেহায়া পার্টি। তাঁদের দালাল কমিশন। আমরা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে কাজ করি। কমিশনের খাতায় ওঁরা মৃত। আজ তাঁদের প্যারেড করাব। মিডিয়াকে আমি রিকোয়েস্ট করব, ওঁরা বেঁচে আছেন। ২২টি পরিবার আসবে। আমরা তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।’ মমতার দাবি, ভোটার তালিকায় প্রায় ৫ লক্ষ জীবিত মানুষকে ‘মৃত’ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বিজেপিকে সরাসরি বিঁধে মমতা বলেন, ‘নির্লজ্জ, বেহায়া বিজেপি। আর নির্বাচন কমিশন তাদের তল্পিবাহক।’ তাঁর সাফ কথা, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই ‘স্বেচ্ছাচারিতার’ বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ গড়ে তোলা হবে। দিল্লির ধরনায় যাওয়া আটটি পরিবারের সদস্যদেরও এদিন মঞ্চে দেখা যায়। মমতা

স্পষ্ট করে দেন, তাঁর নিজের পাড়াতেও এমন ‘জীবিত-মৃত’ কেস আছে এবং শনিবার তাঁদেরও তিনি ধরনা মঞ্চে হাজির করবেন।

এদিন মমতার মঞ্চে রাজনীতির ঊর্ধ্বে এক আবেগঘন পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রেসিডেন্ট এক সন্ন্যাসী প্রতিবাদ জানাতে আসেন। ২০০২ সাল থেকে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ২০২৬-এর তালিকায় তাঁর নাম নেই। ওই সন্ন্যাসী আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘আমি রামকৃষ্ণ সারদা মিশন থেকে এসেছি। আজ ১৪ বছর হল মিনাখাঁ রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রেসিডেন্ট। তা সত্ত্বেও আমার নাম বাতিল করা হয়েছে। আমি বেলুড় মঠের দশম প্রেসিডেন্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দের মন্ত্রশিষ্য। আমি আজ দিদির কাছে এলাম। বললাম, এ রকম যদি হতে থাকে তা হলে তো দেশের অবস্থা তো খুব খারাপ হবে।’ ওই সন্ন্যাসী ঠাকুর-মা-স্বামীজির কাছে এসআইআর ব্যবস্থা প্রত্যাহারের প্রার্থনাও জানান।

মমতার এই প্রতিবাদী মঞ্চে এদিন চাঁদের হাট বসেছিল। যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল তথা তৃণমূলের রাজ্যসভা প্রার্থী রাজীব কুমার। উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী ও প্রার্থী মেনকা গুরুস্বামী। কমিশনকে বিঁধে মেনকা বলেন, ‘আমরা ব্রিটিশদের তাড়িয়েছি। সংবিধান বানিয়েছি। সেই সংবিধান সবাইকে ভোটাধিকার দিয়েছে। সবার ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। যদি তা না থাকে তাহলে মুক্ত এবং স্বচ্ছ নির্বাচন কীভাবে হবে?’ মেনকার বক্তব্য শুনে আপ্লুত মমতা বলেন, ‘মেনকা খুব ভালো। হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।’

সুর চড়ান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরাও। গায়ক কবীর সুমন বলেন, ‘এটা আমার অধিকার। মৌলিক অধিকার রক্ষার লড়াই। কারও অপছন্দ বলে কিছু করার নেই। আমি ভাবতে পারিনি বিজেপি এই পরিমাণে নির্বোধ। তাদের মাথায় কিছু ঢোকেনি। বিজেপি কিছুতেই জিতবে না। আমি আবারও বলি আমি তৃণমূল সমর্থক নই। আমাদের শহরটা আগে এত সুন্দর ছিল না মোটেই আমার পাশে বসে থাকা মানুষটির (মমতা) কল্যাণেই হয়েছে।’ সুমন এদিন মমতার অনুরোধে ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ এবং ‘পথে আবার নামো সাথী’ গান দুটি গেয়ে শোনান। অন্যদিকে, কবি জয় গোস্বামী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, ‘অন্যায় হচ্ছে, মানুষের ভোট অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। ৯০ বছর অতিক্রান্ত মানুষকে যেতে হচ্ছে প্রমাণ দিতে। কেউ আত্মহত্যা করছেন, মারা যাচ্ছেন।’

বিকেল গড়াতেই ধরনা মঞ্চে উত্তাপ ছড়ায় পার্শ্বশিক্ষকদের বিক্ষোভ। যা দেখে মেজাজ হারান মমতা। তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, এর পেছনে বিজেপির মদত রয়েছে। তিনি বলেন, ‘এটা সময় নয়, মানুষ মরছে। বিজেপি মাইন্ডেড সব। এদের এখানে কারা পাঠিয়েছে জানি। বিজেপি এসবের পিছনে। মানুষ মারা গেছে, তাদের জন্য আমরা এখানে এসেছি। বাকিদের দাবিও আছে। তাদের জন্য অন্য জায়গা আছে। মোদি, অমিত শাহ, ভ্যানিশ কুমারের কাছে যান।’

সন্ধ্যে ৮টা নাগাদ মূল মঞ্চের বক্তৃতা শেষ হলেও মমতা জানিয়ে দেন, তিনি রাতে ওখানেই থাকছেন। তাঁর সঙ্গে পরিবারের কয়েকজন সদস্যও থাকবেন। বক্তৃতা শেষে মঞ্চেই ‘দিদি’কে প্রণাম করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতাও তাঁর উত্তরসূরির পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, ‘এসআইআর নিয়ে অভিষেক ভালো কাজ করেছে। ও খুব ভালো বলেছে।’ আগামিকাল শনিবার সকাল ১০টায় ফের ধরনা মঞ্চে ফিরবেন মমতা। নেতা-কর্মীদেরও সেখানে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে ধর্মতলার রাজপথ এখন ভোটার তালিকা সংশোধন ইস্যুতে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া ।

সুপ্রিম-বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ কমিশনকে চিঠি দিল অভিষেক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটার তালিকা প্রকাশে সুপ্রিম কোর্টের অবমাননা করা হচ্ছে, এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে কড়া চিঠি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং রাজ্যের সিইও-কে পাঠানো চিঠিতে অভিষেক দাবি করেছেন, তালিকায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, শীর্ষ আদালতের গাইডলাইন মেনে প্রতিদিনের ভিত্তিতে পরিপূরক তালিকা প্রকাশ করছে না কমিশন। যার ফলে ভোটাররা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে, সিইও দফতর জানিয়েছে, ভোটার বাদ দেওয়ার যে তথ্য নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তার সিংহভাগই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ প্রশ্ন তুলেছেন, দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তির পর যে তালিকা তৈরি হচ্ছে, তা কেন প্রতিদিন সামনে আনা হচ্ছে না? তৃণমূলের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল চূড়ান্ত তালিকার পাশাপাশি প্রতিদিনের পরিপূরক তালিকা প্রকাশ করতে হবে। অভিষেক চিঠিতে লিখেছেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তির ভিত্তিতে প্রস্তুত হওয়া পরিপূরক ভোটার তালিকা প্রতি দিন প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে সাধারণ ভোটার এবং রাজনৈতিক দলগুলি পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত থাকতে পারে।’ তাঁর অভিযোগ, বর্তমান ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জানার উপায় নেই কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি, আধিকারিকদের পোর্টালে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই বলেও তিনি সরব হয়েছেন।

অভিষেকের চিঠিতে সাফ জানানো হয়েছে, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সঠিক কারণ দর্শাতে হবে। তিনি লিখেছেন, ‘যে সব ক্ষেত্রে কোনও ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন খারিজ করা হয়েছে বা নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কারণ জানানো প্রয়োজন।’ এতে ভোটাররা আইনি পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন বলে তাঁর মত। অভিষেকের দাবি, কমিশনকে দ্রুত ঘোষণা করতে হবে যে, পরিপূরক তালিকায় থাকা ভোটাররা ২০২৬ সালের মূল ভোটার তালিকারই অংশ।

পাল্টা যুক্তি দিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। সিইও অফিসের বক্তব্য, তালিকায় নাম বাদ যাওয়ার সংখ্যাটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি, তথাকথিত ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩২০টি ডিলিশন বা বাদ যাওয়ার মধ্যে অধিকাংশই ‘অটো জেনারেটেড ফর্ম-৭’। এই স্বয়ংক্রিয় ফর্ম তখনই তৈরি হয় যখন দেখা যায় কোনও ব্যক্তি চূড়ান্ত তালিকার যোগ্য নন। সাধারণ ভাবে আবেদন করে নাম বাদ দেওয়ার সংখ্যাটি রাজ্যে মাত্র ৭,৭৩৩। উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকেই ধর্মতলায় এই ইস্যুতে ধরনায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখান থেকেই কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন অভিষেক।

নেপালের ভোটে জেন-জি উত্থান, বলেন্দ্র ঝড়ে কুপোকাত হেভিওয়েটরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সাক্ষী হল হিমালয় কন্যা নেপাল। দীর্ঘ কয়েক দশকের প্রথাগত রাজনীতিকে ধুলোয় মিশিয়ে সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চলেছে জেন-জি বা তরুণ প্রজন্মের পছন্দের দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি (আরএসপি)। দলটির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী তথা কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র বলেন্দ্র শাহ (বলেন) ঝাপা-৫ আসনে হেভিওয়েট প্রার্থী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে পরাজিত করে ইতিহাস গড়েছেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর জেন-জি প্রজন্মের তীব্র গণবিক্ষোভের জেরে ওলি সরকারের পতনের পর এই নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে চূড়ান্ত রায় দিল নেপালের মানুষ।নেপাল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ‘হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস’-এর ২৭৫টি আসনের মধ্যে ১৬৫টি প্রত্যক্ষ

আসনের প্রাথমিক প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, ১১২টি আসনেই জয়ী হতে চলেছে আরএসপি। নেপালের নির্বাচনী ইতিহাসে এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড। অন্যদিকে, ঝানু রাজনীতিকদের দলগুলো কার্যত ধরাশায়ী।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলির কমিউনিস্ট পার্টি (ইউএমএল) মাত্র ১২টি, নেপালি কংগ্রেস ১০টি এবং পুষ্পকমল দহাল প্রচণ্ডর দল মাত্র ৬টি আসনে থিতু হয়েছে। এমনকি রাজতন্ত্র ফেরানোর ডাক দেওয়া রাজেন্দ্র লিংডেনের দলও মাত্র একটি আসন পেতে পারে। তরাই বা সমতল এলাকাতেও এবার আরএসপির একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা গেছে। ৩৫ বছর বয়সী বলেন্দ্র শাহ, যিনি একসময় র‍্যাপার হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন, তিনি ২০২২ সালে কাঠমান্ডুর মেয়র নির্বাচিত হয়ে চমক দিয়েছিলেন। গত বছর জেন-জি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার পর তিনি রবি লামিছানের নেতৃত্বাধীন চার বছরের পুরনো দল আরএসপিতে যোগ দেন।

ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ চাইলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে কোনও চুক্তির অবকাশ নেই, এবার সরাসরি ইরানের ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার নিজের সমাজমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশাল’-এ এক বার্তায় ট্রাম্প স্পষ্ট করে দেন, কোনো কূটনৈতিক আলোচনার আগে তেহরানকে মাথা নত করতে হবে। একইসঙ্গে ইরানে একজন ‘গ্রহণযোগ্য’ নেতা নির্বাচনের ওপর জোর দিয়ে তিনি দেশটির অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার ধাঁচেই তিনি ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়তে চান বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধের সপ্তম দিনে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ। ইরান কেবল মার্কিন ঘাঁটি নয়, বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী, বাহরিন, ওমান ও জর্ডনেও বেপরোয়া হামলা শুরু করেছে। এই ‘নির্বিচার’ আক্রমণের ফলে দীর্ঘদিনের বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও এখন তেহরানের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সৌদি আরব ইতিমধ্যেই পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ দিনে ইরান ৫০০ ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ২০০০ ড্রোন ছুড়েছে। পালটা জবাবে আমেরিকা ও ইজরায়েল ইরানের ২০০০-এর বেশি নিশানায় আঘাত হেনেছে, যার ফলে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে।ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ করেছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কার্টজ। তিনি জানান, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসেই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু খামেনেইকে হত্যার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিলেন। শুরুতে আমেরিকাকে অন্ধকারে রেখেই ২০২৬ সালের জুনে এই অভিযানের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ডিসেম্বরে ইরানে মোল্লাতন্ত্র বিরোধী গণবিক্ষোভ দানা বাঁধলে পরিস্থিতি বদলে যায়। তড়িঘড়ি ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করে হামলার দিন এগিয়ে আনা হয়। ফলাফলস্বরূপ, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তেহরানে যৌথ বিমান হামলায় মৃত্যু হয় খামেনেইয়ের। এদিকে যুদ্ধের ডামাডোলের মাঝেই মার্কিন স্বরাষ্ট্র (হোমল্যান্ড সিকিয়োরিটি) সচিব ক্রিস্টি নোয়েমকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ওকলাহোমার রিপাবলিকান সেনেটর মার্কওয়েন মুলিন।

যেখানেই যান, গণতন্ত্রের মৃত্যু হয় আরএন রবিকে নিয়ে তোপ ডিএমকের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সিভি আনন্দ বোসের আকস্মিক ইস্তফার পর পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন আরএন রবি। বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রের এই ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকের তরফে রবিকে নিয়ে যে আক্রমণ শাণানো হয়েছে, তাতে রাজ্য রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। শুক্রবার ডিএমকের রাজ্যসভার সাংসদ পি উইলসন সমাজমাধ্যমে সরাসরি তোপ দেগে লিখেছেন, ‘উনি যেখানেই যান, সেখানেই সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়।’ বাংলার শাসকদল তৃণমূল এবং রাজ্যবাসীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং তৃণমূলে থাকা ভাল বন্ধুদের জন্য আমার খারাপ লাগছে।’সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিদায়ে যখন জল্পনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই তামিলনাড়ু থেকে রবিকে বাংলায় পাঠানো কেন্দ্রের এক গভীর চাল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সাড়ে চার বছর ধরে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল পদে থাকাকালীন এমকে স্ট্যালিন সরকারের সঙ্গে রবির সংঘাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ২০২৩ সাল থেকে রাজভবনের চা-চক্র বয়কট করে আসছে ডিএমকে সরকার। এমনকি গত বছর স্বাধীনতা দিবসেও রাজ্যপালের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি স্ট্যালিন। সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, খোদ রাষ্ট্রপতির কাছে রবির বরখাস্তের দাবি জানিয়েছিল তামিলনাড়ু সরকার। চলতি বছরের শুরুতে বিধানসভায় সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ না পাঠ করে অধিবেশন ছাড়ার অভিযোগও উঠেছিল রবির বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষাপটে ডিএমকে সাংসদ পি উইলসনের দাবি, তামিলনাড়ু নিয়ে বিজেপির যে মনোভাব, তার প্রতিফলন ঘটত রবির কার্যকলাপে। উপহাসের সুরে তিনি বলেন, ‘এই ভেবে খারাপ লাগছে যে, আসন্ন নির্বাচনে ডিএমকে এক জন তারকা প্রচারক (রবি)-কে হারাল।’ বাংলার ভোটের আগে এই নিয়োগকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রবির কর্মজীবনও বেশ বর্ণময়। পটনায় জন্ম নেওয়া রবি ১৯৭৬ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। সিবিআই এবং আইবি-র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। জম্মু-কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় বিদ্রোহ দমনে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।২০১৫ সালে নাগা ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের প্রধান কাণ্ডারি মনে করা হয় তাঁকে। তবে নাগা চুক্তির সময় তাঁর বিরুদ্ধে সেনাকে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। ২০১৯ সালে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক ইনিংস শুরু হয়। এরপর মেঘালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলে ২০২১ সালে তামিলনাড়ুর দায়িত্ব নেন। এবার তাঁর গন্তব্য তিলোত্তমা।

বিরোধী নেত্রী হওয়ার প্র্যাকটিস মমতার ধরনা নিয়ে খোঁচা সুকান্তর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই তপ্ত বাংলার রাজনীতি। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগে কলকাতার রাজপথে ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁর এই পদক্ষেপকে তীব্র বিদ্রুপ ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বালুরঘাটের সাংসদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে ‘বিরোধী নেত্রী হওয়ার প্র্যাকটিস করছেন’। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী, রাজ্যে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবে বিজেপির কেউ, আর মমতাকে তখন বিরোধী আসনেই বসতে হবে। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সুকান্ত বলেন, ‘কোনও অসুবিধা নেই। প্র্যাকটিস করছেন উনি। কয়েকদিন পর তো বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হবে। উনি বিরোধী দলনেত্রী হবেন। মাঝে মাঝেই ধরনা দিতে হবে। এখন থেকেই প্র্যাকটিস থাকা ভালো। ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম বাদ পড়া এবং আরও ৬০ লক্ষ নাম বিবেচনাধীন থাকা নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর নেপথ্যে বিজেপি ও কমিশনের যোগসাজশ দেখছেন তিনি। রাজ্য রাজনীতির এই উত্তাপের মাঝেই ঘি ঢেলেছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আচমকা ইস্তফা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনি।

ভোটার তালিকায় ঝুলে এখনো ৫২ লক্ষের ভাগ্য

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও ঝুলে রয়েছে প্রায় ৫২ লক্ষ মানুষের ভাগ্য। ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ‘বিবেচনাধীন’ ভোটারের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র সাড়ে ৭ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার এই পরিসংখ্যান পেশ করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, কাজে গতি আনতে শনিবারই ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারকরা শহরে আসছেন।

বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মতো প্রতিবেশী রাজ্য থেকে সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ জন বিচারককে এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হচ্ছে।

তালিকা থেকে মৃত বা পরিযায়ী যুক্তিতে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 6

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

যুদ্ধের আগুনে টাকার দহন

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা যেন হাজার মাইল দূরে থেকেও সরাসরি ধাক্কা দিচ্ছে ভারতের অর্থনীতিতে।সাম্প্রতিক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে তারই স্পষ্ট প্রতিফলন-ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকার দর নেমে ৯২.১৭-এ ঠেকেছে।এক লাফে ৭০ পয়সার পতন শুধু সংখ্যার পরিবর্তন নয় এটি আসলে বড় ধরনের অর্থনৈতিক সতর্কবার্তা। বৈশ্বিক উত্তেজনার আগুনে পুড়ছে ভারত-এর মুদ্রাব্যবস্থা।পশ্চিম এশিয়ায় ইরান,ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র-কে ঘিরে চলমান সংঘাত দিন দিন তীব্র হচ্ছে। যুদ্ধ যত তীব্র হচ্ছে ততই বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী-র নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের অপরিশোধিত তেল পরিবাহিত হয়। ফলে এখানে সামান্য বিঘ্ন মানেই আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি।ভারতের মতো জ্বালানি-নির্ভর অর্থনীতির জন্য এটি অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। আমাদের দেশ বিপুল পরিমাণ তেল আমদানি করে ইরাক,সৌদি আরব ও কুয়েত থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া থেকে আমদানি কিছুটা কমেছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এখন সরাসরি ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনীতিকে নাড়া দিচ্ছে।তেলের দাম বাড়লেই আমদানির খরচ মেটাতে বেশি ডলার লাগে। ডলারের চাহিদা বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই টাকার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।ফল-মুদ্রার অবমূল্যায়ন। এর প্রভাব শুধু ব্যাংক বা বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে সীমাবদ্ধ থাকে না শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের দাম, পরিবহণ ব্যয়-সবকিছুতেই পড়ে এর ছায়া। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন আরও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।এই পরিস্থিতি আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়-অতিরিক্ত আমদানি-নির্ভরতা অর্থনীতিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। বিকল্প জ্বালানি, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৌশলগত তেল মজুত বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে বৈদেশিক নীতিতেও ভারসাম্য বজায় রেখে বহুমুখী বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি।ডলারের ঊর্ধ্বগতি ও টাকার পতন কেবল বাজারের ওঠানামা নয় এটি বিশ্বরাজনীতির প্রতিফলন। যুদ্ধের দাম শেষ পর্যন্ত দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। তাই শান্তি ও স্থিতিশীলতাই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একমাত্র পথ-এই সত্য আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কেন অনেক স্কুল টিকে থাকতে পারে না

ড. নাজমুল হুসাইন

শুরুতে একটি স্কুল খুব ভালো চলে। নতুন ভাবনা, উৎসাহী শিক্ষক, আগ্রহী অভিভাবক; সব মিলিয়ে দ্রুত সুনাম ছড়ায়। ভর্তি বাড়তে থাকে, ক্লাস বাড়ে, শাখা বাড়ে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়; এই স্কুলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই দৃশ্য পাল্টে যায়। শিক্ষকরা একে একে চাকরি ছাড়ছেন, অভিভাবকদের অভিযোগ বাড়ছে, পড়াশোনার মান কমছে, নতুন ভর্তি কমে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত স্কুলটি টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, সমস্যাগুলো হঠাৎ করে তৈরি হয়নি; ধীরে ধীরে ভেতরে ভেতরে জমেছে। শুরুতে সাফল্যের আনন্দে সেই লক্ষণগুলো চোখে পড়েনি। কিন্তু ভিত্তি দুর্বল থাকলে, বৃদ্ধি যত দ্রুত হয়, ভাঙনও তত দ্রুত সামনে আসে।

এমন ঘটনা এক-দুটি নয়; আমাদের আশপাশে অনেক স্কুলেই দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, কেন এমন হয়? কারণটা খুব জটিল নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দ্রুত বড় হওয়ার আগ্রহ থাকলেও দীর্ঘদিন টিকে থাকার মতো প্রস্তুতি থাকে না। স্কুল শুরু করার সময় সাধারণত উৎসাহ আর ভালো উদ্দেশ্যই প্রধান শক্তি হয়। কিন্তু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু আবেগ দিয়ে চলে না; চলে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং দায়িত্ববোধের উপর। শুরুতেই যদি পরিষ্কার নিয়ম, পড়াশোনার কাঠামো, দায়িত্ব বণ্টন, আর্থিক শৃঙ্খলা; এসব গড়ে না ওঠে, তাহলে স্কুল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা বাড়তেই থাকে।

ধরা যাক, একটি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেল। আগে যেখানে ৮০ জন ছাত্র ছিল, এখন সেখানে ৪০০। কিন্তু শিক্ষকসংখ্যা খুব একটা বাড়েনি, ক্লাস পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আগের মতোই আছে, পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি বদলায়নি। তখন স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনার মান কমতে শুরু করবে। শিক্ষকরা অতিরিক্ত চাপ অনুভব করবেন, ক্লান্ত হবেন, অসন্তুষ্ট হবেন। কেউ ভালো সুযোগ পেলে অন্য স্কুলে চলে যাবেন। আর ভালো শিক্ষক চলে গেলে একটি স্কুলের মান ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে যায়।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, স্কুল দ্রুত বড় করার জন্য নতুন ভবন, নতুন কক্ষ, নতুন সাজসজ্জা; এসবের দিকে বেশি জোর দেওয়া হয়। কিন্তু আয়ের স্থায়ী পরিকল্পনা থাকে না। ভর্তি এক বছর ভালো হলো, পরের বছর কমে গেল; তখনই আর্থিক টানাপোড়েন শুরু। শিক্ষক বেতন দেরিতে পাওয়া, খরচ কমানোর চাপ; এসবের প্রভাব সরাসরি পড়ে শিক্ষার মানের উপর। অনেক স্কুল বাইরে থেকে সুন্দর দেখালেও ভেতরে ভেতরে আর্থিক সংকটে দুর্বল হয়ে পড়ে।

আরেকটি বড় দুর্বলতা হলো সব কিছু এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করা। প্রতিষ্ঠাতা বা প্রধান যদি সব সিদ্ধান্ত নেন, সব কাজ নিজে দেখেন, তাহলে তিনি না থাকলে বা ব্যস্ত থাকলে পুরো ব্যবস্থাই থমকে যায়। একটি ভালো প্রতিষ্ঠানে দলগত নেতৃত্ব থাকে, দায়িত্ব ভাগ করা থাকে, কাজের ধারাবাহিকতা থাকে। সিস্টেম থাকলে ব্যক্তি পরিবর্তন হলেও প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে। অনেক স্কুল ভর্তি বাড়ানোর জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপনে জোর দেয়। প্রথমে এতে ফলও মেলে। কিন্তু যদি পড়াশোনা, শৃঙ্খলা, শিক্ষক-অভিভাবক যোগাযোগ; এসব দুর্বল থাকে, তাহলে অভিভাবকরা দ্রুত তা বুঝে যান। তখন ভর্তি যেমন দ্রুত বেড়েছিল, তেমনি দ্রুত কমতেও শুরু করে। সুনাম তৈরি হতে সময় লাগে, কিন্তু নষ্ট হতে খুব বেশি সময় লাগে না।

স্কুল বড় হওয়া মানেই শুধু ছাত্রসংখ্যা বাড়া নয়। বড় হওয়া মানে কাজের সংস্কৃতি তৈরি হওয়া; যেখানে শিক্ষক ও কর্মীরা সম্মান পান, একসাথে কাজ করেন, একটি পরিষ্কার লক্ষ্য সামনে থাকে। এই সংস্কৃতি না থাকলে দ্রুত বৃদ্ধি স্থায়ী হয় না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা প্রায়ই ভুলে যাই; ছোট স্কুলের ব্যবস্থাপনা আর বড় স্কুলের ব্যবস্থাপনা এক নয়। ৮০ জন ছাত্রের জন্য যে পদ্ধতি যথেষ্ট ছিল, ৪০০ জনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। স্কুল বড় হলে পরিকল্পনা, তদারকি, যোগাযোগ; সবই নতুনভাবে গড়তে হয়। পরিবর্তনের সঙ্গে তাল না মিলাতে পারলে বৃদ্ধি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। দ্রুত বৃদ্ধি অবশ্যই ভালো। কিন্তু টিকে থাকা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি স্কুলের আসল মূল্য শুধু ভবন বা ছাত্রসংখ্যায় নয়; শিক্ষার মান, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ধারাবাহিকতায়। আজ আমাদের ভাবতে হবে; আমরা কি শুধু বড় স্কুল চাই, নাকি দীর্ঘদিন মান ধরে রাখা শক্তিশালী স্কুল চাই? কারণ সত্যিকারের সাফল্য সংখ্যায় নয়, স্থায়িত্বে।

জীবনী

মরারজি দেশাই

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, নীতিবান এবং ত্যাগী রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত মরারজি দেশাই ১৮৯৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের ভালসাদ জেলার ভাদেলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে লিপ ইয়ারের পার্থক্যের কারণে অনেকেই তাঁর জন্মদিন ৭ মার্চের কাছাকাছি সময়ে স্মরণ করেন। একজন আদর্শবাদী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়ায় ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবন ছিল শৃঙ্খলাপদ্ধ এবং মূল্যবোধে ঘেরা। মুম্বাইয়ের উইলসন কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করার পর তিনি অবিভক্ত বোম্বে প্রদেশে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর ভেতরে সুপ্ত ছিল দেশপ্রেমের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ডেপুটি কালেক্টরের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূলে ছিল সত্য, অহিংসা এবং কঠোর নৈতিকতা।ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে।স্বাধীনতার পর তিনি বোম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শাসনামলে তিনি প্রশাসনিক দক্ষতা এবং কঠোর শৃঙ্খলার জন্য পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জওহরলাল নেহেরু এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলেছেন। বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময়কাল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিকবার বাজেট পেশ করার অনন্য রেকর্ডের অধিকারী। তবে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং জনতা পার্টি গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় তাঁকে দীর্ঘকাল বন্দি থাকতে হয়েছিল যা তাঁর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে।

১৯৭৭ সালে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যায় এবং তিনি ভারতের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়কাল ছিল ছোট কিন্তু বৈচিত্র্যময়। তিনি পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনে তাঁর অবদানের জন্য পাকিস্তান সরকার তাঁকে তাঁদের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'নিশান-এ-পাকিস্তান' প্রদান করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারত রত্ন' এবং পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান উভয়ই লাভ করা একমাত্র ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর শাসনকালে তিনি গণতন্ত্রকে পুনপ্রতিষ্ঠা করতে জরুরি অবস্থা পরবর্তী সংবিধান সংশোধন করেছিলেন যা দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুরক্ষিত করেছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে মরারজি দেশাই ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী। তিনি ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর দীর্ঘায়ুর রহস্য হিসেবে তিনি কঠোর নিরামিষ আহার, যোগব্যায়াম এবং ব্রহ্মচর্যকে কৃতিত্ব দিতেন। তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন যে, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে।১৯৯৫ সালের ১০ এপ্রিল এই মহান জননেতার জীবনাবসান ঘটে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর সততা, সাহসিকতা এবং আপসহীন মনোভাব আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি কেবল একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ক্ষমতার চেয়েও আদর্শকে বড় মনে করতেন। তাঁর জীবন ও কর্ম বর্তমান প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেম এবং নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রোজা ঃ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের এক মহৎ সাধনা

সাব্বির আহম্মেদ (অপু)
মুর্শিদাবাদ

রোজা ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আরবি তসাওমদ শব্দের অর্থ বিরত থাকা বা সংযম করা। সাধারণভাবে আমরা রোজা বলতে বুঝি সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা। কিন্তু রোজার প্রকৃত তাৎপর্য এর চেয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপক। রোজা শুধু শরীরকে ক্ষুধার্ত রাখা নয়, বরং মন, আত্মা ও চরিত্রকে শুদ্ধ করার এক মহৎ সাধনা। এটি আত্মসংযম, ধৈর্য, সহানুভূতি ও তাকওয়া অর্জনের এক অনন্য মাধ্যম।

রোজা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়। মানুষ স্বভাবতই ভোগবিলাস ও চাহিদার দিকে ঝুঁকে থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ, লোভ; এসব মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। রোজা সেই প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন। সারাদিন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকার পরও একজন রোজাদার শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে সংযত রাখেন। এতে তার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই নিয়ন্ত্রণশক্তি কেবল রমজান মাসেই নয়, সারা জীবনের জন্য মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে সহায়তা করে।

রোজা আমাদের ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। সারাদিনের কষ্ট সহ্য করা সহজ নয়। গরমের দিনে বা কর্মব্যস্ত সময়ে রোজা রাখা বিশেষভাবে কঠিন হতে পারে। তবুও একজন মুমিন ধৈর্যের সঙ্গে এই কষ্ট সহ্য করেন। এই ধৈর্য জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। জীবনে নানা বাধা, দুঃখ ও কষ্ট আসে। রোজা মানুষকে শেখায় কীভাবে ধৈর্য ধরে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হয়।

রোজা সহানুভূতি ও মানবিকতা বৃদ্ধি করে। যখন একজন মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কষ্ট। ফলে তার মনে দয়া ও সহমর্মিতা জন্মায়। রমজান মাসে যাকাত ও ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এতে সমাজে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রোজা আমাদের শেখায় যে সমাজের প্রতিটি মানুষ একে অপরের জন্য দায়বদ্ধ।

রোজা চরিত্র গঠনের এক কার্যকর মাধ্যম। শুধু খাবার থেকে বিরত থাকলেই রোজা পূর্ণ হয় না; বরং মিথ্যা বলা, গীবত করা, অশ্লীল কথা বলা, অন্যায় কাজ করা;এসব থেকেও বিরত থাকতে হয়। হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা ও খারাপ কাজ পরিত্যাগ করে না, তার শুধু না খেয়ে থাকার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ রোজার মূল লক্ষ্য হলো চরিত্রের উন্নতি। একজন রোজাদার তার কথা, কাজ ও আচরণে সততা ও নৈতিকতা বজায় রাখেন। এতে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রোজা আত্মশুদ্ধির এক মহান সুযোগ। সারাদিন উপবাস থাকার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের দিকে দৃষ্টি দেয়। সে নিজের ভুলত্রুটি নিয়ে চিন্তা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। রমজান মাসকে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস বলা হয়। এই মাসে ইবাদত, কোরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও দান-সদকার মাধ্যমে মানুষ আত্মাকে পবিত্র করার সুযোগ পায়। রোজা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি করে, যা তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে।

রোজা সামাজিক শৃঙ্খলা ও ঐক্য গড়ে তোলে। সারা বিশ্বের মুসলমান একই সময়ে রোজা পালন করেন, একই নিয়ম মেনে সেহরি ও ইফতার করেন। এতে এক ধরনের বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। ধনী-গরিব, ছোট-বড়;সবাই একই কষ্ট অনুভব করে। এই সমতা ও ঐক্যের চেতনা সমাজকে শক্তিশালী করে।

রোজার স্বাস্থ্যগত দিকও উপেক্ষা করা যায় না। নিয়ন্ত্রিত উপবাস শরীরকে বিশ্রাম দেয় এবং হজমপ্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল করে। তবে রোজার মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য নয়, বরং আত্মিক উন্নতি। তবুও এটি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিয়মিত ও পরিমিত খাবার গ্রহণ, সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবনে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, রোজা কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া। রোজা আমাদের শেখায় আত্মসংযম, ধৈর্য, সহানুভূতি ও নৈতিকতা। এটি মানুষের চরিত্র গঠন করে এবং সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই রোজার প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে শুধু ক্ষুধা সহ্য করাই যথেষ্ট নয়; বরং আমাদের আচরণ, চিন্তা ও মনোভাবেও সংযম আনতে হবে। তাহলেই রোজা আমাদের জীবনে প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনবে।

রোজা ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আরবি তসাওমদ শব্দের অর্থ বিরত থাকা বা সংযম করা। সাধারণভাবে আমরা রোজা বলতে বুঝি সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা। কিন্তু রোজার প্রকৃত তাৎপর্য এর চেয়ে অনেক গভীর ও ব্যাপক। রোজা শুধু শরীরকে ক্ষুধার্ত রাখা নয়, বরং মন, আত্মা ও চরিত্রকে শুদ্ধ করার এক মহৎ সাধনা। এটি আত্মসংযম, ধৈর্য, সহানুভূতি ও তাকওয়া অর্জনের এক অনন্য মাধ্যম।রোজা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়। মানুষ স্বভাবতই ভোগবিলাস ও চাহিদার দিকে ঝুঁকে থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ, লোভ;এসব মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। রোজা সেই প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 7

মমতার ধর্নামঞ্চে পার্শ্বশিক্ষকদের বিক্ষোভ, পুলিশি হাতে আটক আন্দোলনকারীরা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান করছেন, ঠিক তখনই বেতন বৃদ্ধির দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে কার্যত হানা দিলেন একদল পার্শ্বশিক্ষক। পরিস্থিতি সামলাতে কড়া মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাফ জানিয়ে দিলেন, এখানে রাজনীতি চলবে না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীদের আটক করে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

শুক্রবার বিকেলে ধর্মতলার রাজনৈতিক উত্তাপ একলাফে কয়েক গুণ বেড়ে যায়। রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের উপস্থিতিতে যখন ধর্না কর্মসূচি চলছে, ঠিক তখনই ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন পার্শ্বশিক্ষক। তাঁদের হাতে ছিল বেতন বৃদ্ধির দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড। মুহূর্তের মধ্যে স্লোগান উঠতে শুরু করে। আকস্মিক এই ঘটনায় হকচকিয়ে যান উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকেই সরাসরি এই প্রতিবাদের বিরোধিতা করেন।

ক্ষুব্ধ মমতা বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে স্পষ্ট বলেন, ''শান্ত হয়ে থাকতে পারলে থাকবেন। রাজনীতি করবেন না। বিজেপির কথায় এ সব করবেন না। এই জায়গা খোলামেলা বলে ভাববেন না, যা কিছু করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী, শাহ (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)-কে দেখান। ভ্যানিশ কুমারকে দেখান।' এর পরেই পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'ওদের আস্তে আস্তে অন্য জায়গায় বসিয়ে দিন।' মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের পরেই পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের প্রিজন ভ্যানে তুলে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়।

পার্শ্বশিক্ষকদের এই ক্ষোভের ইতিহাস অবশ্য বেশ পুরনো। আন্দোলনকারীদের দাবি, ২০০৯ সালে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁদের স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ধাপে ধাপে স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্ত হলেও গত ১৫ বছরে তার কোনও বাস্তব প্রয়োগ হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। বর্তমান মহার্ঘতার বাজারে অত্যন্ত অল্প বেতনে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আদালতের অনুমতি নিয়ে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থানে বসেছেন এই পার্শ্বশিক্ষকেরা। বৃহস্পতিবার তাঁদের কালীঘাট অভিযানের ডাকও পুলিশি বাধায় ভেস্তে যায়। পার্শ্বশিক্ষকদের অভিযোগ, ২০২৪ সালের ১ মার্চ শিক্ষা দফতর থেকে নবান্নে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। যেখানে প্রাথমিকে ২৮ হাজার এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৩২ হাজার টাকা বেতন ধার্য করার কথা ছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব এখনও ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে। বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রভিডেন্ট ফান্ড ও চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারের একজনের কর্মসংস্থানের দাবিও তুলেছেন তাঁরা। শুক্রবারের এই ঘটনায় লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের শিক্ষক মহলের অসন্তোষ ফের প্রকাশ্যে চলে এল। দিনভর এই নাটকীয় পরিস্থিতির জেরে ধর্মতলা চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অনড় মনোভাব ও পুলিশের তৎপরতায় আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

পরিবর্তন যাত্রা আটকাতেই রণক্ষেত্র, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে যুব মোর্চা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাইক র‍্যালি ঘিরে ধুন্ধুমার রাজারহাটে। বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা' আটকাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা। শুক্রবার ডিরোজিও কলেজের সামনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয় প্রশাসনকে।

বারাসাত সাংগঠনিক জেলা বিজেপি যুব মোর্চার ডাকে এই মিছিলে কয়েকশ কর্মী শামিল হয়েছিলেন। রাজারহাট মনিখোলা থেকে ডিরোজিও কলেজ হয়ে সল্টলেকের দিকে যাওয়ার কথা ছিল এই র‍্যালির। কিন্তু কলেজ মোড়ে পৌঁছতেই নারায়ণপুর থানার পুলিশ বাহিনী ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা আটকে দেয়। কেন বাধা দেওয়া হল, এই প্রশ্নে বচসা থেকে শুরু হয় হাতাহাতি। পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, তারা নিয়ম মেনেই আগে থেকে পুলিশের কাছে এই কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ পালটা দাবি করেছে, এই বাইক র‍্যালির জন্য প্রশাসনের তরফে কোনওরকম আগাম অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনুমতিহীন জমায়েত সরাতেই তারা আইনি পদক্ষেপ করেছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। আপাতত উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

মে মাসে রাজ্য জয়েন্ট, দিনক্ষণ জানাল বোর্ড

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আগামী ২৪ মে আয়োজিত হতে চলেছে ২০২৬ সালের রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। শুক্রবার সল্টলেকের 'রূপায়ন' থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড এই নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে। প্রথা মেনে এপ্রিলে পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও, রাজ্যে নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই সূচি এক মাস পিছিয়ে মে মাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার এবং ডেন্টাল সার্জারির স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য ওইদিন দুই দফায় পরীক্ষা নেওয়া হবে। বোর্ড জানিয়েছে, আগামী ১০ মার্চ থেকে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে প্রার্থীরা ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। আবেদনে কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধনের জন্য ৭ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত পোর্টাল খোলা থাকবে।

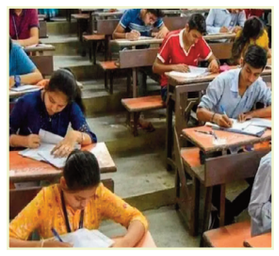

পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হাতে মিলবে ১৫ মে থেকে। এমনকি পরীক্ষার দিন অর্থাৎ ২৪ মে-ও কার্ড ডাউনলোড করা যাবে। পরীক্ষার দিন বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রথম দফায় হবে অঙ্ক পরীক্ষা। এক ঘণ্টার বিরতির পর দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল কবে বেরোবে, তা অবশ্য বোর্ড এখনই খোলসা করেনি। উচ্চমাধ্যমিকের পর রাজ্যের প্রথম সারির কলেজগুলিতে ভর্তির স্বপ্ন দেখা হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর কাছে এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মিক্সার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল কিশোরের, বিক্ষোভে স্থানীয়রা

শুভজিৎ মন্ডল,নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৪ বছরের এক কিশোরের। শুক্রবার রাজারহাটের ঝালিগাছি ও শিখরপুর এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে বেপরোয়া গতির একটি রেডি-মিক্স কংক্রিটবাহী লরি কেড়ে নিল এক স্কুলপড়ুয়ার প্রাণ। মৃতের নাম রহিত বিশ্বাস (১৪)। তাঁর বাড়ি স্থানীয় বাগু এলাকায়। এই ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রহিত তার কাকা অনুপম বিশ্বাসের সঙ্গে বাইকে করে বাজার থেকে ফিরছিল। সেই সময় পিছন থেকে ঝড়ের গতিতে আসা একটি বিশালকায় ইমারতি মশলাবাহী গাড়ি তাঁদের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়ে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয় রহিত। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে

দ্রুত রেকজোয়ানি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পরেই ঘাতক গাড়িটি নিয়ে চালক চম্পট দেয়। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জনরোষ আছড়ে পড়ে রাস্তায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ কেবল সাধারণ মানুষের গাড়ির কাগজ পরীক্ষা ও চালান কাটতেই ব্যস্ত থাকে। অথচ জনবহুল রাস্তায় ভারী গাড়ির দৌরাত্ম্য রুখতে প্রশাসন নির্বিকার। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা জানান, রাজারহাটে যত্রতত্র গড়ে ওঠা রেডি-মিক্স প্লান্টের গাড়িগুলি যমদূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চলন্ত গাড়ি থেকে মশলা পড়ে পথ পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। সেই শুকনো মশলার ধুলোয় দূষণ ছড়ানোর পাশাপাশি বাড়ছে বাইক পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি।

রেলের মুশকিল আসান 'রেলওয়ান'

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা, কলকাতা ঃ একটি অ্যাপেই মিলবে রেল ভ্রমণের যাবতীয় মুশকিল আসান। যাত্রী পরিষেবাকে আধুনিক ও আরও সহজলভ্য করতে শিয়ালদহ ডিভিশন কোমর বেঁধে নামল 'রেলওয়ান' মোবাইল অ্যাপের প্রচারে। শুক্রবার শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা নিজে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উপযোগিতা বুঝিয়ে দেন। তিনি জানান, সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে প্ল্যাটফর্ম টিকিট সব সুবিধাই এখন যাত্রীদের হাতের মুঠোয়। এমনকি ট্রেনের বর্তমান অবস্থান কিংবা নির্দিষ্ট কোচের হদিশ পেতেও আর কালঘাম ছুটবে না সাধারণের। এই 'ওয়ান-স্টপ সলিউশন' অ্যাপটি স্টেশনের দীর্ঘ লাইন ও প্ল্যাটফর্ম খোঁজার ঝক্কি মেটাতেই তৈরি হয়েছে। সর্বোচ্চ সচেতনতা প্রসারে শিয়ালদহ, দমদম, সোদপুর,

ব্যারাকপুর, নৈহাটি ও কাঞ্চরাপাড়ার মতো ব্যস্ত স্টেশনগুলিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যাতায়াতের খবরের পাশাপাশি চলন্ত ট্রেনে খাবার সরবরাহ এবং দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য এই অ্যাপে রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র ভাবনাকে সঙ্গী করে দীর্ঘ লাইনের দুর্ভোগ সরিয়ে একটি স্বচ্ছ ও মসৃণ পরিষেবা নিশ্চিত করতে চাইছে শিয়ালদহ ডিভিশন।

আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে রেলযাত্রীদের ক্ষমতায়ন ও দক্ষ নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতিই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

জেলায় জেলায় প্রশাসনিক রদবদল, ওএসডি হলেন ২৮ জন জয়েন্ট বিডিও

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই বড়সড় রদবদল ঘটল আমলাস্তরে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৮ জন যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা জয়েন্ট বিডিওকে পদোন্নতি দিল নবান্ন। বৃহস্পতিবার কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তালিকায় নাম রয়েছে আলিপুরদুয়ারের দীপায়ন চক্রবর্তী, তালড্যাংরার শিলাদিত্য জানা, বীরভূমের সৌভিক সরকার ও সাঁকরাইলের অলোক্তা সেন-সহ আরও ২৪ জনের। পদোন্নতিপ্রাপ্ত আধিকারিকদের আগামী ১০ দিনের মধ্যে ওএসডি হিসেবে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিক এই পদক্ষেপ নিয়ে নবান্নের শীর্ষ মহল সাফ জানিয়েছে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য

নয় বরং 'নিয়ম মেনেই এই পদোন্নতি হয়েছে'। দীর্ঘদিন ধরেই ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের একাংশের মধ্যে পদোন্নতি আটকে থাকা নিয়ে ক্ষোভ ছিল।

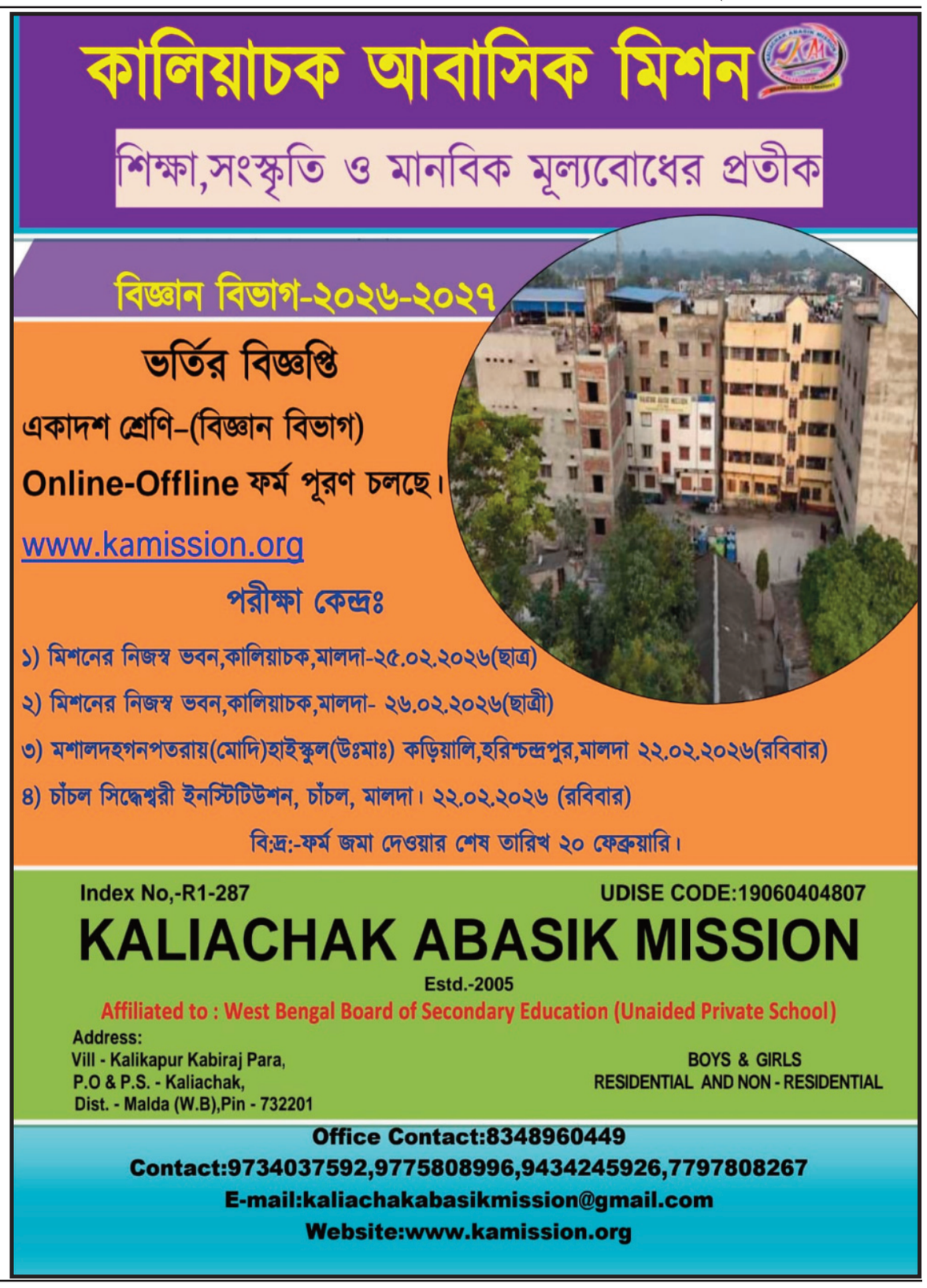

৮
৭ মার্চ ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

অমিয় পাল চৌধুরী স্মৃতি বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে শোভাযাত্রা

রিংকু সরকার, নয়া জামানা, শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গায় অবস্থিত অমিয় পাল চৌধুরী স্মৃতি বিদ্যালয়ের ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুরু হল রজতজয়ন্তী উদযাপন। শুক্রবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শোভাযাত্রায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রাক্তনীরা অংশ নেন। বিভিন্ন ভাষাভাষী সংস্কৃতির মিলনে শোভাযাত্রা হয়ে ওঠে বর্ণময়। আদিবাসী নৃত্য, নেপালি নৃত্য এবং রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্যবাহী বৈতারি নৃত্য বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এছাড়াও টেবলোয়ের মাধ্যমে ভারত মাতা,

স্বামী বিবেকানন্দ ও মাতঙ্গিনী হাজরার মতো মহান ব্যক্তিত্বদের তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, পরিচালন সমিতির সভাপতি সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রধান শিক্ষক জানান, শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদেরও অংশগ্রহণ থাকবে।

তিন দশকের অপেক্ষার অবসান , সংকোশ বনবস্তিতে পাকা পুলের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

অভিজিত চক্রবর্তী ।। নয়া জামানা ।। আলিপুরদুয়ার

দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে কুমারগ্রাম ব্লকের ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী সংকোশ বনবস্তিতে নির্মিত পাকা পুলের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে নারকেল ফাটিয়ে ও ফিতে কেটে সেতুটির উদ্বোধন করেন তিনি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭৮ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই পুল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী। ভারত-ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা এই সংকোশ বনবস্তি ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকা।

এখান থেকে ভুটান সীমান্ত মাত্র তিন কিলোমিটার এবং অসমের সীমানা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা উন্নয়নের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রায় দুই হাজার বনবস্তি বাসিন্দাকে প্রতিদিন নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো।

বিশেষ করে বর্ষাকালে বন্যার সময় এলাকাটি কার্যত মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। দুর্গম রাস্তা ও সেতুর অভাবে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। পাশাপাশি জঙ্গলে ঘেরা এই এলাকায় বুনো হাতির আতঙ্কও নিত্যসঙ্গী।

ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতেও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হতো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে এই সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আগামী দিনেও আরও উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। নতুন পুল নির্মাণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, এতদিন বর্ষার সময় ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হতো। এখন অন্তত যাতায়াত অনেক সহজ হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি ফিরবে।

কোচবিহারে বিএসএফের অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাজা

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কোচবিহারের ধধিয়াল শিয়ালপাড়া এলাকায় অভিযান চালাল বিএসএফের ১৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। অভিযানে কৃষ্ণপুর বর্ডার আউট পোস্টের জওয়ানদের সঙ্গে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশও উপস্থিত ছিল। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা রাম রতন রায়ের বাড়িতে গাঁজা চাষ ও শুকনো গাঁজা প্যাকেটজাত করা হচ্ছিল।

পাশাপাশি বাড়ির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘার বেশি জমিতে আফিম চাষ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। খবর পেয়ে অভিযানে নামে

বিএসএফ ও পুলিশ। অভিযানকারী দল এলাকায় পৌঁছতেই বাড়ির মালিকসহ কয়েকজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজা তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রায় এক বিঘার বেশি জমিতে থাকা আফিম খেত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

নননদের মাথায় দা দিয়ে কোপ, অভিযুক্ত ভাইয়ের স্ত্রী

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে ননদের মাথায় দা দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠল ভাইয়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের চর চুরাভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের রানিরহাট মোড় এলাকায়।

গুরুতর জখম হন বেদনা রায়। আহত বেদনা রায় জানান, গত ছয় মাস ধরে তিনি বাবার বাড়িতে থাকছেন।

অভিযোগ, এই সময় থেকেই তার ভাইয়ের স্ত্রী প্রায়ই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন এবং নিজের সন্তানকেও তার কাছে আসতে দিতেন না। বৃহস্পতিবার ভাইয়ের মেয়ে তার কাছে ভাত খেতে এলে তিনি তাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে বাড়ি যেতে বলেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ভাইয়ের স্ত্রী দা নিয়ে তার উপর

চড়াও হয়ে মাথায় কোপ মারেন বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার মাথায় সেলাই করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বেদনা রায় ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তের শাস্তির দাবি তুলেছেন তার বৃদ্ধ বাবা শ্যামপদ মণ্ডলও। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফালাকাটায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরসভা

লিপিকা মৈত্র, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে রেলওয়ে ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে দিল পুরসভা। শুক্রবার দুপুরে পুরসভার উদ্যোগে এবং পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ফালাকাটা,আলিপুরদুয়ার সড়কের উপর ওভারব্রিজের দু'পাশে দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে একাধিক খাবারের দোকান গড়ে উঠেছিল। ক্রেতাদের ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উপরেই যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখায় এলাকায় প্রায়ই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাছেই কৃষক বাজার থাকায় বাজারে যাতায়াতে নিত্যদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই পুরসভা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে সমস্ত অবৈধ অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে দেয়।

ফালাকাটা পুরসভার পুরপ্রধান অভিজিৎ রায় জানান, পুরসভা এলাকায় কোনও অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে।

নারী দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক কর্মসূচি খড়িবাড়িতে

নয়া জামানা, খড়িবাড়িঃ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে খড়িবাড়ি হাই স্কুলের মাঠে আয়োজিত হল বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি। দার্জিলিং মেরিওয়ার্ড সোশ্যাল সেন্টারের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং' কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০টি চা বাগান থেকে আগত নারী ও যুবরা অংশ নেন। বর্তমান সমাজে নারীদের উপর ঘটে চলা ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা ও বিভিন্ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। গান, নাটকসহ বিভিন্ন

সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে নারীদের আইনি অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পুরুষদের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য। সংস্থার কো-অর্ডিনেটর কৌশিক রায় চৌধুরী জানান, চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের সচেতন করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনেও বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের কর্মসূচি চালানো হবে।

ড্রাগসের বিরুদ্ধে কড়া অভিযানের দাবি, পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিধায়কের

মলয় দেবনাথ, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ জেলাজুড়ে বাড়তে থাকা ড্রাগসের কারবার ও যুবসমাজের নেশাগ্রস্ততার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবিতে আলিপুরদুয়ারের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে রাতে ড্রাগসের অবাধ কারবার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়তে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার আহ্বান জানান।

বিধায়ক জানান, আলিপুরদুয়ার শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় ক্রমশই ড্রাগসের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে যুবসমাজ। এর ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা ও অকালমৃত্যুর ঘটনা, শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ছে বহু পরিবার।

তিনি ড্রাগস ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান পুলিশ সুপারের কাছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার শামুকতলা থানার একটি এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়।

তার বিছানা থেকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও 'সানফ্লাওয়ার' নামের মাদকের কৌটাও উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনার পরই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিধায়ক।

স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরও পানীয় জলের সংকট সীমান্ত গ্রামে

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটা-২ ব্লকের গোবরাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী করলা গ্রামে এখনও পৌঁছায়নি পরিস্রুত পানীয় জল। কাঁটাতারের এপারে-ওপারে বিস্তৃত এই গ্রামে প্রায় ৩৫টি পরিবারের বসবাস। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে সম্প্রতি গ্রামে প্রথমবার বিদ্যুৎ পৌঁছালেও পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়নি।

ফলে প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় এই মৌলিক পরিষেবা থেকে এখনও বঞ্চিত সীমান্তবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 'দিদিকে বলো' থেকে 'দুয়ারে সরকার'; প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ীভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীদের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঞ্চিত জলের উৎস। অনেক সময় সেই জল সংগ্রহ করেই দিন কাটাতে হয় বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামে যে জল পাওয়া যায় তার অধিকাংশই আয়রনযুক্ত। সেই জল পান করতে বাধ্য হওয়ায় স্বাস্থ্যজনিত নানা সমস্যার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

সীমান্ত এলাকার দুর্গম অবস্থানের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা জিইয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দিনহাটা-২ ব্লকের বিডিও নীতিশ তামাং জানান, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে গোবরাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেই প্রকল্পের আওতায় করলা গ্রামেও পাইপলাইন পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, সীমান্তবর্তী এই এলাকায় রাস্তা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রসহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। প্রশাসনের আশা, খুব শীঘ্রই পাইপলাইন পৌঁছে গেলে করলা গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

ট্রাক্টর চালকের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ খড়িবাড়ি থানায়

নয়া জামানা, খড়িবাড়িঃ ট্রাক্টর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তির ঘটনায় অভিযুক্ত চালকের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার খড়িবাড়ি থানায় বিক্ষোভ দেখালেন পীড়িত পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি খড়িবাড়ি থানার ভেলকুজোত এলাকার। আহত রঞ্জিত গণেশের স্ত্রী প্রমিলা গণেশ জানান, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ট্রাক্টরের ট্রলি জোড়া লাগানোর সময় ট্রাক্টরটি পিছনে নেওয়ার সময় তার স্বামীর পায়ের উপর দিয়ে চাকা উঠে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ নিউরো নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত ট্রাক্টর চালক

জয়ন্ত বর্মন ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। যদিও ঘটনার পর খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। এর প্রতিবাদেই এদিন থানায় বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা এবং দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

মৌলানি ফ্লাইওভারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, আশঙ্কাজনক ৩

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ময়নাগুড়ি-মালবাজার রাজ্য সড়কে মৌলানি গেট সংলগ্ন ফ্লাইওভারের উপর ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিনজন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ ময়নাগুড়ি থেকে মালবাজারগামী একটি ছোট চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফ্লাইওভারের ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জোরে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দে আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠায়। গাড়ির চালকসহ মোট তিনজন এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে মৌলানি গেট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 9

মালদায় বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র সমর্থনে হবিবপুরে বিশাল বাইক র‍্যালি

নয়া জামানা ।। হবিবপুর

রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডাক দিয়ে কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির ‘পরিবর্তন রথযাত্রা’ এবার প্রবেশ করতে চলেছে মালদা জেলায়। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার মালদার হবিবপুর বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক প্রচার অভিযানে নামল বিজেপি যুব মোর্চা। মূলত আগামী রবিবারের রথযাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করতেই এই বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। শুক্রবার দুপুরে হবিবপুরের কেন্দপুকুর এলাকা থেকে এই বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালিটি শুরু হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক জোয়েল মুর্মু, বিজেপির উত্তর মালদা জেলা সভাপতি প্রতাপ সিং, যুব মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি সপ্তর্ষি সরকার এবং উত্তর মালদা যুব মোর্চার সভাপতি তারাশঙ্কর রায়সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। কয়েক’শ কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে র‍্যালিটি হবিবপুর বিধানসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, শনিবার ৮ই মার্চ উত্তর মালদার নালাগোলা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিবর্তন রথযাত্রার সূচনা হবে। রবিবারের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং জনমত গড়ে তুলতেই এদিনের এই প্রচার সভার আয়োজন। র‍্যালি চলাকালীন বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেন, রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতেই তাদের এই যাত্রা। সাধারণ মানুষকে এই যাত্রায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তারা আগামী দিনে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের আশাপ্রকাশ করেন। সব মিলিয়ে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে মালদার রাজনৈতিক মহলে সাজ সাজ রব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রক্তাক্ত পুরাতন মালদহ ! গণপিটুনিতে প্রাণ গেল ১৮ বছরের যুবকের

নয়া জামানা, মালদহ ঃ রঙের উৎসব হোলির আমেজ কাটতে না কাটতেই ভয়াবহ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদহ শহরে।পুরাতন মালদহ পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মী কলোনী এলাকায় গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাজুড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম কিষাণ মণ্ডল ওরফে জয় (১৮)। তাঁর বাড়ি পুরাতন মালদহের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড় মণ্ডলপাড়ায়।একই ঘটনায় সম্রাট মণ্ডল নামে আরও এক যুবক গুরুতর জখম হয়েছেন।বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ, লক্ষ্মী কলোনীর এক যুবকের সঙ্গে আগে থেকেই বিবাদ চলছিল কিষাণের। বৃহস্পতিবার সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় যা দ্রুতই সংঘর্ষের রূপ নেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ক্ষুব্ধ জনতা কিষাণ ও সম্রাটকে ধরে মারধর শুরু করে। গণপিটুনির জেরে গুরুতর জখম হন দুজনেই। পরে কিষাণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে মালদহ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দোষীদের খুঁজতে ধরপাকড় অভিযান শুরু করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদহ থানার পুলিশ।

আড্ডা থেকে অশান্তি, স্কুটির ডিকি থেকে বন্দুক, মালদহে রাতের শ্যুটআউটে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, মালদহ ঃ গভীর রাতে গুলির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহে।আড্ডা দিতে গিয়ে বচসার জেরে স্কুটির ডিকি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে পরপর গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে।

যদিও সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ শহরের মালঞ্চপল্লি এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালঞ্চপল্লি এলাকার বাসিন্দা স্বাধীন সরকার গভীর রাতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি গাড়ি মেরামতের গ্যারেজে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেই সময় গয়েশপুর ঝলঝলিয়া এলাকার বাসিন্দা মনদীপ আগারওয়াল সেখানে এসে স্বাধীন সরকারকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন।

বিষয়টি নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয় এবং পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একসময় সেই বচসা হাতাহাতির দিকেও গড়ায়।অভিযোগ,তর্কের মাঝেই মনদীপ আগারওয়াল হুমকি দিয়ে সেখান থেকে চলে যান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি স্কুটি নিয়ে ফের ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন।এরপর স্কুটির ডিকি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে স্বাধীন সরকারকে লক্ষ্য করে পরপর দুটি গুলি চালান। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান স্বাধীন সরকার ও তাঁর সঙ্গীরা।গুলি চালানোর পর অভিযুক্ত যুবক দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে স্বাধীন সরকার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মালদহে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন স্পেশাল এডুকেটরেরা

তনয় কুমার মিশ্র, নয়া জামানা, মালদহ ঃ দীর্ঘ আইনি লড়াই ও প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যজুড়ে স্থায়ী শিক্ষকের মর্যাদা পেলেন স্পেশাল এডুকেটরেরা। এই ঐতিহাসিক নির্দেশের পর মালদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে জেলার স্পেশাল এডুকেটরদের হাতে পূর্ণ সময়ের স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে জেলার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা এখন থেকে সর্বক্ষণের জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক পেতে চলেছে, যা শিক্ষা ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে এই স্পেশাল এডুকেটরেরা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে চুক্তিভিত্তিক কাজ করে আসছিলেন। সমমর্যাদা ও স্থায়ীকরণের দাবিতে তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শীর্ষ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে মালদহ জেলার মোট ১৩ জন স্পেশাল এডুকেটরের মধ্যে প্রথম দফায় ৬ জনকে প্রাথমিকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। বাকি ৭ জনকে দ্রুত আপার প্রাইমারি স্তরে নিয়োগ করা হবে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। জেলার কালিয়াচক দক্ষিণ, ইংলিশবাজার, রতুয়া, মোথাবাড়ি, নিউ আড়াইডাঙ্গা ও মানিকচক সার্কেলে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যকর করা হয়েছে।

নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে নবনিযুক্ত শিক্ষক প্রণয়াংশু দাস জানান, দীর্ঘদিনের বঞ্চনা কাটিয়ে স্থায়ী মর্যাদা পাওয়ায় তারা খুশি এবং এখন থেকে পূর্ণ শক্তিতে শিশুদের বিকাশে কাজ করতে পারবেন। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি বাসন্তী বর্মন বলেন, এই নিয়োগের ফলে জেলার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা প্রভূত উপকৃত হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সাম্য বজায় থাকবে।

কুশমন্ডিতে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা, জনজোয়ারে ভাসলেন সাংসদ ও বিধায়করা

দিলদার আলি, নয়া জামানা, কুশমন্ডি ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে হেমতাবাদ থেকে শুরু হওয়া বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকে এসে পৌঁছাল। বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ কুশমন্ডি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই বর্ণাঢ্য যাত্রা পৌঁছাতেই স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক দলীয় পতাকা হাতে এবং স্লোগানে এলাকা মুখরিত করে তোলেন। মূলত সাধারণ মানুষের কাছে দলের রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং আসন্ন নির্বাচনে পরিবর্তনের ডাক দেওয়াই ছিল এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন উত্তর মালদার বিজেপি বিধায়ক খগেন মুর্মু এবং রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল। এছাড়াও মিছিলে পা মেলান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সম্পাদক তাপস চন্দ্র রায় সহ জেলা ও ব্লকের অন্যান্য প্রথম সারির নেতৃত্ব। উপস্থিত নেতৃত্বরা দাবি করেন, এই পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ আরও নিবিড় হচ্ছে। কুশমন্ডির এই সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। বিজেপি শিবিরের দাবি, এই পরিবর্তন যাত্রাই আগামী দিনে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পথ প্রশস্ত করবে।

গাজোলে ঘর থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, এলাকায় শোকের ছায়া

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, গাজোল ঃ মালদার গাজোলে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ছাত্রের নাম অভিষেক সাহা, যার বাড়ি গাজোলের আরাজি জালসা এলাকায়। সে গাজোল হাজি নাকু মোহম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল।

পড়াশোনার সুবিধার্থে অভিষেক দীর্ঘদিন ধরে গাজোলের বিদ্রোহী মোড় এলাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। সেখানে তার সাথে এক বন্ধুও থাকত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিষেকের রুমমেট অর্থাৎ তার বন্ধু কয়েকদিন আগে নিজের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিল। শুক্রবার দুপুরে সেই বন্ধু ভাড়া বাড়িতে ফিরে এসে দেখে, ঘরের ভেতর সিলিং ফ্যানের সাথে গামছার ফাঁস লাগিয়ে অভিষেক ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে সে চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় গাজোল থানায়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছাত্রের দেহটি উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অভিষেকের এই আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবারের সদস্যরা। কেন এত অল্প বয়সে মেধাবী এই ছাত্র আত্মহত্যার পথ বেছে নিল, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও এর পেছনে অন্য কোনো কারণ বা মানসিক অবসাদ কাজ করছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে গাজোল থানার পুলিশ।

বিজেপির রথ আসার আগে বামনগোলায় রাজনৈতিক উত্তেজনা, ছিঁড়ে ফেলা হলো দলীয় পতাকা

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, বামনগোলা ঃ মালদহে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র রথ প্রবেশের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বামনগোলা ব্লকের আমতলী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা। কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রার রথ শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর হয়ে মালদহে প্রবেশ করার কথা। সেই উপলক্ষে আমতলী ব্রিজ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে প্রচুর দলীয় পতাকা লাগানো হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার সকালে দেখা যায়, বহু ঝান্ডা ছিঁড়ে ব্রিজের নিচে ফেলে রাখা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির উত্তর মালদার সাধারণ সম্পাদক বিনা সরকার কীর্তনীয়া সরাসরি তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করেছেন যে, ‘তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী’ এই কাজ করেছে। পাল্টা জবাবে মালদহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা দাস বারুই জানান, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তৃণমূল এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। তিনি বিজেপিকে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। রথ আসার আগে এই চাপানউতোর ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে মালদহে।

মালদহে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র রথ প্রবেশের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বামনগোলা ব্লকের আমতলী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা। কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রার রথ শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর হয়ে মালদহে প্রবেশ করার কথা।

রামগঞ্জ বাজারে নিকাশি সমস্যার সমাধানে নালা সংস্কারের কাজ শুরু

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুরের রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামগঞ্জ বাজার এলাকায় দীর্ঘদিনের জলজট সমস্যার সমাধানে নালা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। শুক্রবার স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলরাম নাগের উপস্থিতিতে এই সংস্কার কাজের সূচনা করা হয়। রাজ্য সরকারের ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের অধীনে শান্তিনগর বুথ এলাকায় এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল যে, সামান্য বৃষ্টিতেই পঞ্চায়েত অফিসের সামনের রাস্তায় জল জমে যেত। সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হতো সাধারণ মানুষকে। নালা সংস্কারের এই কাজ শুরু হওয়ায় অবশেষে সেই ভোগান্তি থেকে মুক্তি মিলবে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী।

পরিবর্তন যাত্রার সমর্থনে পুরাতন মালদায় বিজেপির বিশাল বাইক র‍্যালি

কুঞ্জবিহারী শর্মা, নয়া জামানা, পুরাতন মালদহ ঃ কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ এবার মালদহ জেলায় প্রবেশ করতে চলেছে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে এবং জনমত গড়ে তুলতে শুক্রবার বিকেলে পুরাতন মালদা ব্লকে এক বর্ণাঢ্য বাইক র‍্যালির আয়োজন করল বিজেপি যুব মোর্চা। পুরাতন মালদার ৮ মাইল এলাকা থেকে এই র‍্যালিটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মঙ্গলবাড়ী বুলবুলি মোড় এলাকায় এসে শেষ হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা এবং যুব মোর্চা নেতা বিট্টু প্রসাদ। এছাড়াও ছিলেন নগর মণ্ডলের সভাপতি বাসন্তী রায়, সুজিত দাস, বাসুদেব ঘোষালসহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। র‍্যালি শেষে বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা বলে তিনি দাবি করেন। মূলত আসন্ন সফরকে ঘিরে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়াতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 10

প্রাণনাশের হুমকি, হাইকোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন হুমায়ুন কবীর

নয়া জামানা ।। ভরতপুর

শেষমেশ আদালতের হস্তক্ষেপে আঁটসাঁট নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে দেওয়া হলো জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে। শুক্রবার থেকে তাঁর সুরক্ষায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের প্রায় দেড় মাস পর ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির এই নিরাপত্তা পেলেন তিনি। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী হাতে পেতেই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন হুমায়ুন। তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বাংলার বিজেপি নেতারা তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছেন। শুক্রবার সকালে হুমায়ুনের কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় জওয়ানরা এসে পৌঁছলে শুরু হয় নতুন জল্পনা। নিরাপত্তা পেয়েই বিস্ফোরক মেজাজে বিধায়ক বলেন, 'যেদিন থেকে 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছি, সেদিন থেকে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের এবং রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে। তাই আমি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলাম কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে। আজ প্রায় একমাস পর আমি ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা পেলাম।' জেলা রাজনীতিতে এখন আলোচনার কেন্দ্রে এই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা। মুর্শিদাবাদের একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি এই বিশেষ সুরক্ষা পাচ্ছেন। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৯ জানুয়ারি। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ হুমায়ুনকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদনের অনুমতি দেন। আদালতের নির্দেশ ছিল, আবেদনের দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁকে ওয়াই প্লাস স্তরের নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও এই নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। তৃণমূল শিবিরের দাবি, বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাতের পুরস্কার হিসেবেই এই নিরাপত্তা জুটেছে হুমায়ুনের কপালে। তৃণমূলের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার সরাসরি তোপ দেগে বলেন, 'সবই বিজেপির বদান্যতায় হয়েছে। হুমায়ুনকে তৃণমূলের ভোট কাটার জন্য আসরে নামিয়েছে বিজেপি। ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা তারই উপঢৌকন।' পিছিয়ে নেই কংগ্রেসও। জেলা কংগ্রেসের মুখ পাত্র জয়ন্ত দাস মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, অতীতে তৃণমূল নেত্রীর হয়ে চিত্রনাট্য লেখার কথা হুমায়ুন নিজেই কবুল করেছিলেন। এবারের স্ক্রিপ্ট কার লেখা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পাল্টা জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবিরও। বিজেপির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শাখারভ সরকার বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি গেলে দিল্লি পুলিশ সিকিউরিটি দেয়। অমিত শাহ বাংলায় এলে রাজ্য পুলিশ সিকিউরিটি দেয়। হুমায়ুন সিকিউরিটি পেয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশে। এর সঙ্গে কোন সমঝতার বিষয় নেই।' উল্লেখ্য, 'বাবরি মসজিদ' তৈরির ঘোষণার পর থেকেই হুমায়ুন দাবি করছিলেন, অচেনা নম্বর থেকে তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই মর্মে তিনি পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি বলে অভিযোগ। এমনকি হায়দরাবাদ থেকে আনা বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদেরও পুলিশ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সব মিলিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে নিশ্চিন্ত হলেন ভরতপুরের এই 'বিদ্রোহী' নেতা। ছবি সংগৃহিত ।

ভোটের মুখে সামসেরগঞ্জে উদ্ধার জার ভর্তি তাজা বোমা, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,সামসেরগঞ্জ ঃ ভোটের মুখে আবারও বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানা এলাকার নামো বাসুদেবপুরে। কাশিম নগর ফির সংলগ্ন একটি আমবাগান থেকে উদ্ধার হলো একটি বালতি ও একটি জার ভর্তি তাজা বোমা। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আমবাগানের ভিতরে সন্দেহজনক অবস্থায় পড়ে থাকা একটি বালতি দেখে প্রথমে কৌতূহল তৈরি হয় এলাকাবাসীর মধ্যে। পরে বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

তল্লাশি চালিয়ে বালতির ভিতর থেকে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি একটি জারের মধ্যেও বিস্ফোরক সদৃশ বস্তু পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।তবে এই ঘটনার পর নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বারবার বিভিন্ন জায়গা থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ও ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। এত বিপুল পরিমাণ বোমা কোথা থেকে আসছে এবং কারা এগুলি মজুত করছে,তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

নামো বাসুদেবপুরের বাসিন্দাদের দাবি, যারা এলাকায় বোমা মজুত করে অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু বোমা উদ্ধার করলেই চলবে না, দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবিও তুলেছেন সাধারণ মানুষ। ক্রমাগত বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকেই।

ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এলাকাবাসীর একটাই প্রশ্ন আর কতদিন শুধু বোমা উদ্ধার হবে, কবে ধরা পড়বে এর নেপথ্যের মূলচক্রী?

বড়নগরেই খুঁজে পাবেন বাংলার বেনারসের ছায়া

নয়া জামানা, আজিমগঞ্জ ঃ বাংলার প্রতিটি কোণেই ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অমূল্য নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গকে 'মন্দিরের রাজ্য' বলা হলে একটুও অতিরঞ্জন হবে না। তারই এক মণিমুক্তো হলো মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের বড়নগরে অবস্থিত পঞ্চমুখী শিব মন্দির। ভাগীরথীর তীরঘেঁষে এই ছোট অথচ দর্শনীয় মন্দিরটি যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে জুড়ে রেখেছে। এই মন্দিরের স্থাপত্য চারবাংলা মন্দিরের আদলে নির্মিত, আর এর বিশেষত্ব হলো একটি মাত্র শিবলিঙ্গে শিবের পাঁচটি মুখ , যা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী আলাদা ব্যাখ্যার দাবিদার। অঘোর, তৎপুরুষ, বামদেব, সদ্যজাত ও ঈশান । এই পাঁচটি রূপে চিহ্নিত এই শিবলিঙ্গ হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে বিরল ও পবিত্র বলে মনে করা হয়। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছেন রানি ভবানী। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজশাহী থেকে বড়নগরে এসে বসবাস শুরু করেন তিনি। তারপর ধর্মনিষ্ঠ এই রানি বড়নগরে ১০৭টি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। জনসাধারণের উন্নয়নে অবদানের জন্য তিনি আজও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে বড়নগর পরিচিত 'বাংলার বেনারস' নামেও। মন্দিরের সম্মুখে মনোমুগ্ধকর টেরাকোটার কাজ নজর কাড়ে। সবুজ পরিবেশে ঘেরা এই মন্দিরে প্রতিদিনই দর্শনার্থীদের আনাগোনা লেগেই থাকে।এছাড়াও বড়নগরে রয়েছে চারবাংলা মন্দির, রাজবাড়ি, গঙ্গেশ্বর মন্দির, ভবানীশ্বর মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান। কলকাতা থেকে ট্রেনে আজিমগঞ্জ পৌঁছে সহজেই টোটো ভাড়া করে ঘুরে দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী এই এলাকা। এ যেন বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র।

বেলডাঙা কাণ্ডে সাত অভিযুক্তের জেল

নয়া জামানা, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ ঃ দীর্ঘ টানাপড়েনের অবসান ঘটল। অবশেষে বেলডাঙা অশান্তি মামলার কেস ডায়েরি হাতে পেল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শুক্রবার বিচার ভবনে কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এদিনই মামলার সাত অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়। এনআইএ আপাতত তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়নি। ফলে আদালত ধৃতদের আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ জানুয়ারি। ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেলডাঙা। আলাউদ্দিনের নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছোতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষ।

ভিন্ রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুরু হয় পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ। সেই প্রতিবাদই এক সময় হিংসাত্মক মোড় নেয়। ভাঙচুর চালানো হয় পুলিশের গাড়িতে। উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্য পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। ঝামেলার গুরুত্ব বিচার করে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে। সেই মতো দায়িত্ব হাতে নিলেও শুরুতেই বাধার মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। অভিযোগ ওঠে, রাজ্য পুলিশ মামলার কেস ডায়েরি হস্তান্তর করতে টালবাহানা করছে। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা অভাবের দোহাই দিয়ে অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করানো নিয়েও তৈরি হয়েছিল জটিলতা। এনআইএ তখন পাল্টা জানিয়েছিল, প্রয়োজনে তারাই নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে। গত সপ্তাহে প্রবল চাপের মুখে ৩১ জন অভিযুক্তকে আদালতে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে সাত জনকে হেফাজতে পেয়েছিল এনআইএ। শুক্রবার আদালতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানান, 'তারা কেস ডায়েরি হাতে পেয়েছে।' আপাতত সেই নথি খতিয়ে দেখতে চান আধিকারিকরা। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন পড়লে অভিযুক্তদের ফের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে সংস্থাটি। আপাতত জেলই ঠিকানা হল ওই সাত জনের। রাজ্যের অসহযোগিতার যে অভিযোগ বারবার উঠছিল, কেস ডায়েরি হস্তান্তরের ফলে সেই জট অনেকটাই কাটল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই ঘটনার পেছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, এখন সেটাই খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। ফাইল ফটো।

কংগ্রেসে ভাঙ্গন হরিহরপাড়ায়, ঘাসফুলে যোগ পঞ্চায়েত সদস্যের

বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় বড়সড় ভাঙন দেখা দিল কংগ্রেস শিবিরে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এলাকার এক পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ৪০০ জন কর্মী ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখালেন। রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই দলবদলকে কেন্দ্র করে জেলায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।জিতারপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলের মঞ্চে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনটি ঘটে।

নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় বড়সড় ভাঙন দেখা দিল কংগ্রেস শিবিরে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এলাকার এক পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ৪০০ জন কর্মী ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখালেন। রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই দলবদলকে কেন্দ্র করে জেলায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জিতারপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলের মঞ্চে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনটি ঘটে। সেখানে বিধায়ক নিয়ামত শেখের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন গোবিন্দপুর ১১৫ নম্বর বুথের কংগ্রেস সদস্য দিলওয়ার হোসেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকশ অনুগামীও কংগ্রেস ত্যাগ করেন। নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা পরিষদ সদস্য জিল্লার রহমান ও ব্লক সভাপতি জসিম উদ্দিন শেখ। দলবদলের কারণ হিসেবে জনসেবার পথে বাধার কথাই জানিয়েছেন দিলওয়ার হোসেন। তাঁর কথায়, কংগ্রেসে থেকে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণেই এলাকার স্বার্থে ও উন্নয়নের জোয়ারে শামিল হতে নিয়ামত শেখের নেতৃত্বে তৃণমূলের পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পঞ্চায়েত স্তরে কংগ্রেসের এই ভাঙন আগামী দিনে বড় প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত এলাকায় এত সংখ্যক কর্মীর দলবদল ভোটের আগে কংগ্রেসকে বেশ কোণঠাসা করল। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল দেখেই সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। দলবদল প্রসঙ্গে নেতাদের বক্তব্য, মানুষের জন্য করা কাজের প্রতি এই আস্থা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। ভোটের আগে এই শক্তিবৃদ্ধি হরিহরপাড়ায় তৃণমূলকে কয়েক কদম এগিয়ে দিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মেঘ ,দাম বৃদ্ধির আশঙ্কায় পেট্রল পাম্পে লম্বা লাইন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের আঁচ এবার এসে পৌঁছাল সুদূর মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষের অন্দরে। যুদ্ধের জেরে দেশে জ্বালানি তেলের জোগান বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তেলের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ার আশঙ্কায় বুধবার রাত থেকে জেলাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বহরমপুর থেকে জঙ্গিপুর;জেলার প্রায় প্রতিটি পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি সংগ্রহের জন্য সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গভীর রাত পর্যন্ত হিমশিম খেতে হয়েছে পাম্প কর্মীদের। সন্ধ্যা থেকেই মূলত সোশ্যাল মিডিয়া ও মুখে মুখে একটি খবর রটে যায় যে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধের প্রভাবে ভারতে তেলের সরবরাহ বন্ধ হতে চলেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্কিত মানুষ বাইক ও গাড়ি নিয়ে পাম্পের দিকে ছোটেন। বহরমপুর, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙা, ডোমকল থেকে শুরু করে রঘুনাথগঞ্জ, সামশেরগঞ্জ ও সূতি এলাকাতেও ছবিটা ছিল একই রকম। বিশেষ করে জঙ্গিপুরের পিয়ারাপুর, তেঘড়ি ও রঘুনাথগঞ্জের পাম্পগুলিতে তেলের জন্য দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। অনেকে এমনকি চাষের কাজের জন্য ড্রাম ও বোতলে করে ডিজেল মজুত করতে শুরু করেন। অতিরিক্ত চাহিদার চাপে রঘুনাথগঞ্জের দুটি পাম্পে সাময়িকভাবে মজুত তেল শেষ হয়ে গেলে আতঙ্ক আরও বাড়ে। পিয়ারাপুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত পাম্পের লাইনে দাঁড়ানো বাইক আরোহী জাহির শেখ উদ্বেগের সুরে বলেন, শুনলাম কয়েকদিন পর নাকি আর তেল পাওয়া যাবে না, পেলেও দাম হবে অস্বাভাবিক। তাই ঝুঁকি না নিয়ে আগেভাগেই ট্যাঙ্ক ফুল করে রাখছি। এই একই মানসিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছে জেলার কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে, যার ফলে তৈরি হয়েছে এক 'কৃত্রিম চাহিদা'।যদিও এই সংকটের কথা অস্বীকার করেছেন অধিকাংশ পাম্প মালিক। জঙ্গিপুর শহরের সরকারি পাম্প মালিক মুক্তি ধর স্পষ্ট জানান, তেলের জোগান বন্ধের কোনও সরকারি নির্দেশিকা নেই। মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্ক ছড়িয়েছে, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত স্টক রয়েছে। তবে ভিন্ন সুরও শোনা গিয়েছে। তেঘরি এলাকার এক বেসরকারি পাম্প মালিক মুর্তজা শেখ বলেন, ২৪ হাজার লিটার পেট্রল বুক করে আগাম টাকা দিয়েও মাত্র ১০ হাজার লিটার পেয়েছি। জোগান না কমলে এমনটা হওয়ার কথা নয়।রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ডিলারদের একাংশ মনে করছেন, গুজবের কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, তেলের আকাল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। কালোবাজারি রুখতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রতিটি ব্লকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রশাসন বারবার সাধারণ মানুষকে কোনও প্রকার গুজবে কান না দেওয়ার এবং অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

বিচারাধীন ভোটারদের আতঙ্ক কাটাতে প্রচার বিধায়কের

নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ এসআইআর চূড়ান্ত তালিকায় বিচারাধীন ভোটারদের আতঙ্ক কাটাতে বাড়ি বাড়ি গেলেন হরিহর পাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ১১ লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন। হরিহরপাড়া ব্লকে বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে ১৯ হাজার ৮২২ জনের নাম। জেলাতে বিচারাধীন ভোটারের আতঙ্কে মৃত্যুও হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে বিচারাধীন ভোটারদের আতঙ্ক কাটাতে মাঠে নামলেন খোদ বিধায়ক। হরিহরপাড়ার রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতারপুর গ্রামে বিধায়ক নিয়ামত শেখ এদিন বিচারাধীন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যান এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ভোটারদের আশ্বস্ত করেন যে, বিধানসভা ভোটের আগে সবার নাম তালিকায় উঠবে এবং সকলে আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। বিধায়ক জানান ' কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অঙ্গুলীহেলনে নির্বাচন কমিশন ইচ্ছে করে প্রচুর ভোটারকে বিচারাধীনের আওতায় রেখেছে। কিছু লোকের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বিজেপি আগামী নির্বাচনে সুবিধা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিজেপির এই কুচক্র সফল করতে দিবে না আমাদের নেত্রী।

জীবিত ভোটার মৃত! বাবার নামের জায়গায় গ্রামের নাম

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভোটার তালিকায় বাবার নামের জায়গায় জলজ্যান্ত মানুষের বদলে বসে গেছে আস্ত এক গ্রামের নাম! নির্বাচন কমিশনের এই নজিরবিহীন গাফিলতির সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের সুতি বিধানসভা এলাকা। এমনকি সংশোধনের জন্য বারবার আবেদন করার পরেও তালিকায় রয়ে গেছে সেই একই ভুল। এই ঘটনায় কমিশনের স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। সুতি ২ ব্লকের ঔরঙ্গাবাদ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১৫ নম্বর বুথের ভোটার তালিকায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ঔরঙ্গাবাদ বারুইপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিদ্যুৎ দত্তের ভোটার কার্ডে বাবার নামের স্থানে লেখা রয়েছে 'বারুইপাড়া, ঔরঙ্গাবাদ'। অথচ তাঁর বাবার প্রকৃত নাম রাজকুমার দত্ত। অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নাম ওঠার পর থেকেই এই বিভ্রান্তি চলে আসছে। বিদ্যুৎ বাবুর দাবি, তিনি গত কয়েক বছরে তিনবার সংশোধনের আবেদন করেছেন এবং এসআইআর ফর্মে স্পষ্টভাবে বাবার সঠিক নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় সেই ভুলের কোনও পরিবর্তন হয়নি।বিদ্যুৎ দত্তের পাশাপাশি এই একই বুথে নির্বাচন কমিশনের আরও এক অদ্ভুত কীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 11

বিশ্বভারতীতে ঘরোয়া পরিবেশে বসন্ত বন্দনা, গান-নাচে মেতে উঠল পড়ুয়ারা

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ শুক্রবার সকালে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে ঘরোয়া পরিবেশে পালিত হল বসন্ত বন্দনা। ভোরে বৈতালিকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল' গানের সুরে আশ্রম চত্বরে বের হয় শোভাযাত্রা। পরে গৌরপ্রাঙ্গণের মঞ্চে বসন্তের গান ও নাচে মেতে ওঠেন পাঠভবন, শিক্ষাসত্র সহ বিভিন্ন ভবনের পড়ুয়ারা। ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, বোলপুরের মহকুমা শাসক অনিমেষকান্তি মান্না ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কর্মী সহ অনেকেই। বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, বসন্ত বন্দনা শুধু ঋতু উৎসব নয়, এটি চেতনা ও রঙের উৎসব।শিক্ষার্থীরা গৌরপ্রাঙ্গণের পবিত্র পরিবেশে সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে সবাইকে আনন্দ দিয়েছে, বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যও বজায় রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হেরিটেজ রক্ষার স্বার্থে ২০২৩ সাল থেকে

আশ্রম প্রাঙ্গণে রং খেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। এ বছরও আনুষ্ঠানিকভাবে আবির ব্যবহার করা হয়নি। তবে এদিন অনুষ্ঠানের শেষে আনন্দে ছাত্রছাত্রীরা একে অপরকে সামান্য আবির মেখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এদিন পড়ুয়াদের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট উৎসাহ। নবনীতা মোদক ও পূজা মুখার্জি বলেন, আমাদের কাছে শান্তিনিকেতনে এটি একটি বড় উৎসব। এই দিনের জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করি। এবারও বন্ধুদের সঙ্গে খুব আনন্দ করেছি। এদিন সন্ধ্যায় সংগীত ভবনের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়। এ বছর এই নাটকের শতবর্ষ পূর্তি। কিছু দিন আগে উত্তরায়ণ ক্যাম্পাসের কোণার্ক বাড়িতে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। তবে সেখানে দর্শক প্রবেশ সীমিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এদিনের মঞ্চায়ন সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

ট্রাফিক পুলিশের রমজান রোজা রেখেই কর্তব্যে অনড় ট্রাফিক গার্ড রেশমা পারভীন

সায়ন ভান্ডারী ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

পবিত্র রমজান মাসে রোজা রেখে ও দায়িত্ব পালনে কোনও খামতি রাখছেন না রেশমা পারভীন। তিনি সাব ট্রাফিক গার্ডের এলএইচজি হিসেবে কর্মরত। শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলিতে প্রতিদিনই তাঁকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়।রামপুরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড়ে প্রায়শই ডিউটিতে থাকেন রেশমা। সকাল থেকেই এই মোড়ে বাস, অটো, মোটরবাইক ও ছোট গাড়ির চাপ বাড়তে থাকে। অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সব মিলিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকে এলাকা। সেই ভিড়ের মধ্যেই নির্ধারিত পোশাক পরে হাতে বাঁশি নিয়ে সড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদিকে যানবাহন থামানো এবং অন্যদিকে নিয়ম মেনে ছেড়ে দেওয়ার কাজ সামলান তিনি।

তাঁর তৎপরতায় যান চলাচল অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে জানান স্থানীয়রা।তবে শুধু পাঁচমাথা মোড়েই নয় ডিউটির প্রয়োজন অনুযায়ী রামপুরহাট শহরের গ্যাস গুলি এলাকা কোর্টের গলি এবং দেশবন্ধু রোড-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলেও তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। যেখানে যানজটের সম্ভাবনা বেশি বা ভিড় বাড়ে, সেখানেই তাঁকে মোতায়েন করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেন রেশমা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পথচারীদের নিরাপদ পারাপার নিশ্চিত করতেও তাঁকে সক্রিয় ভূমিকা তেই দেখা যায়। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ, নারী ও স্কুল পড়ুয়াদের রাস্তা পার করাতে প্রয়োজনে নিজেই এগিয়ে যান। ব্যস্ত সড়কে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সময় ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখেন তিনি। তীব্র রোদ, গরম হাওয়া কিংবা হঠাৎ বৃষ্টি কোনও প্রতিকূল আবহাওয়াই তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। রমজানের রোজা রেখে দীর্ঘ সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তবু কর্তব্যবোধকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন রেশমা পারভীন।

স্থানীয়দের একাংশের মতে, এ ধরনের কর্মীদের আন্তরিক উপস্থিতিই শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে সচল রাখে। নীরবে, নিয়মিতভাবে নিজের কাজ করে যাওয়াই তাঁর পরিচয়, যা শহরের ব্যস্ত রাস্তায় এক ইতিবাচক বার্তা বহন করে চলেছে।

মার্বেলের গোডাউন থেকে উদ্ধার নাবালিকার মৃতদেহ, টায়ার জ্বালিয়ে স্থানীয়দের পথ অবরোধ!

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া শহরে এক মার্বেল ব্যবসায়ীর গোডাউন থেকে নাবালিকা পরিচারিকার দেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

শুক্রবার ভোর রাতে সাঁইথিয়ার ওই ব্যবসায়ীর গোডাউন থেকে নাবালিকার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং অস্বাভাবিক এই মৃত্যুকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালিকা দীর্ঘদিন ধরেই ওই মার্বেল ব্যবসায়ীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত।পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ছোটবেলা থেকেই তাকে কাজ করতে হয় বলে জানা গেছে।

প্রতিদিনের মতোই সে ওই বাড়িতেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই তার মৃত্যুর খবর সামনে আসায় সন্দেহ দানা বাঁধে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।প্রাথমিকভাবে পুলিশ এটিকে অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে

দেখছে, তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী তা এখনও স্পষ্ট নয়।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।এদিকে, নাবালিকার মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, ঘটনার সঠিক তদন্ত না হলে সত্য সামনে আসবে না। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সাঁইথিয়া,সিউড়ি প্রধান সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন।পথ অবরোধের জেরে কিছু সময়ের জন্য ওই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষকেও দুর্ভোগে পড়তে হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। পরে ধীরে ধীরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে এখনও পর্যন্ত পুরো ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। বাড়ির সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছে তদন্তকারী পুলিশ।

প্রধান শিক্ষককে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ, শিক্ষকমহলের কর্মবিরতি ও বিক্ষোভের আবহে উত্তাল বিদ্যালয়

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সামনেই পরীক্ষা, তার আগে ক্লাস বন্ধ করে প্রধান শিক্ষক এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে অবস্থান-বিক্ষোভে শিক্ষক শিক্ষিকারা। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত আরবান্দী নেতাজি বিদ্যাপীঠের। জানা যায়,ওই বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষকের নাম সুভাষ দাস। তিনি প্রধান শিক্ষক হলেও ব'কলমে তার স্ত্রী কাকলি দাস নাকি স্কুল চালায়।দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রী স্কুলে আসেন এবং সম্পূর্ণ স্কুলটিকে নাকি তিনিই তদারকি করেন। এতে সহশিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের চরম অসুবিধায় পড়তে হয়। শুধু তাই নয়, প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী কাকলি দাস স্কুলের একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকার নামে থানা সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, প্রধান শিক্ষককে নাকি বিষ খাওইয়ে খুন করার ষড়যন্ত্র করছে শিক্ষক শিক্ষিকারা। যার কারণে স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আর প্রধান শিক্ষক এবং তার স্ত্রীর এরকম আচরণের কারণে ক্লাস নেওয়া মাঝেমধ্যে বন্ধ হয়েই

থাকে এমনকি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পর্যন্তও হয় নি এইবছর। শুধু তাই নয়, সরস্বতী পুজো উপলক্ষে প্রতি বছর যে অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানও বন্ধ রয়েছে। মূলত পড়াশোনা থেকে শুরু করে খেলাধুলা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

এর আগে জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়ে কোন সুরাহা হয়নি। অবশেষে শুক্রবার সকালে স্কুলের সামনেই বাধ্য হয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসল শিক্ষক শিক্ষিকারা। তারা চাইছেন যতক্ষণ না উচ্চতর আধিকারিকরা এসে তাদের সমাধানের আশ্বাস দেয় ততক্ষণ এই বিক্ষোভ চলতে থাকবে। সামনেই পরীক্ষা তার আগে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে বিভেদের কারণে একপ্রকার পড়াশুনা লাটে উঠেছে স্কুলের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ। তবে শিক্ষক শিক্ষিকারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যতক্ষণ না শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে আশ্বাস দিচ্ছে ততক্ষণ এই অবস্থান-বিক্ষোভ চলবে। প্রশ্ন উঠছে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ভবিষ্যৎ কি হবে।অন্যদিকে প্রধান শিক্ষক এর স্ত্রী দাবি জানান তার স্বামীকে মেরে ফেলার একটা চক্রান্ত হচ্ছে এবং তিনি তার স্বামীকে রক্ষা করার জন্যই বিদ্যালয়ের আসছেন। কিন্তু কোন অধিকারে আসছেন সেই বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান।

পণের টাকা না মেলায় শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূ খুন!

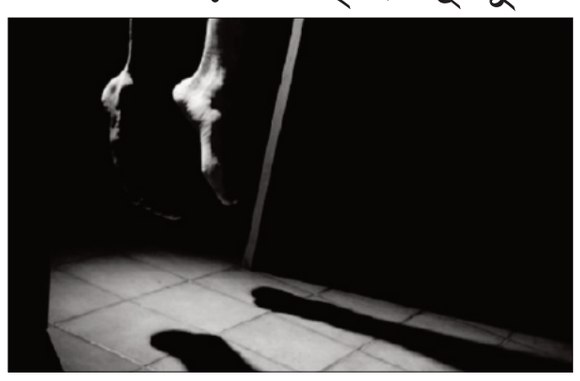

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো নদীয়ার চাপড়ায়। মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ,পণের দাবিতে তাদের মেয়েকে পিটিয়ে খুন করেছে তারই স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকজন। ঘটনার পর থেকে পলাতক স্বামী। সূত্রের খবর, চাপড়া থানার মুসলিম পাড়া এলাকার বাসিন্দা লাল্টু শেখের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফুলমণি খাতুনের। অভিযোগ,বাপের বাড়ি থেকে পণ আনার জন্য ফুলমনির উপরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হতো। ফুলমনির বাপের বাড়ির অভিযোগ, দিনে-দিনে এই অত্যাচারের মাত্রা বাড়ছিল। এছাড়াও মৃত্যুর কিছুদিন আগে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে ফুলমণিকে তাঁর বাপের বাড়িতে দশ হাজার টাকা চাইতে পাঠানো হয়। মৃত গৃহবধূর বাবা মেয়েকে সেই টাকা দিয়েও দেন। কিন্তু তারপরেও পুনরায় আবারও টাকা চাওয়ার জন্য ফুলমণিকে বাপের বাড়িতে পাঠায় তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। কিন্তু পরে আর টাকা দিতে পারেননি তাঁর বাবা। অভিযোগ, সেই কারণেই ফুলমণিকে পিটিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই। ফুলমণির পরিবার চাপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পলাতক স্বামীর খোঁজ শুরু করেছে চাপড়া থানা।

বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ এখন 'আবর্জনার ভাগার', ক্ষুব্ধ খেলোয়াড় ও প্রাতঃভ্রমণকারীরা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এলাকায় রয়েছে খেলাধুলার জন্য একটি মাত্র মাঠ, কিন্তু সেটিও দিনকে দিন পরিণত হচ্ছে আবর্জনার স্তুপে। যার দরুন উদ্বিগ্ন খেলোয়াড়রা। বীরভূমের নলহাটি হরিপ্রসাদ হাই স্কুল ফুটবল ময়দানে যত্রতত্র পড়ে রয়েছে আবর্জনা এবং আপত্তিকর দ্রব্য। মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে খাবারের প্যাকেট, আতশবাজি ও কিছু আপত্তিকর দ্রব্য। এগুলি দেখে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা। ফলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন কিছু অসাধু ব্যক্তিরা মাঠে আবর্জনা ফেলে মাঠের পরিবেশটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এই বিষয়টিতে প্রশাসনকে দ্রুততার সঙ্গে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জানা যায়, নলহাটির এই স্কুলের মাঠে অনেকেই সকালবেলা মর্নিং ওয়াকে আসেন এবং প্রায় সারাদিনই কম-বেশি চলতে থাকে খেলাধুলো।

খেলোয়াড়দের দাবি, প্রায় প্রত্যেকদিনই মাঠে এসে এরকম আবর্জনা জমে থাকতে দেখে দেখে তারা অতিষ্ট হয়ে গেছে, তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও খেলার মাঠের পাশে রয়েছে একটি অনুষ্ঠান বাড়ি। সূত্রের খবর, সেই লজে হওয়া একাধিক অনুষ্ঠানের জন্য বাস থেকে শুরু করে চার চাকা অনেক গাড়ি মাঠে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যাতায়াতের সমস্যাও হয়।

এমনকি সেই অনুষ্ঠান বাড়ির জন্যও খেলার মাঠ যথেষ্ট পরিমাণে নোংরা করে বলে অভিযোগ।

তাই সকলের দাবি, এই মাঠটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক কেননা, এই নোংরা মাঠে কোন খেলোয়াড়ই খেলতে আগ্রহী হবে না।এই প্রসঙ্গে হরিপ্রসাদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, বিষয়টি সম্পর্কে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমরা আশা রাখছি খুব দ্রুতই সেটার নিষ্পত্তি হবে।

দুষ্কৃতীদের কবল থেকে বাঁচতে গিয়ে বাড়লো বিপদ! অবশেষে থানায় গিয়ে মিলল রেহাই

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ জাতীয় সড়কের উপর গাড়ি থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টা। কোনো মতে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে পালাতে সফল হল চার বন্ধু। কিন্তু কাছাকাছি একটি গ্রামে আত্মরক্ষার জন্য প্রবেশ করতেই গ্রামবাসীরা তাদের ছেলেধরা সন্দেহ করল। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নাকাশিপাড়ায়। জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ তিন বন্ধুকে সাথে নিয়ে দেবগ্রাম এর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন বেথুয়াডহরির খিদিরপুরের বাসিন্দা সায়ন মন্ডল। বাড়ি ফেরার সময় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কয়েকজন দুষ্কৃতী তাদের গাড়ি থামিয়ে গাড়ির হাসুয়ায় কোপ মারে। পরে কোনক্রমে দুষ্কৃতীদের থেকে ছাড়া পেয়ে গাড়িতে চেপে সেই চারজন যুবক এলাকার কাছাকাছি একটি গ্রামে ঢুকলেই গ্রামবাসীরা তাদেরকে ছেলেধরা ভাবে। সেখান থেকেও কোনোক্রমে তারা পালিয়ে আসে। এলাকায় গুজব রটে এবং কয়েকজন বাইক নিয়ে সেই চারজন যুবকের গাড়িকে তাড়া করে।

শেষ পর্যন্ত সকলের নাগাল এড়িয়ে সায়ন মন্ডল তার তিনজন বন্ধু ও গাড়ি সমেত পৌঁছায় নাকাশিপাড়া থানায় এবং পুলিশকে জানানো হয় গোটা ঘটনা। বাইক নিয়ে পিছন থেকে ধাওয়া করা যুবকেরাও থানায় এসে সম্পূর্ণ ঘটনা শোনেন। কিন্তু পুলিশ জাতীয় সড়কে টহল দিয়েও কোন দুষ্কৃতীদের হদিশ খুঁজে পায়নি। উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরেই জাতীয় সড়কে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্মের খবর শোনা যাচ্ছিল, অবশেষে তারই স্বীকার হলো এই চার যুবক।

এবার বিনামূল্যে বেসরকারি হাসপাতালেও মিলবে সরকারি টিকা

নিপ্পন বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এবার বেসরকারি হাসপাতাল থেকেও মিলবে বিনামূল্যের সরকারি টিকা।

উল্লেখ্য, ইউআইপি বা ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সাল ইমিউনিজেশন প্রোগ্রামের অধীনে বিনামূল্যে শিশুদের টিবি, ডিপথেরিয়া, পোলিও,

হেপাটাইটিস বি, রুবেল্লা, মিজলসের মতো ১২টি অসুখের টিকাকরণ করা হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এই ভ্যাকসিনগুলি বিনামূল্যে মেলে। এবার বেসরকারি হাসপাতালেও বিনামূল্যে দেওয়া হবে এই ভ্যাকসিন।

কোন কোন বেসরকারি হাসপাতাল থেকে মিলবে টিকা? সংশ্লিষ্ট জেলার বেসরকারি হাসপাতালকে লিখিত আবেদন করতে হবে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে। আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে অনুমোদন দেবে স্বাস্থ্য দপ্তর।জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অনির্বাণ দলুই জানিয়েছেন, বেসরকারি বড় হাসপাতাল ছাড়াও অন্য অনেক ছোটখাটো হাসপাতালে সরকারি টিকাদান প্রোগ্রাম চলতে পারে। নয়া এই নির্দেশ ভুলত্রুটি এড়াতে সাহায্য করবে।

নয়া নির্দেশিকায় অগ্রাধিকার পেয়েছে শিশুদের সুরক্ষা। ডা. অনির্বাণ দলুই জানিয়েছেন, টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মোকাবিলা এবার আরও জোরদার হবে। টিকা দিতে গেলে, বেসরকারি হাসপাতালকে কী কী নিয়ম মানতে হবে?

বিশেষ এসওপি জারি করে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতালকে টিকাকরণের জন্য একটি ওয়েটিং এরিয়া একটি টিকাকরণ কেন্দ্র তৈরি করতে বলা হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 12

ছাত্র আন্দোলনে ‘পুলিশি বাধা’, অবস্থান বিক্ষোভে এসএফআই

সুজিত দত্ত ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ক্যাম্পাসের অব্যবস্থা ও আর্থিক স্বচ্ছতার দাবিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান ঘিরে শুক্রবার চরম উত্তেজনা ছড়াল। বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই,এর ডাকা এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের দফায় দফায় ধস্তাধস্তি হয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। এদিন দুপুরে এসএফআই সমর্থকরা বর্ধমান কার্জন গেট চত্বর থেকে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে পৌঁছয়। অভিযোগ, সেখ ান থেকে গেট টপকে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এরপরই শুরু হয় প্রবল ধাক্কাধাক্কি ও উত্তেজনা। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, তারা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসেছিলেন, কিন্তু পুলিশ বিনা প্ররোচনায় বলপ্রয়োগ করেছে।আন্দোলনের মাঝেই এসএফআই-এর পক্ষ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলা হয়। ছাত্রনেতাদের দাবি, আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে এবং ছাত্রদের কণ্ঠ রোধ করতে পুলিশ তাদের মাইক সেট নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের তীব্র বচসা শুরু হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনেই কয়েকশো ছাত্রছাত্রী অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন।এই অভিযানে এসএফআই-এর পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি তোলা হয়েছে। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ছাত্র সংসদ নির্বাচন অবিলম্বে করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশের অব্যবস্থা দূর করতে হবে। হস্টেলে ফাঁকা থাকা সিটগুলির স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশ করে যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন তহবিলসহ বিভিন্ন খাতে খরচের শ্বেতপত্র প্রকাশ করে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি তোলা হয়েছে। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা বজায় থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কবজি কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতার

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ গলসিতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দিতে এসে পাল্টা কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন এক বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, তাঁদের কর্মীদের উপর হামলা হলে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে, আর সেই পাল্টা জবাব তণ্ডড়-বাতাসা বা মিষ্টিদ হবে না প্রয়োজনে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে এবং তহাতের কব্জি কেটে নেওয়াদ হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। অভিযোগ, গত ৩ মার্চ গলসির মহড়া গ্রামে বিজেপি কর্মী বাপন কারক ও হেমন্ত ঘোষকে মারধর করা হয়। বিজেপির দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত। মারধরের ঘটনায় হেমন্ত ঘোষের মাথা ও পা ফেটে যায় বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই লক্ষণ ঘোষ ওরফে সুশীল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।অন্যদিকে বিজেপি নেতার ‘কব্জি কেটে নেওয়া’ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন গলসি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শৈলেন হালদার। তার দাবি, ঘটনাটি রাজনৈতিক নয়।

মরিচা পড়া শিল্পের ইতিহাস সংরক্ষণের দাবি

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আমাদের ঔপনিবেশিক যুগের ঐতিহ্যের একটি অংশ অবহেলার বিরুদ্ধে হেরে যাওয়ার লড়াই লড়াই করছে। আসানসোলের ভগত সিং মোড়ে, ব্রিটিশ আমলের দুটি ঐতিহাসিক মার্শাল স্টিম রোড রোলার - যা একসময় এই অঞ্চলের রাস্তা এবং রেলপথের চালিকাশক্তি ছিল - এখন ঘন ঝোপ এবং মরিচায় চাপা পড়ে আছে।মার্শাল, সন্স অ্যান্ড কোম্পানি (আনুমানিক ১৮৪৮) দ্বারা নির্মিত, এই ৩০ টনের মেশিনগুলি একটিও ওয়েল্ড ছাড়াই তৈরি করা হয়েছিল, শুধুমাত্র নাট, বোল্ট এবং রিভেট ব্যবহার করে।১৮৬৩ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা, এই রোলারগুলি আধুনিক ভারতের পথ প্রশস্ত করার জন্য কায়িক শ্রম, হাতি এবং গরুর গাড়ি প্রতিস্থাপন করেছিল।

একটি ব্যস্ত চত্বর এবং একটি নতুন উন্নত পার্কের ঠিক পাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে এই ধ্বংসাবশেষগুলি আবর্জনা হয়ে পড়েছে।আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের মেয়র বিধান উপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন যে কর্পোরেশন শীঘ্রই নিজস্ব খরচে এই মেশিনগুলির সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে পারে, সেজন্য এই ঐতিহ্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাচার রোধে সচেতনতা কর্মসূচি পুলিশের

নয়া জামানা বর্ধমান ঃ শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের উদয়পল্লী শিক্ষানিকেতনে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি পালন করা হল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সতর্ক করার জন্য এবং সচেতন করার জন্য জেলা পুলিশের মহিলা থানার পক্ষ থেকে বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় এইকর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন।এদিনের কর্মসূচিতে বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ অফিসার মধুমিতা কুন্ডু এবং আলপনা মুখার্জি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পাস আইন সম্পর্কে, নাবালিকা বিবাহ সম্পর্কে কি আইন আছে এবং পরিণতি কি হতে পারে, গুড টাচ ব্যাড টাচ, মানব পাচার সম্পর্কে সচেতন করেন।এ বিষয়ে সাব ইন্সপেক্টর মধুমিতা কুন্ডু জানান, কোনদিন যদি সমস্যায় তারা পড়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবশ্যই যেন জানায় অথবা অবশ্যই যেন জেলা পুলিশের ১০০ নম্বর ডায়াল করে। পুলিশ অফিসার আলপনা মুখার্জী জানান কিভাবে একটি নাবালিকা বিবাহ দিতে গিয়ে পরিবারের লোক গ্রেপ্তার হয়। এমনকি যারা ওই বিবাহে উপস্থিত থাকেন তারাও ওই আইনের আওতায় পড়ে।উদয় পল্লী শিক্ষানিকেতনের টিচার ইন চার্জ রবি কিরণ মুখার্জি তিনি জানান, তাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশিরভাগই পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসলেও ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে তারা এগিয়ে যেতে চায়।এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা।

চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতাই! বহিরাগত ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা কে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন ওরফে দাসু। একইসাথে, তার দাবি, ২০২১ সালের থেকে বেশি আসন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসই চতুর্থ বারের জন্য ক্ষমতায় আসছে। আর মুখ ্যমন্ত্রী হবেন দলের চেয়ারপার্সেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুরে আসানসোলের জিটি রোডের বাজার লাগোয়া দলের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে শাসক দলের রাজ্য সম্পাদক একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন।তিনি বলেন, বাংলায় নির্বাচনের দিন যেকোনও দিন ঘোষণা করা হতে পারে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি পরিবর্তন যাত্রার আয়োজন করছে। যার মাধ্যমে তারা জনসংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। তবে, এই পরিবর্তন

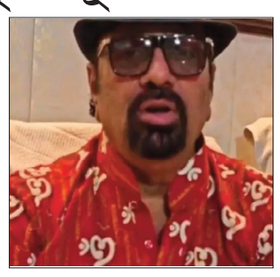

যাত্রায় স্থানীয় বাসিন্দাদের দেখা যাচ্ছে না। তাদের বাংলার বাইরের লোকদের আনতে হচ্ছে।তিনি বলেন, বিজেপিকে জবাব দিতে হবে যে তারা কি ধরণের পরিবর্তনের কথা বলছে। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিবর্তনের ডাক দেওয়ার আগে, বাংলায় দলের সমর্থনের ভিত্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তা সে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক বা ২০০৯ এবং ২০১০ সালের বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচন হোন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করছিলো। এমনকি স্কুল কমিটির নির্বাচনেও জয়লাভ করছিলো তারা। এটাই তখন দেখিয়ে ছিলো যে তৃণমূল জিতছে। বলা হচ্ছিল যে মানুষের মনে তৃণমূলের প্রতি সমর্থন বাড়ছে। কিন্তু আজ বাংলায় বিজেপির ক্ষেত্রে এমন কিছুই ঘটছে না। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ২০১৬ সালে ২০১১ সালের চেয়ে বেশি আসন পেয়েছে। ২০২১ সালে তার চেয়েও বেশি আসন পেয়েছিল।তিনি এদিন দাবি করেছেন ২০২৬ সালে দল আরও বেশি আসন পাবে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, বিজেপি বাংলায় যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা এখানে জিততে পারবে না। কারণ বাংলার মানুষ তাদের সাথে নেই। তিনি এসআইআর নিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে বলেন, এটা করে বাংলার ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। কিন্তু কোন লাভ নেই। নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের পরিকল্পনা গোটা দেশের মানুষ ধরে ফেলেছেন।

জলের সমস্যা না মিটলে ভোট বয়কট, হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের

নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ সামনে ভোট , ভোটের সময় তিন মাস ট্যাঙ্কারে করে জল পাঠাবে। তারপর সারা বছর জলকষ্ট। আমরা এর থেকে মুক্তি চাই, নিয়মিত পাইপ লাইনের পানীয় জল আমরা চাই, নইলে এবারের নির্বাচনে দুই গ্রামের মানুষ মিলিত হয়ে ভোট বয়কট করব। এমনই দাবিকে সামনে রেখে উত্তেজনা ছড়াল জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চিচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাড্ডা এবং চকতুলুসী গ্রামে বৃহস্পতিবার ঘড়ির কাটায় রাত্রি আটটা, ঠিক সেই সময় জামুড়িয়ার ভাড্ডা এবং চকতুলুসী গ্রামের মানুষজন চিচুড়িয়া থেকে বাগডিহা-সিদ্ধপুর যাওয়ার প্রধান রাস্তা অবরোধ করে রাতভর চালায় বিক্ষোভ। দাবি একটাই নিয়মিত পানীয় জল চাই এলাকায়। নইলে আগামী নির্বাচনে দুই গ্রামের মানুষ মিলিত হয়ে ভোট বয়কট করব।

দুটি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় দুই শতাধিক পরিবার এদিন রাতভর বিক্ষোভ চালাই। যাতায়াত ব্যবস্থা একেবারে স্তব্ধ করে দেয়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার বদলে পুলিশকে দেখে আরও জোরাল হয় আন্দোলন।সুজাতা কোরা, নামে স্থানীয় এক মহিলা জানান, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে তাই আমরা আজ পথে নামতে বাধ্য হয়েছি। দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ একেবারে বন্ধ। পাশাপাশি শুকিয়ে গেছে পুকুর , শুকিয়ে গেছে নলকূপ। জলের উৎস নেই বললেই চলে। যাদের পয়সা আছে তারা কিনে খাচ্ছে, যাদের নেই তাদেরকে জলের জন্য পাড়ি দিতে হচ্ছে ভিন গ্রামে। আমরা এর থেকে মুক্তি চাই। বিগত চার বছর ধরে এই সমস্যা আমাদের, এই এক মাস সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে আমরা প্রশাসন কে বারংবার বলেছি তবুও গ্রামে জলের সংকট মেটাতে পারেনি জামুড়িয়া প্রশাসন। সুজাতা দেবীর কথায়, যখন ভোট আসে তখন জলে ট্যাঙ্কারে করে লাগাতার তিন মাস এলাকায় জল সরবরাহ করা হয়। ভোট কোন রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি এমনকি প্রশাসন ঘুরেও তাকাই না আমাদের দিকে। তাই আমাদের এই সমস্যা যথা শীঘ্রই সমাধান না হলে আরও বড় আন্দোলনের পথে তো যাবোই তার পাশাপাশি ভোটও বয়কট করব।দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় যে চিচুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সোমনাথ চক্রবর্তী এবং জামুরিয়া ব্লক টু এর সহ-সভাপতি দীনেশ চক্রবর্তী, উভয়ের আশ্বাসে গ্রামবাসীরা রাস্তা থেকে বিক্ষোভ সরিয়ে নিলেও ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সমস্যা সমাধানের দাবি রাখেন সহ-সভাপতি এবং উপপ্রধানের কাছে।তবে ৪৮ ঘন্টা নয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কথা দিয়ে কথা রাখ লেন জামুরিয়া ব্লকের সহ-সভাপতি ও চিচুড়িয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুটি গ্রামে সরবরাহ করা হল পানীয় জল। এ বিষয়ে জামুরিয়া ব্লক ২ এর সহ সভাপতি দীনেশ চক্রবর্তী জানান, অজয় নদীর বাগডিহা সিদ্ধপুর পাম হাউস থেকে চকতুলুসী এবং ভাড্ডা গ্রামে জল সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে বেশ কিছুদিন ধরে যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে জল সরবরাহ ঠিকমতো হচ্ছিল না চকতুলুসী ও ভাড্ডা গ্রামে। আমরা আজ এলাকা পরিদর্শন করেছি এবং যারা জলের অপচয় করছিল তাদেরকে সাবধান করে এসেছি এছাড়াও যান্ত্রিক সমস্যা ইতোমধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে এবং জল সরবরাহ আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে দুই গ্রামে।

স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শুক্রবার জামালপুর জোনাল কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল। জামালপুরের সেলিমাবাদ তরুণ সংঘের মাঠে প্রতিযোগিতা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে খে লার সূচনা হয়। আজকের এই খে লায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ মেহেমুদ খাঁন। ছিলেন জোনালের সভাপতি শিপতাই মহুলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, কার্যকরী সভাপতি জামালপুর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার নায়েক, জেলা সম্পাদক অরুণাভ কোনার, সেলিমাবাদ হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাসুদেব সাঁতরা, বনবিবিতলা স্কুলের শিক্ষক পীযূষ দাস, বেড়ুগ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষক অতনু হাজরা সহ ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের খেলার শিক্ষক শিক্ষিকারা। মেহেমুদ খাঁন বলেন, রাজ্য সরকার তরুণ প্রজন্মকে মাঠমুখী করতে সব রকম ভাবে চেষ্টা করছেন। তিনি উপস্থিত প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন খেলাধুলা একদিকে যেমন শিক্ষার অঙ্গ তেমন চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রভাব যথেষ্ট।খেলা ধুলা করেই অনেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই সকলকে মোবাইল ছেড়ে মাঠমুখী হবার আহ্বান করেন তিনি। তিনি জামালপুর জোনাল কমিটিকে ধন্যবাদ জানান তাঁকে আমন্ত্রণ করার জন্য। তিনি সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। জোনাল সম্পাদক সুজিত ধারা বলেন ব্লকের ৩৫ টি স্কুল থেকে ২৮৯ জন প্রতিযোগী আজকের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। মোট ৬৪ টি ইভেন্টে খেলা ছিল। সফল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে সার্টিফিকেট ও মেডেল তুলে দেওয়া হয়। তিনি আরো বলেন এই খেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা আগামীতে সাব ডিভিশন স্পোর্টসে অংশ নেবে।

মেডিকেল কলেজকে সরকারি অনুদানের দাবিতে সরব কর্তৃপক্ষ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমানের প্রাচীন হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজের জন্য সরকারি অনুদানের দাবি জোরাল হল।বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে প্রায় বিনামূল্যে পরিষেবা দিয়ে আসা এই কলেজের আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন রাখল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন কলেজের প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার ডাঃ তারক সরকার, কলেজের অধ্যক্ষ সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, ডিরেক্টর অসীম সামন্ত সহ অনান্যরা। প্রায় ৪৮ বছর ধরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে একদিকে পঠন পাঠন অন্যদিকে স্বল্প খরচে চিকিৎসা

পরিষেবা দেবার কাজ চলছে। এই কলেজে নিয়মিত বর্হিবিভাগ চালু আছে। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য একটি ইউনিট চালু আছে। তাদের নিয়মিত রক্তদানের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে খুবই অল্প খরচে এক্সরে, ইসিজি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয় এখ ানে। কিন্তু এসব পরিষেবা চালু থাকলেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সরকারি অনুদানের বরাদ্দ খুবই কম। অধ্যক্ষ সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, সরকারি অনুদান না মেলায় কলেজ চালাতে গিয়ে নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। সে জন্য আর্থিক অনুদানের কথা জানানো হচ্ছে। এদিকে যে চত্বরে কলেজ রয়েছে সেটা ঐতিহাসিক মহন্তস্থল হিসাবে পরিচিত। যার জন্য মন্দির ঘিরে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের বিবাদ। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। এ ব্যাপারেও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 13

গাছের কাণ্ড থেকে ফেনকি দিয়ে জল !

পিংলার কালিকাডিহিতে ভিড়, অলৌকিক নাকি প্রকৃতির খেলা ?

ভরত বেরা ।। নয়া জামানা ।। পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার কালিকাডিহি এলাকায় এক অদ্ভুত ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জঙ্গলের ধারে একটি পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অর্জুন গাছের কাণ্ড থেকে আচমকাই ফেনকি দিয়ে জল বেরোতে দেখা যায়। এই বিরল দৃশ্য দেখতে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। ঘটনাটি নিয়ে এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা;এ কি অলৌকিক ঘটনা, নাকি প্রকৃতিরই এক অদ্ভুত খেলা? স্থানীয়দের দাবি, গাছটির কাণ্ডের একটি ছোট ছিদ্র থেকে হঠাৎই জোরে জোরে জল বেরোতে শুরু করে। সেই জল প্রায় তিন থেকে চার ফুট দূর পর্যন্ত ছিটকে পড়ছিল। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এই অদ্ভুত দৃশ্য চলতে থাকায় আশপাশের গ্রামের মানুষও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অনেকেই মোবাইলে সেই দৃশ্য রেকর্ড করেন। এলাকার এক গৃহবধূ জানান, আমরা আগে কখনও এমন ঘটনা দেখিনি। হঠাৎ গাছ থেকে এভাবে জল বেরোতে দেখে মনে হচ্ছে যেন ভগবানের কোনো লীলা। তাঁর মতো আরও অনেকেই ঘটনাটিকে অলৌকিক বলেই মনে করছেন। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষদর্শী এক কৃষক জানান, সকালে চাষের জমি দেখতে বেরোনোর সময় হঠাৎ তাঁর শরীরে জল পড়ে। প্রথমে তিনি বুঝতে পারেননি কোথা থেকে জল আসছে। পরে তাকিয়ে দেখেন, কাছেই থাকা অর্জুন গাছের কাণ্ডের একটি ছিদ্র দিয়ে সিরিঞ্জের মতো করে জল বেরোচ্ছে। এরপর তিনি দ্রুত বিষয়টি এলাকাবাসীদের জানান। তবে বিষয়টিকে অলৌকিক বলে মানতে নারাজ এলাকার এক অবসরপ্রাপ্ত ভূগোল শিক্ষক। তাঁর মতে, অনেক সময় অর্জুনসহ বিভিন্ন গাছ অতিরিক্ত জল শোষণ করলে গাছের কাণ্ডের ভিতরে চাপ তৈরি হয়। সেই চাপ বেড়ে গেলে গাছের ছাল বা ছোট ছিদ্র দিয়ে জল ফেনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। এছাড়া গাছটির সামনে একটি পুকুর থাকায় মাটির অতিরিক্ত আর্দ্রতার প্রভাবও থাকতে পারে বলে তিনি মনে করছেন। সব মিলিয়ে, ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। এখনও অনেক মানুষ ওই গাছটি দেখতে ভিড় করছেন এবং প্রকৃতির এই রহস্যময় ঘটনাকে ঘিরে চলছে নানা জল্পনা।

নারায়ণগড়ে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

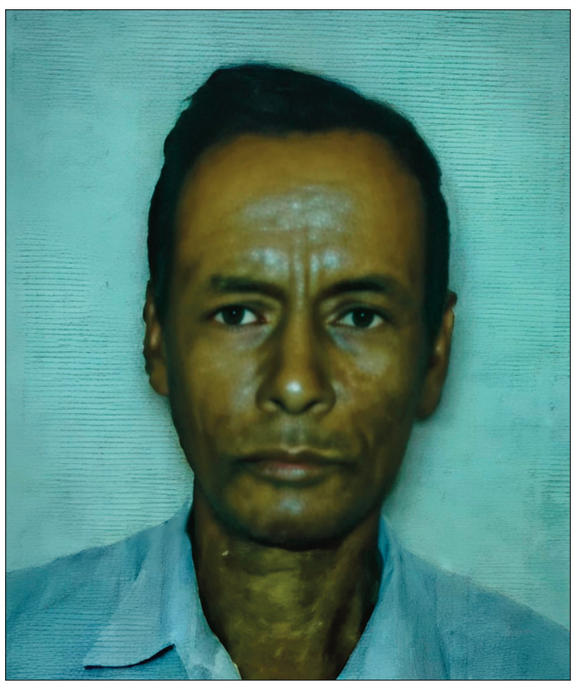

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। শুক্রবার সকালে নারায়ণগড় ব্লকের কুশবাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের রেডিপুর এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম গোবর্ধন নাগ (৬৯)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই এদিন ভোরে বাড়ির সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির ভেতরে তাঁকে খুঁজতে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। ঘটনাটি চোখে পড়তেই পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করলে আশপাশের প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত খবর দেওয়া হয় নারায়ণগড় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং দেহটি উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে এবং আশপাশের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছে তদন্তকারীরা। এদিকে এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘন কুয়াশায় ঢাকল মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর, দৃশ্যমানতা কমে ধীরগতিতে যান চলাচল

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ শীতের মূল দাপট অনেকটাই কমে গেলেও হঠাৎ করেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর। শুক্রবার ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নেমে আসে ঘন কুয়াশার চাদর। আকাশ থেকে মাটির চারদিক যেন সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়। ফলে সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই এক ভিন্ন রূপে দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী এই শহরকে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মন্দিরগুলিও যেন কুয়াশার আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। দূর থেকে মন্দিরের গম্বুজ ও স্থাপত্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আলো, আধারির মধ্যে শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যগুলোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক রহস্যময় পরিবেশ।

শুভেন্দুর সভার আগেই নারায়ণগড়ে পোস্টার-বিতর্ক, বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে তুঙ্গে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভার আগে বিজেপির অন্দরেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। নারায়ণগড়ের মকরামপুর এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প জনসভাকে ঘিরে যখন প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়ই দলের প্রাক্তন বিধানসভা প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরির বিরুদ্ধে একাধিক পোস্টার পড়তে দেখা যায়। এই পোস্টার ঘিরেই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

শুক্রবার সকালে মকরামপুরের বিভিন্ন জায়গায় হলুদ রঙের পোস্টার টাঙানো অবস্থায় দেখা যায়। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করে ভোট গণনার মাঝপথে কেন্দ্র ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিজেপির তৎকালীন প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরি। পোস্টারের নিচে 'নারায়ণগড়ের সাধারণ বিজেপি ভোটারবৃন্দ' লেখা থাকলেও, এই পোস্টার কারা লাগিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নারায়ণগড় কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সূর্যকান্ত অট্টের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন রমাপ্রসাদ গিরি। পোস্টারে অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেই পরাজয়ের পেছনে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর গোপন সমঝোতা ছিল। আসন্ন নির্বাচনে আবারও তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে;এমন জল্পনা ঘিরেই দলের একাংশের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এদিকে এই ঘটনাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেসও। মকরামপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সৌমেন করণ বলেন, এটি বিজেপির সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ চলছে। অন্যদিকে, এই পোস্টার বিতর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি বিজেপি নেতা রমাপ্রসাদ গিরি। শুভেন্দু অধিকারীর সভার ঠিক আগে এই বিতর্ক বিজেপির সংগঠনে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

তালিকায় ৫৭ নাম 'বিচারাধীন', ক্ষোভে নারায়ণগড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ স্যার ,এর চূড়ান্ত তালিকায় একাধিক নাম 'বিচারাধীন' থাকাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে। শুক্রবার নারায়ণগড় ব্লকের রেডিপুর এলাকায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বাখ রাবাদ,কুশবাসন গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রেডিপুর পূর্ব ও পশ্চিম বুথের প্রায় ৫৭ জন বাসিন্দার নাম স্যার ,এর চূড়ান্ত তালিকায় এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা রাস্তায় নেমে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন এবং নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। অবরোধকারীদের দাবি, স্যার ,এর নোটিশ পাওয়ার পর তারা বিডিও অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন। তবুও কেন তাদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় বিচারাধীন রাখা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেই তারা বিক্ষোভে সামিল হন।

তাঁদের অভিযোগ, সব কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও নাম ঝুলে থাকায় তারা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। পথ অবরোধের জেরে ওই এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নারায়ণগড় থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে গ্রামবাসীদের বক্তব্য, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা।

নারায়ণগড়ে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা', বেকারত্ব ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তোপ গিরিরাজ-শুভেন্দুর

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'কে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল। শুক্রবার বিকেলে মেদিনীপুর বিভাগের পরিবর্তন যাত্রার রথ ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রবেশ করে এবং সন্ধ্যার দিকে নারায়ণগড়ে পৌঁছয়। নারায়ণগড় বাজারের রাইস মিল মাঠে আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানান দুই বিজেপি নেতা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হবে এবং বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, আইন মেনেই দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি রাজ্যে বাড়তে থাকা বেকারত্বের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, বেকার যুবকদের জন্য কার্যকর কোনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি রাজ্য সরকার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য মাসে তিন হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অন্যদিকে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পার্শ্বশিক্ষকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি রাজ্য সরকার উদাসীন। তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ এখন চাকরি, নারী সুরক্ষা, অনুপ্রবেশমুক্ত রাজ্য এবং কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য চায়। এছাড়াও চন্দ্রকোনা রোডের প্রয়াগ ফিল্ম সিটিতে একটি সংস্থার কর্মীদের হঠাৎ কাজ হারানোর ঘটনাকে সামনে এনে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সভাকে ঘিরে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

পিংলার মিঞ্যাচকে ২৮ বছরে রাধা কুঞ্জ মহামিলন উৎসব, ছয় দিনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবে ভক্তদের ঢল

ভরত বেরা,নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার জামনা ২ নম্বর অঞ্চলের মিঞ্যাচক গ্রামে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রাধা কুঞ্জ মহামিলন উৎসব। দীর্ঘদিনের এই ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব এ বছর ২৮ বছরে পা দিল। ছোট্ট একটি প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও এই উৎসবকে ঘিরে এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে ভক্তি, ঐক্য ও আনন্দের এক অনন্য পরিবেশ।

ছয় দিনব্যাপী এই মহামিলন উৎসবে প্রতিদিন নানা ধর্মীয় আচার ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ নামসংকীর্তন, গীতা পাঠ, ভাগবত পাঠ, কীর্তন এবং সাধু-সন্তদের ধর্মীয় বাণী শোনার সুযোগ পাচ্ছেন ভক্তরা। পাশাপাশি লোকসংগীত ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশন উৎসবের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হলো প্রতিদিন ভক্তদের জন্য অন্নভোগের ব্যবস্থা। সকাল ও সন্ধ্যায় আগত সকল দর্শনার্থীদের জন্য প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আয়োজকদের দাবি, প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষের সমাগম ঘটছে এই উৎসবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মিঞ্যাচক গ্রামে মাত্র প্রায় ৮০টি পরিবার বসবাস করলেও তাদের সম্মিলিত উদ্যোগেই এই বিশাল উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ব্যয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সফল করতে পার্শ্ববর্তী প্রায় পাঁচটি গ্রামের মানুষও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উৎসব উপলক্ষে এলাকায় বসেছে বড় মেলা। নাগরদোলা, বিভিন্ন দোকানপাট এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির মনোরম প্রদর্শনী দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে এই মহামিলন উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। আয়োজকদের মতে, এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হল শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবধারা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক চেতনা জাগিয়ে তোলা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 5:59 AM Page 14

‘৫০ বছর বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছে সিপিএম-কংগ্রেস’, স্বরূপনগরে পরিবর্তন যাত্রা থেকে তোপ শান্তনু ঠাকুরের

হাসানুজ্জামান ।। নয়া জামানা ।। উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের তেতুলিয়া এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করতে এসে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী ও বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর । সভামঞ্চ থেকে তিনি দাবি করেন, গত প্রায় ৫০ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস রাজ্যের উন্নয়নকে পিছিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বর্তমান শাসক দল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ,এর বিরুদ্ধেও কটাক্ষ করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চ্যাটার্জী সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভুল নীতি ও অপশাসনের কারণে বাংলা আজ বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তিনি আরও বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মাঠে নেমেছে। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। মানুষের সমর্থন পেলে বাংলাকে আবার উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হবে বলেও জানান তিনি। সভা থেকে তিনি বাংলার মানুষকে বিজেপিকে সমর্থন করার আহ্বান জানান। তার কথায়, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আবারও সঠিক মর্যাদা ফিরিয়ে আনা হবে। পাশাপাশি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সুশাসনের মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। পরিবর্তন যাত্রার এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব।

‘এসবিআই গ্রাম সেবা’-সবুজ সংঘের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের নতুন দিশা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভা এলাকার সামাজিক সংগঠন সবুজ সংঘ -র উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে এস বি আই ফাউন্ডেশন পরিচালিত ‘এস বি আই গ্রাম সেবা ‘ কর্মসূচি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলার একাধিক গ্রামে ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগের সুফল পেতে শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। ২০২২ সালের ২ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই প্রায় ২৩ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। কর্মসূচির আওতায় ১,২৭৮টি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা দীর্ঘদিনের একটি বড় সমস্যার সমাধান করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের ১,১৬০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামের পড়ুয়ারা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও উদ্যোগটি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৩,৮১৫ জন মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। পাশাপাশি স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ৪৩টি স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীর মাধ্যমে ১১২ জন মহিলাকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতির ব্যবহার, সৌরচালিত রাস্তার আলো স্থাপন, পুকুর সংস্কার এবং বৃক্ষরোপণের মতো পরিবেশবান্ধব কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সবুজ সংঘের উদ্যোক্তা অংশুমান দাস ও অরুনাভ দাস জানান, ভবিষ্যতে বাংলার আরও বিভিন্ন জেলায় ‘এসবিআই গ্রাম সেবা’ কর্মসূচি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে গ্রামীণ উন্নয়নের এই মডেল আরও বিস্তৃতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।

ভোটার তালিকা নিয়ে উত্তাপ রায়দিঘীতে, ঝাঁটা হাতে পথে যুব তৃণমূলের বিক্ষোভ

নুরউদ্দিন,নয়া জামানা, রায়দিঘী ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী বিধানসভা এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে। বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকায় থাকলেও বর্তমানে তা তআন্ডার অ্যাডজুডিকেশনদ বা বিবেচনাধীন হিসেবে দেখানো হচ্ছে;এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে নামল তৃণমূল কংগ্রেস -এর যুব শাখা। শুক্রবার মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের কোম্পানির ঠেক বাজার এলাকায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বহু মহিলা ঝাঁটা হাতে মিছিল করে প্রতিবাদ জানান এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বহু বছর ধরে যেসব মানুষের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে, হঠাৎ করে তাদের নাম কেন আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন হিসেবে দেখানো হচ্ছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকে প্রায় ৩২৩২ জন ভোটারের নাম বর্তমানে বিবেচনাধীন তালিকায়

রয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই ৩২৩২ জনের অধিকাংশের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতেও ছিল এবং তারা বহু বছর ধরে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন।

হঠাৎ করে তাদের নাম নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ বাড়ছে। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি উদয় হালদার । তার সঙ্গে কয়েক শতাধিক মহিলা ও যুবক-যুবতী মিছিলে অংশ নেন। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান করে প্রকৃত ভোটারদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপি নেতা পলাশ রানা । তার দাবি, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। শুধু তৃণমূল সমর্থক নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ও মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নামও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে তিনি জানান। নির্বাচনের আগে এই সমস্যা কীভাবে মেটানো হবে এবং সব ভোটার আদৌ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কি না, তা নিয়েই এখন জোর রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।

বিপ্লব দেবের যাত্রা ঘিরে ফেসবুক পোস্টে বিতর্ক, ক্যানিংয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

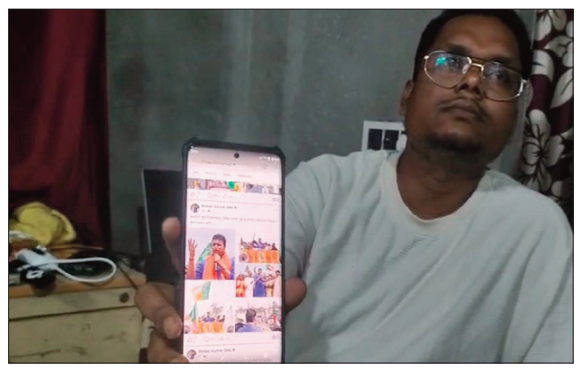

গোপাল শীল, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এলাকায় বিজেপির অন্দরমহলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-এর পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার কর্মসূচিতে অংশ নিতে ক্যানিং পশ্চিমের তালদি বাইসোনা এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করেন বিপ্লব দেব। পরে সন্ধ্যায় বাসন্তী ব্লকের গদাখালি এলাকায় সেই কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।

কিন্তু সেই কর্মসূচি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট ঘিরে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অভিযোগ, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর তার ফেসবুক পেজে ওই কর্মসূচির ছবি পোস্ট করে তা ক্যানিং পূর্বের কর্মসূচি বলে উল্লেখ করেন। এই পোস্ট ঘিরেই দলীয় অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এ নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা যুব মোর্চা সহ-সভাপতি পবিত্র পাত্র । তিনি অভিযোগ করেন, দলীয় নেতৃত্বকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার দাবি, ক্যানিং পশ্চিমে উপস্থিতি কম থাকায় সেটিকে ক্যানিং পূর্বের কর্মসূচি বলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। পবিত্র পাত্র আরও অভিযোগ করেন, অতীতের নির্বাচনে বুথে বুথে টাকা পৌঁছে দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে বর্তমান জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে উৎপল নস্করের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যানিং এলাকায় বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দলীয় সংগঠনে কী প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পরিবর্তন যাত্রার আগে তেতুলিয়ায় মতুয়াদের ক্ষোভ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ নিয়ে প্রশ্ন

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর বিধানসভার তেতুলিয়া এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শুরু হওয়ার আগেই ক্ষোভে ফুঁসতে দেখা গেল মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশ মানুষকে। আজ এই এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে সভা করার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর , রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চ্যাটার্জী এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবানের দাস -এর। সভা শেষে এখান থেকেই পরিবর্তন যাত্রার রথের সূচনা হওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, তেতুলিয়া খালধার এলাকা মূলত মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চল। তাই এই এলাকায় পরিবর্তন যাত্রাকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়লেও স্থানীয় মতুয়া সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছে, যা

নিয়ে তারা ক্ষুব্ধ। স্বরূপনগরের বাংলানী গ্রাম পঞ্চায়েতের তেতুলিয়া এলাকার ১৯৯ নম্বর বুথে প্রায় ৬৩ জন মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তারা বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন এবং আগের নির্বাচনে ভোটও দিয়েছেন। তবুও হঠাৎ করে তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় তারা প্রশ্ন তুলছেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জানান, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা বনগাঁ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরকে ভোট দিয়েছিলেন এবং তিনি এখন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু আজ তাদেরই ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। এই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই বলছেন, ভোটার তালিকার সমস্যার সমাধান না হলে তাদের ক্ষোভ আরও বাড়তে পারে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে।

বারুইপুরে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় পুলিশের বাধা, রাস্তা অবরোধে বিক্ষোভ কর্মী-সমর্থকদের

গোপাল শীল, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার তৈরি হল উত্তেজনা। যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে বের হওয়া বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নড়িদানা এলাকায়। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, সেখান থেকে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার অংশ হিসেবে একটি বাইক মিছিল শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় বারুইপুর থানার পুলিশ এসে জানায়, এই বাইক মিছিলের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি নেওয়া হয়নি। সেই কারণ দেখিয়ে পুলিশ মিছিলটি আটকে দেয়। এ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব ও পুলিশের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি,

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অযথা বাধা দেওয়া হচ্ছে। পরে প্রতিবাদস্বরূপ বিজেপি কর্মীরা বারুইপুর,চম্পাহাটি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য ওই রাস্তায় যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ ও বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হয়। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে মিছিলটিকে চম্পাহাটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা বিক্ষোভ তুলে নেন এবং কর্মসূচি আবার শুরু হয়। এই বিষয়ে বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ ভৌমিক বলেন, তাদের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পুলিশ অযথা বাধা দিয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচি করার অধিকার রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ আরও বাড়তে পারে।

যুদ্ধের গুজবে পেট্রোল আতঙ্ক !

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধের আশঙ্কা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্বালানি নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেই আতঙ্কের প্রভাব এবার স্পষ্টভাবে দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা,
বজবজ এবং মেটিয়াবুরুজ এলাকায় একাধিক পেট্রোল পাম্পে।

শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন পাম্পে গাড়ির দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়।

মহেশতলার একটি পেট্রোল পাম্পে ‘পেট্রোল নেই’ বলে বোর্ড টাঙানো হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে মহেশতলা, বজবজ ও মেটিয়াবুরুজের বিভিন্ন পাম্পে বাইক ও গাড়ির ভিড় বেড়ে যায়। কেউ আবার বোতল বা জারে করে ৫ লিটার, ১০ লিটার এমনকি ২০ লিটার পর্যন্ত পেট্রোল মজুত করার চেষ্টা করছেন।

শুধু দু'চাকা গাড়ির চালকই নন, চার চাকা গাড়ি নিয়েও অনেককে অতিরিক্ত পেট্রোল সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে এবং এলাকাজুড়ে এক ধরনের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 6:00 AM Page 15

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মার্চ ২০২৬
কেমন যাবে?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

দিনকাল খারাপ যাচ্ছে? আর্থিক সংকট ; তাহলে কি গ্রহ দোষ বা শনির সাড়ে সাতি!

নয়া জামানা ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী শনির দশা বা সাড়ে সাতি (সাড়ে সাত বছর) জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।শনির গ্রহ দশা জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। বৈদিক জ্যোতিষ মতে যখন জন্মকুণ্ডলীতে শনির মহাদশা বা অন্তর্দশা শুরু হয়, তখন মানুষের জীবনে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। অনেকেই এই সময়কে ভয়ের চোখে দেখেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শনি হলেন কর্মফলের বিচারক। শনির রাশি পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ব্যক্তির কর্মফল অনুযায়ী কঠোর চ্যালেঞ্জ, বাঁধা,মানসিক চাপ,অলসতা বা কর্মক্ষেত্র অশান্তি নিয়ে আসতে পারে। তিনি মানুষের কাজ অনুযায়ী ফল দেন এবং জীবনে শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের শিক্ষা দেন।শনির মহাদশার সময়কাল বৈদিক জ্যোতিষ অনুযায়ী শনির মহাদশা প্রায় ১৯ বছর স্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ সময়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা, সংগ্রাম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষকে শক্ত করে তোলে।শনির দশার সম্ভাব্য প্রভাব শনির প্রভাব ব্যক্তি ভেদে আলাদা হলেও সাধারণত কয়েকটি বিষয় দেখা যায়;

১. কর্মজীবনে পরীক্ষা
এই সময়ে কর্মক্ষেত্রে চাপ, দায়িত্ব বৃদ্ধি বা ধীরগতিতে উন্নতি হতে পারে। তবে কঠোর পরিশ্রম করলে স্থায়ী সাফল্যও আসে।
২. মানসিক চাপ ও ধৈর্যের পরীক্ষা
শনির দশায় মানুষকে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা দিতে হয়। অনেক সময় একাকীত্ব বা হতাশাও অনুভূত হতে পারে।
৩. আর্থিক ওঠানামা
আয়ের ক্ষেত্রে ধীরগতি বা খরচ বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা করে চললে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।
৪. আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক
অনেকের ক্ষেত্রে এই সময়ে ধর্ম, সাধনা বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ বাড়ে।শনির শুভ প্রভাব
সবসময় শনি খারাপ ফল দেন না। জন্মকুণ্ডলীতে শনি যদি শুভ অবস্থানে থাকেন, তাহলে;
কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বড় সাফল্য,সামাজিক সম্মান ও দায়িত্ববৃদ্ধি,দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী উন্নতি হয়।শনির প্রভাব কমাতে জ্যোতিষে কিছু উপায় বলা হয়
শনিবার শনি মন্ত্র বা শনি স্তোত্র পাঠ,দরিদ্র বা অসহায় মানুষকে সাহায্য করা,কালো তিল বা কালো ডাল দান করা
সততা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা।শনির দশা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার সময়। এই সময়ে ধৈর্য, পরিশ্রম ও সৎ পথে চললে শেষ পর্যন্ত শনি ভালো ফলই প্রদান করেন। তাই শনির দশাকে ভয় না পেয়ে এটিকে নিজেকে গড়ে তোলার সময় হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। সঠিক কর্ম ও উপাসনার মাধ্যমে শনির প্রভাব কমানো সম্ভব। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে শনিকে কর্মফলের দেবতা বলা হয়।
শনির গ্রহ দশায় ভালো কর্মের শুভ এবং খারাপ কর্মের অশুভ ফল পাওয়া যায়। এই দশা কাটানোর প্রতিকারের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য উপায়গুলি হলো মহাদেবের আরাধনা করা, শনিবার তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি।

নতুন ইনিংসে পা দিলেন সচিন-পুত্র

নয়া জামানা ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি খেলোয়াড় সচিন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকারের ব্যক্তিগত জীবন এখন খবরের শিরোনামে। বৃহস্পতিবার, ৫ই মার্চ উদ্যোক্তা সানিয়া চান্দোক -কে বিয়ে করেছেন তিনি। বিয়েটি মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর আগে ৩,৫ মার্চ পর্যন্ত একাধিক প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠান হয়েছিল।কনে সানিয়া চান্দোক একজন ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি রবি ঘাইয়ের নাতনি।১৩ই আগস্ট ২০২৫-এ ঘনিষ্ঠ পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে হয়েছিল বাগদান।ক্রিকেট ও বলিউড জগতের শিল্পীদের উপস্থিতিতে বিয়ের গোটা আয়োজন হয়ে ওঠে তারকাখচিত। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নবদম্পতি একসাথে বাইরে এসে আলোকচিত্রীদের সামনে পোজ দেন।
হাতে- হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুন-সানিয়ার সেই ছবিগুলি মুহূর্তের মধ্যেই সমাজমাধ্যমে হয় ভাইরাল। অর্জুন এবং সানিয়া বিয়ের পোশাকের জন্য বেছে নিয়েছেন ঐতিহ্যবাহী লাল রং। অর্জুন পড়েছিলেন লাল রংয়ের ভারী কারুকার্য করা জ্যাকেট, সঙ্গে লাল কুর্তা ও আইভরি প্যান্ট। অন্যদিকে পেশায় প্রাণী চিকিৎসক নববধূ সানিয়া পড়েছিলেন লাল ও গোলাপি রঙের শাড়ি গাউন। ভিন্ন রঙের ব্লাউজের কারণে পোশাকে এসেছে নতুন চমক। সঙ্গে ছিল পান্না ও হীরের নেকলেস। মিলিয়ে পড়েছিলেন কানের দুল ও মাথার টিকলি। পরে নবদম্পতির সাথে ফটোশুটে যোগ দেন টেন্ডুলকার পরিবারের বাকি সদস্যরা।সচিন টেন্ডুলকার, স্ত্রী অঞ্জলি তেন্ডুলকার এবং মেয়ে সারা টেন্ডুলকার প্রত্যেকেই তাদের সাজ পোশাকে নজর কেড়েছেন। বলিউড অতিথীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান, স্ত্রী গৌরী খান, মেয়ে সুহানা খান, অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, আমির খান আরও অন্যান্যরা।
ক্রিকেটারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ পাঠান, ইরফান পাঠান,যুবরাজ সিং শ্রেয়াস আইয়ার প্রমুখেরা। রশমিকা-বিজয়ের পর এটি ২০২৬ সালের অন্যতম আলোচিত সেলিব্রিটি বিয়ে হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনা পেয়েছে।

নজরে INSTA

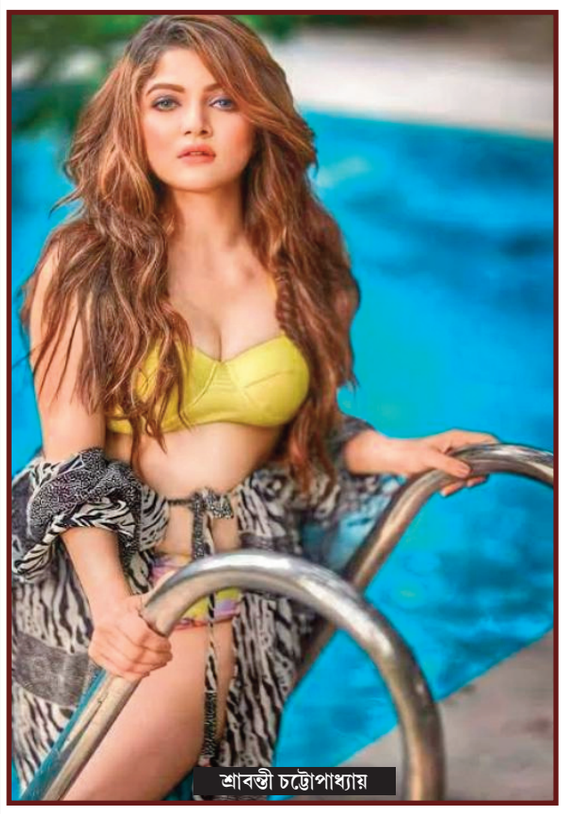
শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়

শ্রীতমা বৈদ্য

আদা শর্মা

প্রিয়াঙ্কা মোহন

তামান্না ভাটিয়া

ব্রণ থেকে মুক্তি

নয়া জামানা ঃ ব্রণ ত্বকের একটি খুবই সাধারণ সমস্যা। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। ত্বকের অতিরিক্ত তেল, ধুলো-ময়লা, হরমোনের পরিবর্তন বা ভুল স্কিন-কেয়ারের কারণে ব্রণ হতে পারে। কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললে ব্রণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।ব্রণ দূর করার কিছু কার্যকর উপায়
১. নিয়মিত মুখ পরিষ্কার রাখা
দিনে অন্তত দুইবার হালকা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। এতে ত্বকের অতিরিক্ত তেল ও ময়লা দূর হয় এবং ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে।
২. মুলতানি মাটি ব্যবহার
মুলতানি মাটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে। মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে সপ্তাহে ১-২ বার ব্যবহার করলে ব্রণ কমতে সাহায্য করে।
৩. নিমপাতা
নিমের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। নিমপাতা বেটে পেস্ট বানিয়ে ব্রণের ওপর লাগালে সংক্রমণ কমে এবং ব্রণ শুকাতে সাহায্য করে।
৪. অ্যালোভেরা জেল
অ্যালোভেরা ত্বককে ঠান্ডা রাখে এবং প্রদাহ কমায়। প্রতিদিন রাতে অল্প অ্যালোভেরা জেল মুখে লাগালে ব্রণের দাগও ধীরে ধীরে হালকা হয়।
৫. বেশি তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়ানো
অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড ও বেশি মিষ্টি খেলে অনেক সময় ব্রণ বাড়তে পারে। তাই ফল, শাকসবজি ও পর্যাপ্ত পানি খাওয়া জরুরি।
৬. মুখে বারবার হাত না দেওয়া
অনেকেই ব্রণ খুঁটতে বা চাপতে যান। এতে সংক্রমণ বাড়ে এবং দাগ স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। তাই ব্রণ খোঁটা একেবারেই উচিত নয়।
৭. পর্যাপ্ত ঘুম ও স্ট্রেস কমানো
কম ঘুম ও মানসিক চাপও ব্রণের একটি বড় কারণ। প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
যদি দীর্ঘদিন ধরে খুব বেশি ব্রণ হয় বা ব্যথা-সহ বড় ব্রণ দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই একজন ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো।তবে খেয়াল রাখবেন, ব্রণ ফাটাবেন না, এতে সেই জায়গায় ইনফেকশন হতে পারে।

যে অভ্যাসগুলি দাঁতের ক্ষতি করে

নয়া জামানা ঃ নিয়ম মেনে তিন বেলা দাঁত ব্রাশ করছেন, খাবার খাওয়ার পর কুলি-কুচি করছেন তাও অজান্তেই আপনার কিছু অভ্যাসেই ক্ষতি হচ্ছে আপনার দাঁতের। অভ্যাস গুলি কি তা জানা থাকলে আপনি সতর্ক হবেন।দাঁতের ক্ষতি করে এমন কিছু অভ্যাস

১. ধূমপান ধূমপান দাঁতের ক্ষতি করে এবং মুখের গন্ধও খারাপ করে।
২. মুখে পান রাখা মুখে পান রাখলে দাঁতের ক্ষতি হয় এবং মুখের গন্ধও খারাপ হয়।
৩. দাঁত দিয়ে বোতল খোলা দাঁত দিয়ে বোতল খোলা দাঁতের ক্ষতি করে।
৪. দাঁত দিয়ে বাদাম ভাঙা দাঁত দিয়ে বাদাম ভাঙা দাঁতের ক্ষতি করে।
৫. দাঁত দিয়ে কঠিন খাবার খাওয়া দাঁত দিয়ে কঠিন খাবার খাওয়া দাঁতের ক্ষতি করে।
৬. দাঁত না মাজা দাঁত না মাজলে দাঁতের ক্ষতি হয় এবং মুখের গন্ধও খারাপ হয়।
৭. দাঁতের ডাক্তারের কাছে না যাওয়া দাঁতের ডাক্তারের কাছে না গেলে দাঁতের সমস্যা ধরা পড়ে না এবং দাঁতের ক্ষতি হয়।
৮. মিষ্টি খাবার খাওয়া মিষ্টি খাবার খেলে দাঁতের ক্ষতি হয়।
৯. দাঁত দিয়ে পেন্সিল বা পেন খাওয়া দাঁত দিয়ে পেন্সিল বা পেন খাওয়া দাঁতের ক্ষতি করে।
১০. দাঁত দিয়ে নখ কাটা দাঁত দিয়ে নখ কাটা দাঁতের ক্ষতি করে।

দাঁতের ক্ষতি এড়াতে
- নিয়মিত দাঁত মাজুন
- দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়মিত যান
- মিষ্টি খাবার খাওয়া কম করুন
- ধূমপান এবং মুখে পান রাখা বন্ধ করুন
- দাঁত দিয়ে কঠিন খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন
- দাঁত দিয়ে বোতল খোলা এবং বাদাম ভাঙা এড়িয়ে চলুন। রাত্রেবেলা মিষ্টি কিছু ঘুমানোর আগে অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করুন।

মুখে লাগান মুসুর ডালের ফেসপ্যাক, রেজাল্ট পাবেন দুদিনেই

নয়া জামানা ঃ রান্নার ডালের প্রোটিন কেবল শারীরিক বৃদ্ধিতে নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও কাজে লাগে। ঘরে থাকা মুসুর ডাল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ফেসপ্যাক।এই মুসুর ডালের ফেসপ্যাক ত্বকের যত্নে একটি সহজ ও কার্যকর প্রাকৃতিক উপায়। মুসুর ডাল প্রোটিন, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা ত্বককে উজ্জ্বল ও মসৃণ করতে সাহায্য করে। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাবের মতো কাজ করে;মৃত কোষ দূর করে ত্বক পরিষ্কার রাখে এবং ব্রণ ও দাগ কমাতে সহায়তা করে।
তৈরি করার পদ্ধতি
২ টেবিল চামচ মুসুর ডাল কয়েক ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পেস্ট করে নিন। এতে ১ টেবিল চামচ দই ও কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। শুষ্ক ত্বকের জন্য দুধ বা মধু যোগ করতে পারেন।
ব্যবহার
মুখ পরিষ্কার করে প্যাকটি সমানভাবে লাগান। ১৫,২০ মিনিট পর হালকা হাতে ম্যাসাজ করে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 6:00 AM Page 16

ইরানকেও গাজা বানাতে চায় ইসরাইল ঃ বিশ্লেষক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দখলদার ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানে হামলা চালিয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারির ওই আগ্রাসনের পর হাতের মুষ্ঠি ছেড়ে দিয়েছে তেহরানও। ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ছে উগ্র ইহুদিবাদী ভূখণ্ড এবং উপসাগরীয় দেশগুলোয় মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাপনা লক্ষ্য করে। কিন্তু গণহত্যাকারী ইসরাইল ও তাদের সহযোগী যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভূমিতে বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে তার অধিকাংশ ঠেকাতে পারছে না তেহরান। এতে আরেকটি গাজার দৃশ্য ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যাকায় গণহত্যা চালানোয় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পেয়েছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এরপরও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি কেউ। এ কারণে তিনি আবও বেপরোয়া হয়ে ইরান আক্রমণ করেছেন। বরাবরের মতো এবারও নিরীহ মুসলমানদের গণহারে হত্যা করার জন্য পাশে পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রকে।হাজার হাজার শিশুর প্রাণ হরণকারী নেতানিয়াহু ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান আক্রমণের সূচনা করেছেন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে হামলার মাধ্যমে। যেখানে একটি শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ১৮০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আরো শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিহত হয়েছেন। সব মিলিয়ে আগ্রাসনের পঞ্চম দিন বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) ইরানে নিহতের সংখ্যা ১ হাজার ২০০ ছাড়িয়ে গেছে। দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক আমজাদ ইরাকি আলজাজিরাকে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমরা ইরানেও ইসরাইলের আগের নীতির প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। তেল আবিবের সেনারা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভূমিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের আগের নীতি থেকে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। তিনি বলেন, ইসরাইল গাজা ও লেবাননে সব সময় 'ঘাস কাটা' -এর একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করছে। যার অর্থ হলো ঘাস বড় হলেই মাথা কেটে ফেলতে হবে। এই নীতির কারণ হলো- ইসরাইল সর্বদা ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধা গোষ্ঠী হামাস ও হিজবুল্লাহকে হুমকির বাইরে রাখতে চায়। যখনই তাদের হুমকি মনে হয়, তখনই নানা অজুহাতে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে দুর্বল করে দেয়।আমজাদ ইরাকি বলেন, ইরানে এর চেয়েও ভয়ঙ্কর নীতি অনুসরণ করছে তেল আবিব। তারা ইরানে 'ঘাস জ্বালিয়ে দেওয়ার' কৌশল নিয়েছে, যেন দেশটি আর টিকে থাকতে না পারে। ইসরাইল ইরানে তাই করছে যা আড়াই বছর ধরে গাজায় করছে।এই বিশ্লেষক বলেন, গাজায় গণহারে জনজীবন ধ্বংস করে দিলেও কূটনৈতিকভাবে তারা তাদের সেনাবাহিনীর শক্তি বরাবরই বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। এজন্য তারা এখন আর ঘাস কাটার নীতিতে নেই, বরং শেকড়সহ ঘাস ধ্বংস করার কৌশল নিয়েছে।তিনি যোগ করেন, ইসরাইল যুদ্ধনীতির তোয়াক্কা না করে নিয়মিত ইরানের স্কুল, মসজিদ, মাজার, বেসামরিক বাড়িঘর, স্থাপনাসহ যা পাচ্ছে তাই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এজন্য গাজায় আড়াই বছরের ধ্বংসযজ্ঞ ও ইরানের গণবিধ্বংসী হামলার মধ্যে সরাসরি সংযোগ আছে। তারা তেহরানকে পুরোপুরি শেষ করে দিতে চাচ্ছে।অন্যদিকে ইসরাইল যেকোনো বড় ক্ষতি থেকে মুক্ত, কারণ যুক্তরাষ্ট্র তাদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইরানের হামলায় তাদের ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো সম্ভব নয়।আমজাদ ইরাকি বলেন,

এই যুদ্ধ নিয়ে ইসরাইল মোটেও চিন্তিত নয়। এমনকি বিষয়টি তাদের কাছে অতটা গুরুতরও মনে হচ্ছে না। কারণ, ওয়াশিংটন তাদের পাশে থাকায় কূটনৈতিক সমর্থন ও অস্ত্র পেতে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইউরোপ ও আরব বিশ্বসহ পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনও আদায় করছে। তাই তারা মূলত একটি ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতেছে।

ক্ষুব্ধ ওমর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বুধবার শ্রীলঙ্কার উপকূল থেকে ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে ইরানি যুদ্ধজাহাজ 'আইআরআইএনএস ডেনা'-এর উপর হামলা চালায় মার্কিন ডুবোজাহাজ। ডুবন্ত অবস্থাতেই জাহাজটির নাবিকেরা বার্তা পাঠান। সেই মতো শ্রীলঙ্কার নৌসেনা উদ্ধারে যায়। ততক্ষণে জাহাজে থাকা ৮৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ডুবন্ত রণতরী থেকে ৩২ জনকে উদ্ধার করে শ্রীলঙ্কার নৌসেনা।ভারত মহাসাগরে মার্কিন হামলায় ইরানি রণতরী ধ্বংস দুর্ভাগ্যজনক। ওরা আমাদের অতিথি ছিল। বৃহস্পতিবার এমনটাই বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।ওমর বলেন, ভারতের সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছিল যুদ্ধজাহাজটি। ওরা আমাদের অতিথি ছিল। কোনওভাবে আমাদের দেশকেও এই পরিস্থিতিতে টেনে আনা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কী হবে তা আমি জানি না।দ এরপরই উদ্বিগ্ন ওমর বলেন, তএই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ কাশ্মীরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।বুধবার শ্রীলঙ্কার উপকূল থেকে ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে ইরানি যুদ্ধজাহাজ 'আইআরআইএনএস ডেনা'-এর উপর হামলা চালায় মার্কিন ডুবোজাহাজ। ডুবন্ত অবস্থাতেই জাহাজটির নাবিকেরা বার্তা পাঠান। সেই মতো শ্রীলঙ্কার নৌসেনা উদ্ধারে যায়। ততক্ষণে জাহাজে থাকা ৮৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ডুবন্ত রণতরী থেকে ৩২ জনকে উদ্ধার করে শ্রীলঙ্কার নৌসেনা। কিন্তু জাহাজে থাকা ১৪৮ জনের খোঁজ মেলেনি। সময় যত গড়াচ্ছে, তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তত ক্ষীণ হচ্ছে বলেই আশঙ্কা উদ্ধারকারীদের।জানা গিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গোপসাগরে এসেছিল ইরানি যুদ্ধজাহাজটি। সেখানে ভারতের নৌসেনার সঙ্গে যৌথ মহড়াতেও অংশ নেয় সেটি। তার পর যুদ্ধজাহাজটির গন্তব্য হয় বিশাখাপত্তনম। পরে সেখান থেকে সেটি ইরানের উদ্দেশে রওনা দেয়। ঠিক সেই সময়ই যুদ্ধজাহাজটির উপর হামলা চালানো হয় বলে খবর।

দুবাইয়ে মিসাইল হামলার আশঙ্কা !

গোটা সংযুক্ত আরব আমিরশাহী জুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নতুন করে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল কাতারের দোহা ও বাহরিনের মানামায়। যাকে ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে আতঙ্ক ছড়াল!

গোটা সংযুক্ত আরব আমিরশাহী জুড়েই জারি করা হয়েছে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট! সেখানে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য মিসাইল হামলা এড়াতে সকলেই যেন নিকটতম নিরাপদ ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেন।সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে জানা যাচ্ছে, আবু ধাবির জায়েদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে।

এরপরই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তরফে দেশজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয় সম্ভাব্য মিসাইল হামলার কথা জানিয়ে। বলা হয়, নিকবর্তী ভবনে যেন সকলে আশ্রয় নেন। সেই সঙ্গেই জানানো হয়েছে, কেউ যেন জানলা, দরজা দিয়ে উঁকি না মারেন। পাশাপাশি খোলা জায়গাতেও যেন কেউ না থাকেন, তাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবার ইরানে হামলা হওয়ার পরই ইজরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে বেপরোয়া হামলা শুরু করেছে তেহরান।

দুপুরের পর দুবাইয়ের বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। পাম জুমেইরাহ এলাকায় বিস্ফোরণের কথা নিশ্চিত করেছে সে দেশের প্রশাসন। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ইমারত বুর্জ খলিফার কাছেও একাধিক বিস্ফোরণ হয়েছে বলে জানা যায়। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শনিবারই খালি করে দেওয়া হয় বুর্জ খলিফা।তারপর থেকে এখনও চলছে হামলা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, আবুধাবিতে একটি নৌসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান।

এই হামলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও, কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এবার ইরানকে সতর্ক করেছে আমিরশাহী। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, হুঁশে ফিরুন। আপনার যুদ্ধ সম্পূর্ণ আপনার। প্রতিবেশীদের সঙ্গে নয়। কিন্তু এরপরও কাটেনি আশঙ্কার মেঘ! নতুন করে মিসাইল হামলার আশঙ্কায় কাঁপছে আরবদেশ।

অসমে সুখোই যুদ্ধবিমানের বিপর্যয়ে দুই পাইলটের মৃত্যু

প্রশিক্ষণ চলাকালীন ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার সুখোই এসইউ-৩০ এমকেআই। অসমের আকাশে নিখোঁজ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর উদ্ধার হল যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষ।

শুক্রবার সকালে বায়ুসেনা জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বিমানে থাকা দুই পাইলটই। নিহতদের নাম স্কোয়াড্রন লিডার অনুজ এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পূর্বেশ দুরাগকর। শোকাতুর পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বায়ুসেনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জোরহাট বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে রুটিন প্রশিক্ষণে উড়েছিল এই রুশ যুদ্ধবিমানটি। টেক অফের ঠিক কিছু ক্ষণ পর, ঘড়িতে তখন সন্ধে ৭টা ৪২ মিনিট, শেষ বারের মতো রেডার কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল সুখোইয়ের। তার পরেই সব স্তব্ধ। অরুণাচল সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় আকাশসীমার এই অতন্দ্র প্রহরী। জোরহাট থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে কার্বি আংলং জেলায় আছড়ে পড়ে বিমানটি। গোটা রাত টানটান উত্তেজনায় তল্লাশি চালায় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার। শুক্রবার ভোরে জঙ্গলঘেরা দুর্গম এলাকা থেকে মেলে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বিমানের অংশ।

সেখান থেকেই উদ্ধার হয় দুই বীর সেনানির নিথর দেহ। ঘটনার খবরে শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। এক্স হ্যান্ডলে বায়ুসেনা জানিয়েছে, 'মৃতদের শোকাহত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। এই অবস্থায় তাদের পাশে থাকার বার্তাও দেওয়া হয়েছে।' বায়ুসেনার ভাণ্ডারে ২৬০টিরও বেশি এই শক্তিশালী যুদ্ধবিমান থাকলেও দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না। ২০১৭ সালে তেজপুর থেকে ওড়ার পর একই ভাবে জঙ্গলমহলে ভেঙে পড়েছিল সুখোই, প্রাণ গিয়েছিল দুই পাইলটের। সেই স্মৃতিই উস্কে দিল কার্বি আংলংয়ের এই অভিশপ্ত রাত।

দুই বা ততোধিক সন্তান নিলেই ২৫ হাজার টাকা দেবে অন্ধ্রের সরকার

রাজ্যে হু হু করে কমছে নবজাতকের সংখ্যা। এই সংকট কাটাতে এবার বড়সড় দাওয়াই দিতে চলেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু। দুই বা তার বেশি সন্তান নিলেই দম্পতিদের হাতে এককালীন ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে তাঁর সরকার। চলতি মাসেই এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের ডেমোগ্রাফিক সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, বর্তমানে রাজ্যে জন্মহার বা টিএফআর নেমে এসেছে ১.৫ শতাংশে।

যা প্রতিস্থাপন স্তরের চেয়ে বেশ খানিকটা কম। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এই হারকে ২.১ শতাংশে নিয়ে যাওয়াই এখন প্রশাসনের পাথির চোখ।

চন্দ্রবাবু বলেন, 'আমরা একটা অভিনব পদ্ধতির কথা ভেবেছি। কোনও দম্পতি দুই বা তার বেশি সন্তানের জন্ম দিলেই আমরা তাঁদের ২৫ হাজার টাকা করে দেব। একেবারে জন্মের সময়েই এই টাকা দেওয়া হবে। এই প্রকল্প খেলা ঘুরিয়ে দিতে চলেছে। আমরা যদি এটা করতে পারি, তা খুব কার্যকরী হবে।' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারসাম্য রাখা এবং বয়স্কদের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা বাড়ানোই এই উদ্যোগের নেপথ্যে আসল কারণ। চন্দ্রবাবুর মতে, জনসংখ্যার গড় বয়স বেড়ে গেলে তার প্রভাব সরাসরি পড়ে রাজ্যের উৎপাদনশীলতা এবং সামগ্রিক অগ্রগতির ওপর। একই সমস্যার মুখে আজ অনেক দেশ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই তাই সচেতন অন্ধ্রপ্রদেশ।

প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত, চলতি মাসের শেষ দিকেই এই মেগা স্কিমের ঘোষণা হতে পারে এবং আগামী এপ্রিল মাস থেকে তা কার্যকর করার প্রস্তুতি চলছে।

শর্ত বেঁধে দিয়ে ভারতকে রাশিয়ার তেল কিনতে ছাড়পত্র দিল ট্রাম্প

বিশ্বজুড়ে ঘনিয়ে আসা জ্বালানি সংকটের মেঘ কাটাতে রাশিয়ার তেল নিয়ে সুর নরম করল ওয়াশিংটন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভারতকে রুশ তেল আমদানিতে ৩০ দিনের জন্য বিশেষ ছাড়পত্র দেওয়ার ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে বাড়তে থাকা সংঘাতের আবহে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসেন্ট বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, বিশ্ববাজারে তেলের আকাল রুখতেই ভারতীয় শোধনাগারগুলিকে রাশিয়ার তেল কেনার অনুমতি দিচ্ছে আমেরিকা। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট লেখেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জ্বালানি কর্মসূচির ফলে তেল ও গ্যাস উৎপাদন রেকর্ড সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্ব বাজারে তেলের সংকট রুখতে ট্রেজারি বিভাগ ভারতীয় পরিশোধকদের রাশিয়ান তেল কেনার অনুমতি দিচ্ছে। এর জন্য ৩০ দিনের একটি অস্থায়ী ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে।' তবে এই ছাড় ঢালাও নয়। আমেরিকার তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই সুবিধা কেবল সেইসব রুশ তেলের ট্যাঙ্কারের জন্যই প্রযোজ্য, যা বর্তমানে সমুদ্রপথে আটকে রয়েছে। এই স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপের ফলে ক্রেমলিনের খুব একটা বড় অঙ্কের আর্থিক ফায়দা হবে না বলেই দাবি হোয়াইট হাউসের। মূলত ৫ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই ছাড়ের মেয়াদ কার্যকর থাকবে। দীর্ঘদিন ধরেই রাশিয়ার থেকে তেল আমদানির বিষয়ে দিল্লির ওপর চাপ বাড়াচ্ছিল আমেরিকা। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্কও চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প।

আমেরিকার যুক্তি ছিল, রুশ তেল কিনে আদতে পুতিনের যুদ্ধ তহবিলে জ্বালানি জোগাচ্ছে ভারত। তবে সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে এক অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সেই শাস্তিমূলক শুল্ক প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শর্ত হিসেবে ভারতকেও রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আমেরিকার থেকে শক্তি সম্পদ আমদানির প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির মূলে রয়েছে ইরান সংকট।

তেহরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সংঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল কার্যত স্তব্ধ। বিশ্বের মোট তেল রফতানির প্রায় ২০ শতাংশ এই পথ দিয়েই হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও মোট অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের ৪০ শতাংশের উৎস এই পথ। বর্তমানে সেখানে ভারতের ৩৭টি জাহাজ আটকে রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দিল্লির অনুরোধেই ওয়াশিংটন এই 'স্টপ-গ্যাপ' ব্যবস্থার পথে হেঁটেছে। বেসেন্ট জানিয়েছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অপরিহার্য অংশীদার ভারত। আমরা সম্পূর্ণরূপে আশা করি যে, নয়াদিল্লি মার্কিন তেল কেনা বাড়িয়ে দেবে। এই স্টপ-গ্যাপ পদক্ষেপের ফলে ইরান বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানি সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছিল তা কমাবে।' দিল্লি অবশ্য বরাবরই নিজের অবস্থানে অনড়।

সাউথ ব্লকের দাবি, দেশের জাতীয় স্বার্থই ভারতের বাণিজ্যনীতির মূল চালিকাশক্তি।

কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে তেল কেনার বাধ্যবাধকতা ভারত মানবে না।

তবুও রয়টার্স সূত্রে খবর, লক্ষ লক্ষ ব্যারেল রুশ তেল কেনার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে সবুজ সংকেত চেয়েছিল ভারত। ৫ মার্চের আগে হওয়া সমস্ত লেনদেন এই ছাড়ের আওতায় বৈধ হিসেবে গণ্য হবে। এখন দেখার, মার্কিন এই ৩০ দিনের 'অক্সিজেন' ভারতের জ্বালানি সংকট কতটা লাঘব করতে পারে।

খামেনেই-পুত্রকে গুরুত্বহীন তকমা ট্রাম্পের উত্তরসূরি নিয়ে নাক গলাতে চায় আমেরিকা

ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন নিয়ে এবার সরাসরি সংঘাতে অবতীর্ণ ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেহরানের অন্দরে যখন উত্তরসূরি খোঁজার তৎপরতা তুঙ্গে, তখন সেই প্রক্রিয়াকেই কার্যত নস্যাৎ করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর সাফ কথা, 'ওরা নিজেদের সময় নষ্ট করছে'। খামেনেই-পরবর্তী ইরানে ক্ষমতার রাশ কার হাতে থাকবে, তাতে ভাগ বসাতে চাইছে ওয়াশিংটন। বিশেষ করে আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দ্বিতীয় পুত্র মোজতবাকে নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তাকে বিন্দুমাত্র আমল দিতে নারাজ ট্রাম্প। উল্টো মোজতবাকে একপ্রকার খারিজ করে দিয়ে তিনি দাবি করেছেন, 'খামেনেইয়ের পুত্র কম ওজনদার'। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার পদ নিয়ে তেহরান এখনও চূড়ান্ত কোনো ঘোষণা করেনি। তবে মোজতবার নাম নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে চর্চা থামছে না। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইরানের নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজরদারি চালাবেন তিনি। ট্রাম্পের লক্ষ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি ইরানে এমন এক শাসনব্যবস্থা দেখতে চান, যা আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। নিজের ইচ্ছার কথা গোপন না করেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, 'আমাকে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে'। তেহরানের সিংহাসনে ঠিক কেমন ব্যক্তিত্বকে ট্রাম্প পছন্দ করবেন, তার একটা আভাসও মিলেছে তাঁর বক্তব্যে। ভেনেজুয়েলার বর্তমান অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজের শাসনকালে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের যে উন্নতি হয়েছে, তাকেই মডেল হিসেবে দেখছেন ট্রাম্প। তিনি চান, ডেলসির মতো কোনো নমনীয় নেতৃত্ব আসুক ইরানে। ট্রাম্পের নীতিগত দাবির কাছে নতিস্বীকার করবেন না, এমন কাউকেও তিনি গ্রহণ করতে রাজি নন। বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ট্রাম্প ঠিক কীভাবে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নাক গলাবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও তাঁর মেজাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তিনি নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে নারাজ। গত শনিবার আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানে খামেনেই-সহ একাধিক প্রভাবশালী ইরানি নেতা নিহত হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটেই তিনি মনে করছেন যে, আমেরিকা এখন যুদ্ধের রাশ নিয়ন্ত্রণ করার জায়গায় রয়েছে। ট্রাম্পের কটাক্ষ, 'ওদের নেতৃত্ব দেওয়ার লোক খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে। যিনি নেতৃত্ব দিতে চাইছেন, তিনিই শেষে মারা যাচ্ছেন'। অর্থাৎ, সামরিক সাফল্যের ওপর দাঁড়িয়েই এখন ইরানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ লিখে দিতে চাইছে হোয়াইট হাউস।

ইরানের পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন নিয়ে এবার সরাসরি সংঘাতে অবতীর্ণ ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেহরানের অন্দরে যখন উত্তরসূরি খোঁজার তৎপরতা তুঙ্গে, তখন সেই প্রক্রিয়াকেই কার্যত নস্যাৎ করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর সাফ কথা, 'ওরা নিজেদের সময় নষ্ট করছে'। খামেনেই-পরবর্তী ইরানে ক্ষমতার রাশ কার হাতে থাকবে, তাতে ভাগ বসাতে চাইছে ওয়াশিংটন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 6:00 AM Page 17

‘বসে পড়ো, কিছুই হয়নি’, ম্যাচ চলাকালীন অহেতুক লাফালাফি সাক্ষীর, থামালেন ধোনি

টি-২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল দেখতে হাজির সস্ত্রীক মহেন্দ্র সিং ধোনি। ম্যাচের সময় বারবার ক্যামেরায় ধরা পড়ছিল দেশকে জোড়া বিশ্বকাপ এনে দেওয়া অধিনায়কের মুখ। তার মধ্যেই দেখা গেল এক মজার দৃশ্য। ইংল্যান্ডের উইকেট পড়ে গিয়েছে ভেবে আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন ধোনিপত্নী সাক্ষী, কিন্তু ইংরেজ ব্যাটার আসলে আউট ছিলেন না। স্ত্রী ভুলবশত সেলিব্রেট করতেই ধোনির মুখে চওড়া হাসি, সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ইংল্যান্ড ইনিংসের ১৮তম ওভারে বল করতে আসেন জশপ্রীত বুমরাহ। ওই সময় ক্রিজে ছিলেন শতরান হাঁকানো জেকব বেথেল। কিন্তু স্ট্রাইকে ছিলেন ইংরেজ অলরাউন্ডার স্যাম কারান। ওভারের প্রথম বলে বুমরাহর ডেলিভারি সোজাসুজি মারতে যান তিনি। সেটাকে ক্যাচ ধরার চেষ্ট করেন ভারতীয় পেসার, কিন্তু তার আগেই মাঠে পড়ে গিয়েছিল বল। গ্যালারিতে থাকা সাক্ষী ক্যাচ হয়েছে ভেবে লাফাতে শুরু করেন। সেই মুহূর্তের ভিডিও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে ওঠা সাক্ষীকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন ধোনি। বলেন, তআরে আপাতত বসে পড়ো।দ সেসময়ে ধোনি দেব আশেপাশে ছিলেন বেশ

কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। সাক্ষীর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলেন সকলেই। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে মাহি জানিয়েছিলেন, তাঁর ক্রিকেট জ্ঞানকে মোটেই তোয়াক্কা করেন না সাক্ষী। বরং ধোনিপত্নী মনে করেন, ক্রিকেটের খুঁটিনাটি তিনি বেশ বোঝেন। যদিও বৃহস্পতিবার ম্যাচ দেখতে গিয়ে ভুল করে ফেললেন সাক্ষী। সেই মিষ্টি মুহূর্তের ভিডিও দেখে নেটিজেনরাও হেসে কুটোপাটি। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়ের গ্যালারিকে মায়ানগরীর একটুকরো সেলেব পাড়া বললেও অত্যুক্তি হয় না! রণবীর-আলিয়া, বরুণ ধাওয়ান, অনিল কাপুর, রজিত কাপুর-সহ বিটাউনের অনেকেই হাজির ছিলেন। এছাড়াও আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ছিলেন সপরিবারে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, বিসিসিআইয়ের অন্যান্য আধিকারিকরাও ছিলেন মাঠে। ছিল মুকেশ আম্বানির গোটা পরিবার। তবে সেলেবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়ে নিয়েছে ধোনিপত্নীর উচ্ছ্বাসের ভিডিও।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অবশেষে স্বস্তির খবর পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতে ভারতের আটকা পড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়ার খবর মিলেছে। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, ক্যারিবিয়ান স্কোয়াডের জন্য চার্টার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে কবে নাগাদ ভারত ছাড়বেন তারা, সেটি এখনও স্পষ্ট নয় । আসলেই এমন কিছু করা হচ্ছে কিনা, সেটার প্রমাণ কিছুটা পাওয়া যায় ড্যারেন স্যামির এক্স পোস্ট থেকে। ক্যারিবিয়ান কোচ লেখেন, ‘ আপডেট পেয়েছি। এটাই চেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ‘ এদিন আরও দুটি পোস্ট করেন স্যামি। প্রথমটিতে দেশে ফেরার আকুতি জানিয়ে তিনি লেখেন ‘ আমি স্রেফ বাড়ি যেতে চাই। ‘ । এর চার ঘণ্টা পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার স্যামি ফের পোস্ট করেন, তঅন্তত একটা নতুন খবর (চাই), আমাদের কিছু একটা বলুক। আজ, কাল, আগামী সপ্তাহ। পাঁচ দিন হয়ে গেছে। ‘ দেশে ফেরা নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত সেই খবর তারা পেয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের

খবর, ‘ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দেশে ফেরার জন্য একটি চার্টার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ‘ । কলকাতায় গত রবিবার সুপার এইটের ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরদিন ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিবৃতি দিয়ে জানায়, আপাতত দেশে ফেরা হচ্ছে না বিশ্বকাপ দলের। কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করে, ‘আন্তর্জাতিক আকাশসীমা বিধিনিষেধের’ কথা। তবে দ্রুতই দলকে দেশে ফেরানোর জন্য কাজ করার কথাও তারা জানায়। গত শনিবার ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। পরে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা করে ইরান। ফলে তখনই মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আগে সুপার এইট থেকে বিদায় নেওয়া জিম্বাবুয়ে দলও ভারতে আটকা পড়ে। পরে বুধবার বিকল্প পথে প্রথম ধাপে তাদের দলের কয়েকজনের ভারত ছাড়ার ব্যবস্থা করে আইসিসি ।

কলম্বোতে সব ম্যাচ খেলেও খালি হাতে ফিরেছে পাক দল

আথারটন-নাসের হুসেনকে ব্যঙ্গ ডিকের

ভারত-ইংল্যান্ড দুই দলের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে কার্যত বাগযুদ্ধ বেঁধে গেল। ইংল্যান্ডের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল আথারটন ও নাসের হুসেনকে কার্যত মিষ্টি কথায় ব্যঙ্গ করতে ছাড়লেন না ভারতীয় দলের প্রাক্তন কিপার-ব্যাটার দীনেশ কার্তিক ।

ঘটনার সূত্রপাত গত বছরে । ২০২৫ সাল অর্থাৎ গত বছর ভারতীয় দল যখন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে, তখন অনেকে দাবি করেছিলেন, একই শহরে থেকে একই স্টেডিয়ামে খেলার সুবিধা পেয়েছে ভারতীয় দল । আর সেই কারণেই নাকি তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবার চলতি টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তান দল একই সুবিধা পেয়েছে। তা পাওয়া সত্ত্বেও কেন সুপার-৮ পর্যায়ের বেশি এগোতে পারল না বাবররা ! সেই প্রশ্ন তুলেছেন কার্তিক।

আর সেটা করতে গিয়েই আথারটন ও হুসেনকে ব্যঙ্গ করে কার্তিক বলেছেন, ‘আমি আশা করেছিলাম শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান ভালো পারফরম্যান্স দেখাবে। কারণ, শ্রীলঙ্কা দেশের মাটিতে খেলছিল। ওরা বড় প্রতিযোগিতায় ভালো খেলে। কিন্তু ওদের ফল ভালো হল না। তারপর আমি পাকিস্তানের কথা ভেবেছিলাম। কারণ, ওরা কলম্বোতেই সব ম্যাচ খেলেছে। ওরা একই হোটেলে থেকেছে। ওরা একই পিচে খেলেছে।

তোমরা দুই ‘ফসিল’ বলেছিলে, এই কারণেই ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। সেই একই যুক্তি অনুযায়ী, এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সাফল্য অর্জন করা উচিত ছিল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এক দল সুবিধা নিতে পারছে এবং অন্য দল পারছে না। ফলে স্কিলের অভাব রয়েছে। সেটা স্পষ্ট । পাকিস্তান বলতে পারে ওরা আরও লড়াই করবে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে ওরা প্রায় হেরেই যাচ্ছিল। তারপর এসব কথা শোনা যাচ্ছে।’

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন শচীন পুত্র অর্জুনের বিয়েতে তারকার মেলা

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের কয়েক ঘণ্টা আগে বিয়ে করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার পুত্র অর্জুন টেন্ডুলকার। মুম্বাইয়ের উদীয়মান উদ্যোগপতি সানিয়া চন্দোকের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন তিনি। তার বিয়ের অনুষ্ঠানে কোচ ছাড়াও ভারতীয় দলের কয়েক জন সদস্যকে দেখা গিয়েছে অনুষ্ঠানে। তবে বিশ্বকাপের দলে থাকা কোনও ক্রিকেটারকে দেখা যায়নি। ছিলেন বলিউডের একাধিক সেলিব্রিটিও। ছেলের বিয়েতে শচীন আমন্ত্রণ করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট মহলের অনেককে। এখনকার ক্রিকেটারদের পাশাপাশি বহু প্রাক্তন ক্রিকেটারও ছিলেন আমন্ত্রিতের তালিকায়। মুম্বইয়ের যে হোটেলে ভারতীয় দল রয়েছে, সেই হোটেলেই বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) সকালে শচীনের আমন্ত্রণ রাখতে অর্জুনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন সূর্যকুমার যাদবদের কোচ গম্ভীর। তবে তাকে ছাড়া ভারতের বিশ্বকাপের দলের কাউকে অর্জুনের বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। তবে শ্রেয়স আইয়ার, পৃথ্বী শয়ের মতো ভারতীয় ক্রিকেটারেরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহও। ছিলেন হরভজন সিংহ, যুবরাজ সিংহ, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলে, আশিস নেহরা, ইরফান পাঠান, ইউসুফ পাঠান, বেঙ্কটেশ প্রসাদ, জাহির খান, সুরেশ রায়না, আকাশ চোপড়ার মতো সাবেক তারকরা ক্রিকেটারেরা। শিল্পপতি অনিল অম্বানিও সপরিবার উপস্থিত ছিলেন অর্জুন-সানিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠানে।

বলিউড শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, বিধু বিনোদ চোপড়া, শঙ্কর মহাদেবন, আমির খান, ফারহান আখতার, আরতি সিংহ, আশুতোষ গোয়ারিকরসহ বলিউডের বহু পরিচিত মুখকে দেখা গিয়েছে ।

গত বছরের অগস্টে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সানিয়া-অর্জুনের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল । অর্জুনের স্ত্রী মুম্বাইয়ের পরিচিত ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়া। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং হোটেল শিল্পে মুম্বাইয়ের ঘাই পরিবার অত্যন্ত পরিচিত। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং ব্রুকলিন ক্রিমারি আইসক্রিম ব্র্যান্ডের মালিক ঘাই পরিবার ।

বাবার প্রেমিকার কোলে বসেই মাঠে ম্যাচ উপভোগ, ভারতকে ফাইনালে যেতে দেখে উচ্ছ্বসিত অগস্ত্য

ওয়াংখেড়েতে সেমিফাইনালে ইতিমধ্যেই জিতে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শিরোপা জয়ের লড়াই করবে তারা । এই ম্যাচে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। ব্যাট হাতে মাত্র ১২ বলে ২৭ রান করেন । ভারতের বোলিং ইনিংসের শুরুতেই নেন ফিল সল্টের উইকেট। চাপের মুখে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ইনিংসের ১৯ তম ওভার বল করতে এসে প্রথম বলে ছয় খাওয়ার পরেও মাত্র ৯ রান দেন তিনি ইংল্যান্ডের ইনিংসের শেষ ওভারে লং অন থেকে করা তাঁর থ্রোতেই রান আউট হন ইংল্যান্ডের হয়ে শতরান করা বেথেল। বলা যায় সব মিলিয়ে এক ‘ ইভেন্ট ফুল ‘ ম্যাচ খেলেন হার্দিক । আর মাঠে গ্যালারিতে বসে বাবার এই কীর্তি তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলেন তাঁর ছোট্ট ছেলে অগস্ত্য। তবে সবথেকে অভিনব বিষয় তিনি খেলা দেখতে তাঁর মা’র সঙ্গে আসেননি। বাবার বর্তমান প্রেমিকার কোলে বসেই ম্যাচ দেখলেন ছেলে!

এমন অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। গ্যালারি থেকে সারা ম্যাচ জুড়ে চিৎকার করে বাবাকে সমর্থন করেছে হার্দিকপুত্র অগস্ত্য।

সে খেলা দেখতে এসেছিল বাবার প্রেমিকা মাহিকা শর্মার সঙ্গে। মাহিকার কোলে অগস্ত্যর খেলা দেখার ছবি ইতিমধ্যেই নেটদুনিয়ায় ভাইরাল ।

উল্লেখ্য ২০২৪ সালে নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে ডিভোর্স হয় হার্দিকের। তাঁর প্রথম বিয়ের সন্তান অগস্ত্য। দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে গেলেও বাবা এবং মায়ের কাছে মিলিয়ে মিশিয়ে থাকেন অগস্ত্য। দিন কয়েক আগেই সন্তানকে বিলাসবহুল ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার গাড়ি উপহার ও দিয়েছিলেন হার্দিক। সেই অগস্ত্যকে মাঠে বেশ স্নেহ করতে দেখা গেল হার্দিকের নতুন প্রেমিকা মাহিকাকেও ।

টি-২০ বিশ্বকাপে খারাপ পারফরম্যান্স , বাবরদের জরিমানা বোর্ডের !

পিসিবিকে একহাত নিলেন খাওয়াজা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের জন্য পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের জরিমানা করার খবর বিশ্বাসই করতে পারছেন না উসমান খাওয়াজা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) তীব্র সমালোচনা করে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান বলছেন, এতে বরং খেলোয়াড়দের ওপর চাপ আরও বাড়বে।

চলতি বিশ্বকাপের সুপার-৮ থেকে বিদায় নেয় সালমান আলি আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। এরপরই পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে খবর বের হয়, পাকিস্তান দলের প্রতি সদস্যকে ৫০ লাখ টাকা (১৮ হাজার মার্কিন ডলারের মতো) করে জরিমানা করা হয়েছে। ক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়, গ্রুপ পর্বে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে বাজেভাবে হারার পরপরই ক্রিকেটারদের এই জরিমানা করা হয়। সেমিফাইনালে উঠতে পারলে জরিমানা মোকুফ করা হতে পারে, এমন কথাও নাকি বলা হয়েছিল ক্রিকেটারদের। পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও জরিমানার খবর তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে পাকিস্তানের ক্রিকেটে। বিশ্ব ক্রিকেটেও বিষয়টি নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা । সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিওতে খাওয়াজা বললেন, এই খবর খুবই অবাক করেছে তাকে।

পিসিবির এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্নও তুললেন সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেওয়া এই ব্যাটসম্যান। ‘ আমি এইমাত্রই শুনলাম যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের জরিমানা করা হয়েছে। আমি বলতে চাইছি, প্রথমে এটা বিশ্বাস করিনি, তবে এটা সত্যই হবে।

সত্যিই আশ্চর্যজনক যে, পিসিবি এটাকে ভালো কিছু মনে করেছে। দুঃখিত, আমি হাসছি কারণ, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না । একটু ভাবুন তো, ক্রিকেটসহ, বিশ্বের উঁচু মানের কোন দল খেলোয়াড়দের ম্যাচ হারার জন্য জরিমানা করে? তারা তো ক্রিকেট ম্যাচ হারার চেষ্টা করছে না! এর ফলে তারা পরেরবার আরও ভালো পারফর্ম কীভাবে করবে? এর ফলে খেলোয়াড়দের ওপর আরও চাপ বাড়বে এবং মানসিক চাপ তৈরি হবে। তারা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট চাপের মধ্যে আছে। তারা পাকিস্তানি খেলোয়াড়, পুরো দেশ দেখছে। অতীতে দল নির্বাচনগুলোও তাদের ওপর চাপ তৈরি করেছে, আর এখন তাদের জরিমানা করছেন?

একেবারেই বাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা। পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের জন্য সত্যিই আমার খারাপ লাগছে। ‘

খাওয়াজার মতে, পাকিস্তান ক্রিকেট যেন কোনো ‘ধারাবাহিক নাটক।’ ‘ হ্যাঁ, সত্যি বলতে, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

এই কারণেই আমি এই ভিডিওটি তৈরি করেছি। বিশ্বাস করতে পারছি না।

প্রতিবার যখন আমি মনে করি, পাকিস্তান আর আমাকে অবাক করবে না, তখনই তারা আমাকে তাই করে। এটা একটা ধারাবাহিক নাটক মতো। পরবর্তী পর্বের জন্য আমার তর সইছে না ।‘

সেমিফাইনালের পর গম্ভীর-জয় শাহর জোর বচসা !

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের পর কি ‘বেসুরো’ দেখা গিয়েছিল জয় শাহকে? এমন প্রশ্ন ওঠার নেপথ্যে অবশ্য কারণ রয়েছে। গৌতম গম্ভীরকে রেগেমেগে কিছু বলতে দেখা যায় আইসিসি চেয়ারম্যানকে। ঘটনার ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হতে সোশাল মিডিয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যায়, ম্যাচের পর ডাগআউটের সামনে চলে যান জয় শাহ। সেখানে ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ‘হেডস্যর’ গৌতম গম্ভীর। তাঁদের পাশে ছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। এই সময় জয় শাহকে লক্ষ্য করে কিছু একটা বলেন গম্ভীর। পরক্ষণেই হাত নাড়িয়ে গম্ভীরকে কিছু একটা বারণ করেন আইসিসি চেয়ারম্যান। এর পরেই জল্পনা তৈরি হয়। কৌতূহলী নেটিজেনদের প্রশ্ন, গম্ভীরের কোন কথা মেনে নিতে পারেননি জয় শাহ? অনেকেই লিখেন, ‘জয় শাহর কাছে ফাইনালের ভেন্যু বদলের আর্জি জানিয়েছিলেন গম্ভীর।’ আসলে আহমেদাবাদের বাইশ গজ চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভালো রকম ভুগিয়েছে গম্ভীরের দলকে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে সামলে নিয়েছিল। ভারত পারেনি। তলিয়ে গিয়েছে আরও অতলে। ৭৬ রানে হেরে যায় ভারত। এই আহমেদাবাদেই ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল রোহিত শর্মার ভারতের।

রবিবার সেখানেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল-যুদ্ধে মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। জিতলে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনাল জিতে নজির গড়বে ভারত।

তাছাড়াও দেশের মাটিতেও বিশ্বকাপ জেতা প্রথম দল হিসাবে রেকর্ড বুকে নাম তুলবেন সূর্যকুমাররা। তবে তার আগে জয় শাহর সঙ্গে গম্ভীরের কী কথা হল, তা নিয়ে চর্চায় নেটভুবন। তবে আপাতত দু’জনের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা জানা যায়নি।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 3/7/2026 6:00 AM Page 18

বৈচিত্র্যময় জাতি, ধর্ম ও ভাষার

সমাহারে উন্নত মালয়েশিয়া

বৈচিত্র্য কখনো দুর্বলতা নয় সঠিক পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব পেলে তা-ই হয়ে উঠতে পারে উন্নয়নের প্রধান শক্তি।দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি মালয়েশিয়া তার উজ্জ্বল উদাহরণ। ভৌগোলিক, জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্পদে রূপান্তর করে দেশটি আজ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কাতারে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।মালয়েশিয়া মূলত দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত। পেনিনসুলার মালয়েশিয়া এবং বোর্নিও মালয়েশিয়া (সাবাহ ও সারাওয়াক)। এই দুই অঞ্চলের মাঝখানে বিস্তৃত বিশাল সাউথ চায়না সাগর। আকাশপথে প্রায় দুই ঘণ্টার দূরত্ব হলেও স্থলপথে সরাসরি যোগাযোগ নেই। ভৌগোলিক এই বিভাজনের পাশাপাশি দেশটিতে বসবাস করছে মালয়, চাইনিজ, ইন্ডিয়ান (তামিল), ইবানিজসহ অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী। রয়েছে ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্ম ও বহু ভাষার মানুষের সহাবস্থান। এতসব বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মালয়েশিয়া আজ একটি শক্তিশালী অর্থনীতি, উন্নত অবকাঠামো এবং বিশ্বপর্যটকদের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য।১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সময় মালয়েশিয়া একটি দরিদ্র দেশ হিসেবেই পরিচিত ছিল। মালয়, চাইনিজ ও তামিল রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জোট সরকার দেশ পরিচালনা করলেও নাগরিক আচরণ, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অনিয়ম উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্তরের দশক পর্যন্ত দেশটির অগ্রগতি ছিল ধীর।এই বাস্তবতায় পরিবর্তনের সূচনা ঘটে আশির দশকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের মানসিক রূপান্তর এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই মালয়েশিয়া ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। এর সবচেয়ে বড় মাইলফলক ছিল ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির বিন মোহাম্মদের প্রণীত ভিশন ২০২০ । এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়াকে একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত দেশে রূপান্তর করা।

শিক্ষা ও আচরণ সংস্কার ঃ নীরব বিপ্লব

ভিশন ২০২০ বাস্তবায়নের অন্যতম ভিত্তি ছিল শিক্ষা ও নাগরিক আচরণের সংস্কার।

ডা. মাহাথির তার আত্মজীবনী এ উল্লেখ করেন, সরকারি সম্পদ অপব্যবহার, দায়িত্বহীনতা ও দুর্নীতিপ্রবণ আচরণ উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তাই তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি নিজের অধীনে নিয়ে আমূল সংস্কারে হাত দেন। মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় এমন একটি ভারসাম্য আনা হয়, যেখানে মুসলিম মালয়রা যেমন আরবি পড়তে ও লিখতে পারে, তেমনি চাইনিজ ও তামিল নাগরিকরা নিজ নিজ ভাষা ও বর্ণে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক মানের সিলেবাস প্রণয়নের পাশাপাশি উপযুক্ত শিক্ষক তৈরিতে জোর দেওয়া হয়।এর পাশাপাশি চালু হয় নাগরিক আচরণ গঠনের প্রশিক্ষণ;যা ছিল এক ধরনের নীরব সামাজিক বিপ্লব। এ লক্ষ্যে কিছু আমলাকে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় মানব আচরণ ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করাতে। দেশে ফিরে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে আচরণগত প্রশিক্ষক তৈরি করেন।এই আচরণ শিক্ষার মূল স্তম্ভগুলো ছিল;ওয়েলকামিং নেশন দেশি-বিদেশি সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো।স্মাইল নেশন হাসিমুখে কথা বলা, রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ না করা।হেলপিং নেশন সম্মানের সঙ্গে অন্যকে সহযোগিতা করা।রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা সরকারি সম্পদ নষ্ট না করা ও দায়িত্বশীল ব্যবহার।আশঙ্কা ছিল, অনেক শিক্ষক ও আমলা এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু ইতিবাচক ফল আসায় বড় ধরনের কোনো বিরোধিতা দেখা যায়নি। আজকের মালয়েশিয়ার শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্য ও অতিথিপরায়ণতার পেছনে এই সংস্কারের বড় ভূমিকা রয়েছে।

জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রীতির মডেল

মালয়েশিয়ার উন্নয়নের আরেকটি বড় শক্তি হলো জাতিগত ও ধর্মীয় সম্প্রীতি। ভূমিপুত্র মালয়, চাইনিজ ও তামিল;এই তিন বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী একই সঙ্গে বসবাস করছে, কাজ করছে, রাজনীতি ও অর্থনীতি পরিচালনা করছে। অফিস, বাজার, কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;সবখানেই তাদের সহাবস্থান চোখে পড়ে।সংবিধান অনুযায়ী ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেও সব ধর্মের পূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে। দেশের প্রায় ৬৩ শতাংশ মুসলমান হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে ধর্ম পালন করছে। কিছু প্রদেশে শরিয়া আইন কার্যকর থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সবাই অংশগ্রহণ করছে।সাবাহ ও সারাওয়াক প্রদেশ এই বৈচিত্র্যের আরেক অনন্য উদাহরণ। এখানে ইবানিজ জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি, পাশাপাশি চাইনিজ ও তামিল জনগোষ্ঠীও রয়েছে। সাংবিধানিকভাবে এ দুই প্রদেশ বিশেষ মর্যাদা ও নিজস্ব ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা ভোগ করে, তবুও তারা ফেডারেল মালয়েশিয়ার উন্নয়নের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলছে।

ধর্ম ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা

ধর্মীয় উগ্রতা ও সংঘাত এড়াতে মালয়েশিয়া একটি সুসমন্বিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় শরিয়া কাউন্সিল রয়েছে। মসজিদ স্থাপন করতে সরকারি অনুমতি লাগে, মসজিদ কমিটিতে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় এবং শুক্রবারের খুতবা কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত;যাতে বিভ্রান্তি বা উসকানি না ছড়ায়। মসজিদগুলো শুধু ইবাদতের স্থান নয়, সামাজিক কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।একইভাবে সারা দেশে অসংখ্য মন্দির, চাইনিজ টেম্পল ও চার্চ রয়েছে। সব ধর্মের প্রধান উৎসব উপলক্ষে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়। ধর্মীয় বাস্তবতার কারণে কিছু প্রদেশে শুক্রবার-শনিবার এবং অন্যগুলোতে শনিবার-রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি চালু আছে;ফলে অনেক ক্ষেত্রে তিন দিনের সাপ্তাহিক ছুটিও দেখা যায়।

বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা

একজন অধ্যাপকের মতে, ধর্মীয় সম্প্রীতি, নাগরিক আচরণ, শিক্ষা পদ্ধতি ও উন্নয়ন নীতিতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, নাগরিক আচরণ নেতিবাচক হলে তার প্রভাব দেশ ও বিদেশ;দু'জায়গাতেই পড়ে। মালয়েশিয়া আগে নাগরিক আচরণ ঠিক করেছে, পরে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে।নব্বইয়ের দশকে অর্থনৈতিক সংকটে মালয়েশিয়াকে রাস্তার বাতি নিভিয়ে রাখতে হলেও আজ সেই দেশ আলোর ঝলকানিতে বিশ্বকে আকৃষ্ট করছে।

যেখানে মালয়েশিয়া পরিকল্পিত শিক্ষা সংস্কার ও আচরণগত উন্নয়ন করেছে, সেখানে বাংলাদেশ এখনো অনেক ক্ষেত্রে প্রথাগত ও অসংগঠিত ব্যবস্থার মধ্যেই রয়ে গেছে।প্রবাসী সুহেল তালুকদারের মতে, ডা. মাহাথির বিন মোহাম্মদের মতো শক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও স্পষ্ট কমিটমেন্টই মালয়েশিয়াকে এগিয়ে নিয়েছে। তাই বাংলাদেশকে মালয়েশিয়ার সঙ্গে তুলনা করতে হলে স্লোগান নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার দিকেই নজর দিতে হবে।মালয়েশিয়ার উন্নয়নের গল্প প্রমাণ করে;বৈচিত্র্য সমস্যা নয়, বরং সঠিক নেতৃত্ব, নীতি ও নাগরিক আচরণের মাধ্যমে তা জাতির সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হতে পারে। জাতি, ধর্ম ও ভাষার সহাবস্থানে গড়ে ওঠা এই দেশ আজ উন্নয়নের এক অনুকরণীয় মডেল। সৌ ঃ আজাদি।

বৈচিত্র্য কখনো দুর্বলতা নয় সঠিক পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব পেলে তা-ই হয়ে উঠতে পারে উন্নয়নের প্রধান শক্তি।দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি মালয়েশিয়া তার উজ্জ্বল উদাহরণ। ভৌগোলিক, জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্পদে রূপান্তর করে দেশটি আজ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কাতারে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।মালয়েশিয়া মূলত দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত। পেনিনসুলার মালয়েশিয়া এবং বোর্নিও মালয়েশিয়া (সাবাহ ও সারাওয়াক)। এই দুই অঞ্চলের মাঝখানে বিস্তৃত বিশাল সাউথ চায়না সাগর। আকাশপথে প্রায় দুই ঘণ্টার দূরত্ব হলেও স্থলপথে সরাসরি যোগাযোগ নেই। ভৌগোলিক এই বিভাজনের পাশাপাশি দেশটিতে বসবাস করছে মালয়, চাইনিজ, ইন্ডিয়ান (তামিল), ইবানিজসহ অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী। রয়েছে ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্ম ও বহু ভাষার মানুষের সহাবস্থান। এতসব বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মালয়েশিয়া আজ একটি শক্তিশালী অর্থনীতি, উন্নত অবকাঠামো এবং বিশ্বপর্যটকদের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য।১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সময় মালয়েশিয়া একটি দরিদ্র দেশ হিসেবেই পরিচিত ছিল। মালয়, চাইনিজ ও তামিল রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জোট সরকার দেশ পরিচালনা করলেও নাগরিক আচরণ, প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অনিয়ম উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্তরের দশক পর্যন্ত দেশটির অগ্রগতি ছিল ধীর।এই বাস্তবতায় পরিবর্তনের সূচনা ঘটে আশির দশকে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।